পূর্ণব্রহ্ম রাম

ও

রামনাম-মহিমা।

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীরামঃ শরণং মম।

রকারো রামচন্দ্রঃ স্যাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
আকারো জানকী প্রোক্তা মকারোলক্ষণঃ স্বরাট॥

দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

॥ নিবেদন ॥

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় মদীয় পরমারাধ্য ঃ দেব প্রণীত 'পূর্ণব্রহ্ম রাম ও রামনাম মহিমা' গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইল। পরম পূজ্যপাদ কলিপাবন মহাজন বিরাগ-রসিক সম্বল প্রেমাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ বাবা কৃ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া জগদ্বাসীর নিকট . মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই তৃতীয় খণ্ডটি সম্বন্ধেও বাবার মন্ত করিলে পাঠকবর্গকে তাহা উপহার দিবার বাসনা রহিল।

এই ঘোর কলিযুগেও শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনে মানবের কি অবস্থা হ। তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পাঠকবৃন্দকে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীঠাকুর সীতার ম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং আবাস পল্লীর পূ মাতাজী শ্রীশ্রীঅনিলা দেবীর সঙ্গলাভ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

পাহাড়ীপুর নিবাসী শ্রীগুরুচরণাশ্রিত সেবক শ্রীপরেশচন্দ্র দত্ত মহ অর্থানুকূল্যে এবং নিউ সুলভ প্রেসের সত্ত্বাধিকারী জনাব সামসুদ্দিন সাহেবের সহযোগিতার ফলে এই পুস্তকটির দ্রুত মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্ভব হ তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

মেদিনীপুর
১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮ সাল

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
শ্রীকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ

পূর্ণব্রহ্ম রাম ও রামনাম-মহিমা।

তৃতীয় খণ্ড।

সদা রাম রামেতি নামামৃতং তে
সদা রামমানন্দনিষ্যন্দকন্দম্।
পিবন্নম্বহং নম্বহং নৈব মৃত্যো—
র্বিভেমি প্রসাদাদসাদাত্তবৈব॥

—শ্রীরামভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রম্।

শ্রী ১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য—
শ্রীমৎ দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী
প্রণীত।

মূল্য—১৷০

সূচীপত্র

বিষয়— পৃষ্ঠা

—:○:—

পুর্ণব্রহ্ম রাম ও রামনাম-মহিমা।

সপ্তমোচ্ছ্বাস।
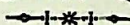
ভগবদ্ধ্যান ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন।

রামনাম-মহিমা।

ভর্ত্তুং সংসৃতিবারিধিং ত্রিজগতাং নৌর্নাম যস্য প্রভো—
যেনেদং সকলং বিভাতি সততং জাতং স্থিতং সংসৃতম্।
যশ্চৈতন্যঘনপ্রমাণবিধুরো বেদান্তবেদ্যো বিভু—
স্তং বন্দে সহজপ্রকাশমমলং শ্রীরামচন্দ্রং পরম্॥

যে মহাপ্রভুর ভুবনপাবন চির-মধুর নাম এই অগাধ বিষয়-সলিলে সমাকুল,—কাম-ক্রোধাদি-রিপু-নক্র-সঙ্কুল,—মোহাবর্ত্ত-চঞ্চল,—বাসনা-উর্ম্মিমালা-উচ্ছ্বসিত,—কামনা-বীচি বিক্ষুব্ধ,—মমতা-বুদ্বুদ-সঙ্কীর্ণ,—অকূল দুস্পার সংসার-বারিধি-তরণে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালাত্মক ত্রিজগতের সুদীর্ঘ নৌকা-স্বরূপ; যাঁহার নামের অন্ত নাই,—শক্তির আদি নাই,—মহিমার সীমা নাই,—লীলার পার নাই;—যাঁহার নাম অনন্ত,—শক্তি অনাদি,—মহিমা অসীম ও লীলা অপার;—যিনি এই অনন্ত কোটি বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের অধীশ্বর, পালক, শাসক ও নাশক ;—যিনি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, বিরাট্ পুরুষ ;—যিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ, সর্ব্ব-স্বরূপ ;—যিনি এই অকুল দুস্পার ভীম ভবার্ণবের কাণ্ডারী ;—সংসার-সাগর-তরি, —ভব-পারাবারের একমাত্র ভেলা-স্বরূপ ;—যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত বিশ্ব-প্রপঞ্চ বিভাত অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই অসীম সুষমাকর ;—নানাজীব সঙ্কুল,—শোভন-সৌন্দর্য্যময়,—ভূরাদি—সত্যান্ত সপ্তলোক-সমন্বিত চতুর্দ্দশভুবনাত্মক বিরাট্ বপু-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে ও যাঁহাতে এই বিশ্ব-চরাচর স্থিত হইয়া জীবিত আছে এবং অন্তিমে মহাপ্রলয়ে, যাঁহাতে এই বিশ্ব-চরাচার লয় পাইবে অর্থাৎ বিলীন হইবে ;—মোটের উপর, যিনি এই অনাদি অনন্ত বিরাট্-বপু বিশাল বিশ্বের সৃষ্টিকারক, সৃষ্টিপালক, ও সৃষ্টিনাশক ঈশ্বর ;—যিনি চৈতন্য-ঘন, অপ্রমেয়, বেদান্ত-বেদ্য ও পরমবিভু পরমেশ্বর ; সেই সহজপ্রকাশ, স্বয়ংজ্যোতিঃ, পরাৎপর, বিমল, পূর্ণব্রহ্ম সনা ন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বন্দনা করি।

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্র-প্রমাণে—"পূর্ণব্রহ্ম সনাতনঃ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রঃ স্বয়ম্" ইহা বিদিত হইলাম ; কিন্তু, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে,—'অনন্ত যাঁহার অন্ত না পায়, যাঁহার রাঙ্গাপায়, জীবে মোক্ষ পায় ;—ভব-তুফানে পরিত্রাণ পায় ;—দুরন্ত কৃতান্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় ; তাঁহার ধ্যানে ও নাম-কীর্ত্তনে নিরত হইয়া, জীব অনায়াসে মুক্তি লাভ করে।' অতএব, ধ্যান ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন ;—এতদুভয়ের কোন্‌টি আচরণীয় ? কোন্‌টি দ্বারাই বা শীঘ্র তাঁহার দর্শন লাভ করা যায় ?

সঙ্কীর্ত্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবত্যনুভাবয়তি ভক্তান্।

নারদসূত্র। ১০।৭

আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক ভক্তিনিষ্ঠ পরম ভাগবত প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য লোকের আরাধ্য দেবতা—দেবর্ষি

নারদ বলিয়াছেন ;—এই মায়াময় সংসারের পুত্র-পরিজন-আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি যাবতীয় মায়িক পদার্থের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া,—সুখ-দুঃখাদি বিষম দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া,—সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া,—স্ত্রী-পুত্রাদির মায়া মমতা ভুলিয়া, —এমন কি—আপন কায়ার মায়া, যাহা হইতে মায়া জন্মে, সেই মমতা-ময়ী জায়ার ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, মায়া-মোহের সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া—আড়ম্বরের মিথ্যা ভাণ ছাড়িয়া, আত্ম-অভিমান, আত্ম-অহঙ্কার—আত্ম-গরিমা পরিত্যাগ করিয়া,—হীনতা, দীনতা, সহিষ্ণুতা ও কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া,—প্রবৃত্তির প্রবল স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিয়া, —প্রলোভনের প্ররোচনার পথ অবরুদ্ধ করিয়া,—ব্যাকুলতা-বিধায়িনী বাসনার তীব্রানল নিভাইয়া,—পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের সম্ভোগ-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, নিবৃত্তি-মার্গে—দাস্যভাবের সাধনাপথ বহিয়া,—নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, ভক্তিভরে একাগ্রতার সহিত একান্ত-মনে—কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে,—“হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে!” বলিয়া, অহর্নিশ ভুবনপাবন চির-মধুর ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে থাক— সঙ্কীর্ত্তিত হইলে, ভক্তাধীন ভগবান্ পরম সমুজ্জল সজীব-সুন্দর ভুবন-মোহন সর্ব্বজন-বিমোহন অপরূপ রূপে প্রকটিত হইয়া, শীঘ্র নাম-কীর্ত্তন নিরত একান্ত ভক্তকে নিজ-স্বরূপ অনুভব করাইয়া দেন। অতএব, হে আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান, সংসার ভারে প্রপীড়িত সংসারাসক্ত মানব! হে অন্ধ-আতুর অনাথ-নিরাশ্রয় পাপী তাপী আর্ত্তজীব! তোমরা একবার, আধি-ব্যাধি—শোক-তাপের অভিঘাত সহ্য করিয়া,—সংসারের তাপ-জ্বালার মধ্য দিয়া,—সংসারের সকল কাজের ভিতর দিয়া, সংসারে পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন,—ধন-সম্পত্তির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া,—ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আসক্ত

হইয়া,—সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া,—দীনতা-হীনতা-কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া,—শুভাশুভ কর্ম্মবেষ্টনী ভেদ করিয়া, – দাস্য-ভাবের সাধনাপথ বহিয়া,—কতরোদ্বেলিত-প্রাণে,—ভক্তিভরে—উচ্চৈঃস্বরে প্রাণের উল্লাসে বল,—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" কেন না, বিষ্ণুদূতগণ, যমদূতগণকে কহিতেছেন,—

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি—

শুধ্যা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।

যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ—

স্তদুত্তমশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥

নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে,

মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।

তৎকর্ম্মনির্হারমভীপসতাং হরে—

র্গুণানুবাদ খলু সত্ত্ব ভাবনঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত। ৬। ২

পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত, পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল চিত্তে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাতে পাপকর্ম্মে নিরত হইয়া, অশনে পাপ,—বসনে পাপ,—গমনে পাপ—উপবেশনে পাপ,—কথনে পাপ, চিন্তনে পাপ শয়নে পাপ,—জাগরণে পাপ,—অর্থার্জ্জনে পাপ;—এইরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাতে পাপচরণে নিরত পাপিষ্ঠও যদি পাপচল-ভেদকারী, ভগবান্ শ্রীহরির সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়ক ভুবনপাবন চির-শুভদায়ক কল্যাণ-নিধান নাম মাত্র উচ্চারণ করে, তবে সে যেরূপ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, পাপ-পঙ্ক বিধৌত করিয়া, শুদ্ধ হয়; আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগ-রসিক কাম-ক্রোধাদি-দোষ-বর্জ্জিত ব্রহ্মবাদী মুনিগণ কভু অনশন, কভু অর্দ্ধাশন, কভু একাশন করিয়া,—কভু পত্রাশন, কভু বায়ুভক্ষণ, কভু

জলমাত্র পান করিয়া,—কভু ফলাহার, কভু কন্দাহার, কভু কণাহার করিয়া,—কভু ত্রিরাত্র উপবাস, কভু পক্ষ উপবাস, কভু মাসোপবাস করিয়া, কৃচ্ছ্রব্রত, কভু পরাক্‌ব্রত, কভু চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি বিহিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও সেরূপ বিশুদ্ধ হইতে পারেন না। কেন না, ঐ সর্ব্ব-মঙ্গল-বিধায়ক নামোচ্চারণ পবিত্র-কীর্ত্তি ভুবনপাবন ভগবান্ শ্রীহরির গুণ-নিকর-জ্ঞাপক; কঠোর-কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তসকল, পাপরূপ মহান্ বৃক্ষের সমূল-সংহারক নহে; কারণ, কঠোর-কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ত বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল পাপ-কর্দ্দমাক্ত-চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত করণান্তে পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয় অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করণান্তর বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল-চিত্ত, তাহার আজন্ম-সেবিত বিষয় সকলে আসক্ত হইয়া, বিষয় হইতে বিষয়ান্তর সেবনে ধাবিত হইয়া, পুনরায় পূর্ব্ব-বৎ পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত হয়। অতএব, যাঁহারা একেবারে পাপ-রূপ মহাবৃক্ষের সমূলোৎপাটন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ভুবন-পাবন ভগবান্ শ্রীহরির নাম-গুণ-কীর্ত্তনই একমাত্র উত্তম প্রয়শ্চিত্ত; কেন না, অহর্নিশ নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিলেই, পাপ-পঙ্কিল-চিত্ত সত্বরেই শুদ্ধ, স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও পবিত্র হয়। ভক্তিশাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য আত্ম-জ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য ভক্তিনিষ্ঠ মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন,—

"ধ্যাননিয়মস্তু দৃষ্টসৌকর্য্যাৎ।"

শাণ্ডিল্যসূত্র।

'ভক্তি নবধা। যথা—শ্রবণ, কীর্ত্তন স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, সখ্য, দাস্য ও আত্মনিবেদন;—এই নবধা ভক্তির মধ্যে, স্মরণ-ভক্তি অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পরম সমুজ্জ্বল আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ সজীব-সুন্দর চির-মধুর নীলফুল্লারবিন্দ-বিনিন্দিত-নীলদ্যুতি দিব্যমূর্ত্তির স্মরণ অর্থাৎ চিন্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া, হিন্দুর

মুনি-ঋষি-যোগিরা,—হিন্দুর বেদ-বেদান্ত-উপনিষদে,—হিন্দুর পুরাণ-উপপুরাণ-সংহিতায় সমস্বরে কহিয়াছেন। অতএব, শ্রবণাদি নবধা ভক্তির যাবতীয় অঙ্গের মধ্যে, স্মরণ-ভক্তি অর্থাৎ পরম সমুজ্জল সজীব-সুন্দর ভুবনপাবন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল উজ্জ্বল সম্মোহন ভুবন-মোহন আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ চির-মধুর স্বরূপ-চিন্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।' আবালবিরাগী আত্মজ্ঞান-পরায়ণ বিরাগরসিক কুশাগ্রবুদ্ধি শুকদেব কহিয়াছেন,—

"বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী,—
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা,
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩

'এই আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান, পাপবিদ্ধ নরাবাস ধরাধামে—পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন ও অযুত দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত কল্লোল-কোলাহল-গণ্ডগোলের মধ্যে অবস্থান করিয়া, মায়াময় সংসারের পুত্র-কলত্র, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি প্রভৃতির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া,—মোহ, অভিমান ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া, সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া; সংসারের আধি-ব্যাধি—শোক-তাপের অভিঘাত সহ্য করিয়া,—পুত্র-কলত্র, সুহৃন্মিত্র প্রভৃতির মায়া-মমতার সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া,—জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসারের অন্তরালে বিবিক্ত-প্রদেশে অবস্থান করিয়া,—সংসারের তাপ-জ্বালার মধ্য দিয়া,—সকল কাযের ভিতর দিয়া,—পুনর্জ্জন্মকরী কর্ম্মবেষ্টনী ভেদ করিয়া, ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া,—দুর্জ্জয় রিপুচয় সংযত করিয়া,—দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া,—বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক, নির্লিপ্ত-চিত্ত

হইয়া, স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে, সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ অনন্তের চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ উজ্জ্বল সম্মোহন স্নিগ্ধ সুশীতল জ্যোতির্ম্ময় সজীব-সুন্দর চির-মধুর দিব্য মূর্ত্তির চিন্তা করিলে, পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত, বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল কামনা-বিজড়িত, বাসনা-বিভূষিত বিষয়-ভোগ-লোলুপ চঞ্চল-চিত্ত, যেরূপ শুদ্ধতা-স্বচ্ছতা পবিত্রতা-নির্ম্মলতা লাভ করিয়া, পর্ব্বতের ন্যায় অচল-অটল ভাবে স্থির ও নিশ্চল হইয়া, নিরন্তর ভগবচ্চরণারবিন্দে ন্যস্ত থাকে, তদ্রূপ বোধ হয়,—অগাধ-অনন্ত শাস্ত্রাভ্যাসে ব্যাপৃত হইয়া, মানস-কণ্ডূয়ন মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া, জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি লাভকরতঃ মহান্ পণ্ডিত হইলে, বা কঠোর-কৃচ্ছ্র-উগ্র-তপঃ-সাধনায় প্রাণপাত করিলে, অথবা যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনায় নিরত হইয়া, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ ও চঞ্চল চিত্তকে নিরোধ করিলে, কিংবা মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা প্রভৃতি সদ্বৃত্তি দ্বারা, সুখিতের প্রতি মৈত্রী, দুঃখিতের প্রতি করুণা, পুণ্যবানের প্রতি মুদিতা ও পাপীর প্রতি উপেক্ষা দ্বারা, কিংবা প্রয়াগে-পুষ্করে, বারাণসী-হরিদ্বারে, সেতুবন্ধ-গঙ্গাসাগরে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতঃ তীর্থ-জলে অবগাহন করিলে, কিংবা কভু অনশন,—কভু অর্দ্ধাশন,—কভু একাশন,—কভু পর্ণাশন,—কভু জলপান,—কভু বায়ুভক্ষণ প্রভৃতি কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রতোপবাস করিলে, কিংবা গো-হিরণ্য-ভূম্যন্ন-বস্ত্র প্রভৃতি দানকরতঃ দানশৌণ্ডিকতায় পুণ্যার্জ্জন করিলে, কিংবা প্রণবাদি মন্ত্র-জপাদি দ্বারাও সেরূপ বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা, নির্ম্মলতা, ও নিশ্চলতা লাভ করে না।' অতএব, জানা গেল যে,—

ধ্যায়ন্তি যে রামচন্দ্রং গতক্লমাঃ
কীর্ত্তয়ন্তি বা যে মনুজা বিপাতকাঃ।
যান্তি তে বৈকুণ্ঠমনন্তলভ্যং
গত্বা ন সংযান্তি পুনর্ভবে জন্ম॥

এই কাম-ক্রোধাদি-শ্বাপদ-সঙ্কুল,—আর্ত্তনাদের জন্মভূমি,—মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে,—এই আধি-ব্যাধি -শোক-তাপে মুহ্যমান,—চির-ভয়-সঙ্কুল —অবসাদ-সঙ্কীর্ণ ;—শঙ্কা-সঙ্কট,—মোহ-কুহেলিকাচ্ছন্ন সংসারারণ্যের সুদীর্ঘ-বর্ত্মে নিরন্তর গমনাগমন করিয়া, যাঁহারা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন ; যাঁহারা সংসার-মহারণ্যের ভীষণতা উপলব্ধি করিয়া, সংসারের প্রতি নির্ব্বেদ হইয়া, আপনাকে ধিক্কার দিয়া, সংসারের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সেই অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায়, অনুপায়ের উপায়, অনাশ্রয়ের আশ্রয় ভুবনপাবন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চির-সুখ-শান্তিময় অনাময় পদাশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া, তাঁহার পরম সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর চির-মধুর দিব্যদ্যুতি-সম্পন্ন চিন্ময় দিব্য-মূর্ত্তির ধ্যান এবং তাঁহার ভুবনপাবন চির-মধুর নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন ; তাঁহাদিগকে কদাপি ভবের ভাবনায় ভাবিত হইয়া, ব্যাকুলিত হইতে হয় না। কেন না, তাঁহাদের আজন্ম-সঞ্চিত লব্ধ-সম্পত্তি অবসাদ অচিরে ফুরাইয়া যায়,—জন্ম-জন্মান্তর-সঞ্চিত স্তূপীকৃত সজ্জীভূত পাপরাশি অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সেই সকল অবসাদমুক্ত বিগতক্লম পাপমুক্ত নিষ্পাপ পুরুষগণ, এই অসুখকর মৃত্যুর আকর সংসার শ্মশানেই অমৃতের আস্বাদ পাইয়া, ইহলোকে সুখ-শান্তি-আনন্দ উপভোগ করিয়া, অন্তিমে সর্ব্ববাসনা হইতে মুক্ত হইয়া, চরম-সুখ চির-শান্তি পরম-আনন্দের লীলা-নিকেতন নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া, সেই অনন্যসুলভ নিত্যধামে গিয়া, চিরানন্দে সতত মগ্ন থাকেন এবং সেই চিরানন্দ হইতে বিচ্যুত হইয়া, কদাপি আর এই আর্ত্তনাদে মুখরিত মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র মর্ত্ত্যধামে ফিরিয়া আসিয়া, পুনরায় জননীর কঠোর জঠরে প্রবেশপূর্ব্বক, জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। অতএব, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির ধ্যান ও তাঁহার ভুবনপাবন

চির-মধুর নাম-কীর্ত্তন;—এই উভয়বিধ উপাসনাই সংসার তাপতপ্ত জীবের চির-মঙ্গল-বিধায়ক, চির-শুভদায়ক ও সর্ব্বকল্যাণের আধার-স্বরূপ; এই অনায়াস-সাধ্য সুলভ দ্বিবিধ উপায় দ্বারা, ভগবানের উপাসনা করিলে, অনায়াসে চরম-সুখ, চির-শান্তি, পরম-আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য উপায়-সমূহ আয়াস-সাধ্য এবং—"বহূনাং জন্মনামন্তে" ভগবৎ-কৃপা লাভ করা যায়। যাঁহারা ভগবৎ-স্মরণ ও ভগবন্নাম-কীর্ত্তন,—এই অনায়াসসাধ্য দ্বিবিধ উপায় পরিত্যাগপূর্ব্বক, আয়াস-সাধ্য অন্য উপায় অবলম্বন করেন;—"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্" তাঁহাদিগকে অধিকতর ক্লেশ, অশেষ যন্ত্রণা ও অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান ও তাঁহার ভুবনপাবন চির-মধুর নাম-কীর্ত্তন,—এই দুইটিই কি একসঙ্গে আচরণীয়? আত্মজ্ঞান-পরায়ণ ভগবানের অংশাবতার ভগবান্ বাদরায়ণ কহিয়াছেন,—

"অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্।"

ব্রহ্মসূত্র। ৩।৩।৩২

'শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভক্তির নবধা অঙ্গের মধ্যে, একটি মাত্র শ্রদ্ধা-সহকারে যাজন করিলেও, কলিকালে কলি-কলুষিত, কামনা-বিজড়িত, বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল,—সংসারাসক্ত বদ্ধ জীবের সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে;—ইহা স্মৃতি ও শ্রুতি-সম্মত। অবিরোধ ভক্তির নবধা অঙ্গসকলের প্রত্যেকটির সাধন মহত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকার হইয়া থাকে; সুতরাং ভক্তির অঙ্গসকল অবিরোধে আচরণীয়। কেন না,—

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।"

ব্রহ্মসূত্র। ৪।১।১

সর্ব্বশাস্ত্রের মত এই যে,—যতদিন পর্য্যন্ত ভক্তিপ্রিয় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে পাওয়া না যায়; ততদিন পর্য্যন্ত বারংবার ভক্তিঅঙ্গ সকলের যাজন

অর্থাৎ ভগবৎ-কথা-শ্রবণ; ভগবৎ-স্বরূপ-স্মরণ ও ভগবন্নাম-কীর্ত্তনাদি করিতে হইবে। কেন না, ভক্তিঅঙ্গসকলের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, কোন না কোন সময়ে, কোন না কোন একটি ভক্তির অঙ্গে অনুষ্ঠাতার চিত্ত আসক্ত হইয়া পড়িবে;—"কো জানাতি কদা কুত্র কিং ভাবে মিলতি প্রভুঃ।" যখন চিত্ত ভক্তির কোন একটি অঙ্গে প্রগাঢ়-রূপে আসক্ত হয়, তখন বিষ্ণুসাযুজ্যকারিণী ভক্তির, সেই অঙ্গকে দৃঢ়-রূপে আশ্রয় করিয়া, তদ্দারা নিরন্তর ভাবময় ভগবানের আরাধনা করিলে, কালান্তরে ভগবদনুগ্রহে, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে; সংশয় নাই।

ঈশ্বরতুষ্টেরেকোঽপি বলী।

শাণ্ডিল্যসূত্র।

উপরোক্ত উপায়ের যে কোন একটিতেই ঈশ্বর তুষ্ট হইয়া থাকেন অর্থাৎ ভক্তি-সাধন কর্ম্মের মধ্যে যেটি বলবান্ হয়, সেইটিই কার্য্যসাধক। অত্যন্ত অনুষ্ঠান দ্বারা কোন একটি প্রবলতর হইলে, সেই সাধনই পরমেশ্বরের প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক পরাভক্তি প্রদান করে। তন্মধ্যে,—"প্রীতির্যতো যস্য সুখঞ্চ যেন, সম্যগ্ ভবেত্তদ্রসিকস্য তস্য। তৎসাধনা শ্রেষ্ঠতমা সুসেব্যা, সদ্ভির্মতা প্রত্যুত সাধ্যরূপম্॥" যাঁহার যেরূপ উপাসনায় সম্যক্ প্রীতিসুখ হয় তিনি যে রসে রসিক, তাঁহার পক্ষে তদুপাসনাই সুসেব্য ও শ্রেষ্ঠতম;—প্রত্যুত উহাই সাধ্য-রূপ। অপিচ,—"সঙ্কীর্ত্তনাদ্ধ্যানসুখং বিবর্দ্ধতে, ধ্যানাচ্চ সঙ্কীর্ত্তনমাধুরী সুখম্। অন্যোঽন্যসম্বর্দ্ধকতানুভূয়তেঽ-স্মাভিস্তয়োঃ-স্তৎ দ্বয়মেকমেব তৎ॥" ভগবানের সজীব-সুন্দর সুধাময় চির-মধুর ভুবনপাবন নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতে ধ্যান সুখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; আবার ধ্যান হইতে কীর্ত্তন-মাধুরী-সুখ সম্বর্দ্ধিত হয়;—এই ধ্যান ও কীর্ত্তন উভয়েই পরস্পরের পোষক ও সম্বর্দ্ধক। তাহা হইলে, কাল-দেশাদির বিভাগ-ব্যবস্থায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে না; সুতরাং ভগবানের সুধাময়

নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও তাঁহার কমনীয় মূর্ত্তির ধ্যান;—এতদুভয় অভেদাত্মক। অপিচ;—"ধ্যানঞ্চ সঙ্কীর্ত্তনবৎ সুখপ্রদং, যদ্বস্তুনোঽভীষ্টতরস্য কস্যচিৎ। তত্তেঽনুভূত্যাপি যথেচ্ছমুদ্ভবেচ্ছান্তিস্তদেবাস্তি বিসক্তচেতসাম্॥" ভগবদ্ধ্যানও ভগবৎ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ন্যায় সুখপ্রদ; যেহেতু, প্রিয়তমের যে কোন বস্তুর অনুভবেও সুখ হয়। তাঁহার যে কোনও এক বিষয়ে, যথেষ্ট-রূপ চিত্ত প্রবিষ্ট হইলে, হৃদয়ে শান্তি জন্মে। এই ধ্যান ও কীর্ত্তন, এতদুভয়ের মধ্যে ভগবৎ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কেন না, একাকী জন-সমাগম-শূন্য নির্জ্জন স্থানে বসিয়া, ভগবদ্ধ্যানে নিরত হইতে হয়। কারণ, নির্জ্জন স্থানই ধ্যান-সিদ্ধির অনুকূল; কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন, নির্জ্জন বা বহুলোক-সমাকীর্ণ,—এই উভয় স্থানেই সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব, ভগবদ্ধ্যানে বহু বিঘ্ন আছে; কিন্তু, নাম-সঙ্কীর্ত্তনে কোনও বাধা-বিঘ্ন নাই। সুতরাং নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। যেমন সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র রসময় রসসাগর; তেমনি—"অভিন্নত্বান্নামনামিনঃ" নাম ও নামী অভিন্ন,—সুতরাং তাঁহার সুধাময় শান্তিময় নামকেও শান্তি রস-সিক্ত, আনন্দ-রসাপ্লুত ও অমৃতময় বলিয়া জানিবে। মহিমাময়ের মহিমান্বিত সুধাসিক্ত মধুর নামের অপার মহিমা!—তাই বলি,—সংসার-তাপে তপ্ত—অন্ধ-আতুর, অনাথ-নিরাশ্রয়, পাপী তাপী,—আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান জীবকুল! তোমরা একবার সংসারের তাপ-জ্বালার মধ্য দিয়া,—সকল কাযের ভিতর দিয়া,—পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির মায়া-মোহের সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া;—দীনতা—হীনতা—কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া,—দাস্যভাবের সাধনা-পথ বহিয়া,—কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে, ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে বল,—"হরে রাম হরে রাম রাম হরে হরে।" প্রেম-ভক্তির পূর্ণমূর্ত্তি কলিপাবন ভগবান্ প্রেমাবতার নবদ্বীপ-কুল-চন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শিক্ষাষ্টক।

এই আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান,—প্রদীপ্ত অনল-সমান দগ্ধ-সংসারে, আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে সন্তপ্ত ত্রিতাপদগ্ধ আর্ত্তজীবের নিদানের বন্ধু চির-সখা,—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ত্রিতাপহারী ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরি ভক্তিপ্রিয় ভগবান্ শ্রীহরির ভুবনপাবন আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ পরম সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর চির-মধুর নাম—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" এই কলিপাবন তারকব্রহ্ম-নামই গতি-মুক্তির অভিনব পথ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কেন না,—"ধ্যায়ন্ কৃতে" সত্যযুগের মানুষ কঠোর-কৃচ্ছ্র-উগ্র-তপঃসাধনায় প্রাণপাত করিয়া, তাঁহার কৃপা-বিন্দু করুণা-কণা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু, এই কলিযুগের অন্নগতপ্রাণ অল্পায়ুঃ দুর্ব্বল কাম-কিঙ্কর জীবের পক্ষে, তাহা অসম্ভব—অসম্ভব—সম্পূর্ণই অসম্ভব; সুতরাং এই ঘোর কলিকালে,—"নাস্ত্যেব" তাহা নাই, তাহা নাই, তাহা নাই; তবে তদ্বিনিময়ে কি?—"হরের্নামৈব কেবলম্।" ভব-পারাবারের কাণ্ডারী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রামরূপী ভগবান্ শ্রীহরির ভুবনপাবন সজীব-সুন্দর চির-মধুর নাম-কীর্ত্তনই, আর্ত্তজীবের সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়ক—চিরশুভদায়ক। অপিচ,—"যজনযজ্ঞৈস্ত্রেতায়াম্" ত্রেতাযুগে ত্রেতার দীর্ঘায়ুঃ নিষ্কাম অবিদ্যা-শূন্য জিতেন্দ্রিয় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ধনবান্ মানুষ, প্রচুর ধনব্যয়ে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ যাজনকরতঃ যজ্ঞ-ধূমে ও বেদ-ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত করিয়া, ভগবানের তুষ্টি সাধনপূর্ব্বক, অন্তিমে চির-শান্তিময়ী মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু কলিকালে—"নাস্ত্যেব" তাহা নাই,—তাহা নাই,—তাহা নাই; তবে কলি-কলুষিত-চিত্ত পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত আর্ত্ত

জীবের উপায় কি ?—"হরের্নামৈব কেবলম্" কলিপাবন ত্রিতাপহারী শ্রীহরির ভুবনপাবন চির-মধুর নাম-কীর্ত্তনই—চির-মঙ্গল-বিধায়ক—চির-শুভদায়ক। অপিচ,—"দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্" দ্বাপরযুগে দ্বাপরের অতুল ধনের অধীশ্বর জিতেন্দ্রিয় নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য দীর্ঘায়ুঃ মানবগণ, প্রভূত অর্থব্যয়ে আয়াস-সাধ্য সাধনায় প্রাণপাত করিয়া, গো-হিরণ্য-রত্ন,—ভূম্যন্ন-বস্ত্রাদি দান করিয়া, দান-শৌণ্ডিকতায় ধর্ম্ম-কীর্ত্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মানকরতঃ ভব-ভয়হারী ভগবান্ শ্রীহরির পূজা-অর্চ্চনাদি দ্বারা পরিচর্য্যা করিয়া, অন্তিমে ভগবৎ কৃপায় চরম-সুখ,—চির-শান্তি—চির-আনন্দময় নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ-পথের পথিক হইয়া, সুখ, শান্তি, আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন;—কলিকালে,— "নাস্ত্যেব" তাহা নাই,—তাহা নাই,—তাহা নাই। তবে কলিকালে কলি-কলুষিত, অন্নগতপ্রাণ অল্পায়ুঃ আর্ত্ত-জীবের উপায় কি ? আশ্রয় কি ? গতি কি ? "হরের্নামৈব কেবলম্" একমাত্র উপায়, সেই অনুপায়ের উপায়,— অনাশ্রয়ের আশ্রয়,—অনাথের নাথ,—অসহায়ের সহায়,—অগতির গতি, কৃপাময় করুণাময় দয়াময় শ্রীপতি পতিতপাবন শ্রীহরির ভুবনপাবন চির-মধুর চির-শান্তিময় অমৃত-রসসিক্ত তারকব্রহ্ম নাম—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"—এতদ্ব্যতীত—"কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" আর জীবের অন্যগতি নাই,—আশ্রয় নাই,—উপায় নাই। অতএব, হে অন্ধ-আতুর,—অনাথ-নিরাশ্রয়, পাপী-তাপী আর্ত্ত জীব! তোমরা সংসারের তাপ-জ্বালার ভিতর দিয়া,—সংসারের সকল কাজের মধ্য দিয়া,— সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া,—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা" হইয়া, হীনতা-দীনতা-কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া, দাস্য-ভাবের সাধনা-পথ বহিয়া, কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে বল,— "হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" কলিপাবন মহাজন কলি-কলুষিত আর্ত্ত জীবের দুর্গতি দর্শনে ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—"ধ্যায়ম্

কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥" কেন না; তদ্ব্যতীত কলির দুর্ব্বল জীবের গতি নাই,—উপায়ান্তর নাই। আর, প্রাচীন কালের কলিপাবন মহাজন আবালবিরাগী বিরাগ-রসিক আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি জ্ঞাননিষ্ঠ শুকদেব গোস্বামীও কলি-কলুষিত মানুষের প্রাণের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া, গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় কহিয়াছেন—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।১২।৩

'এই ধর্ম্ম-পরিত্যক্ত, তপোবিরহিত, ধ্যান-ধারণা-পরিশূন্য জ্ঞান-গবেষণা-পরিবর্জ্জিত ঘোর কলিকালে, কলি-কলুষিত কামনা-বিজড়িত বাসনা-বিভূষিত আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে সন্তপ্ত অশান্তি-বিক্ষোভিত অন্নগতপ্রাণ অল্পায়ুঃ আর্ত্ত জীবের গতি-মুক্তির একমাত্র অভিনব পথ—"হরের্নামৈব কেবলম্"; কেন না "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুম্" সত্যযুগের কামনা-বর্জ্জিত বাসনা-রহিত কাম-ক্রোধাদি-দোষ-পরিশূন্য জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি-সম্পন্ন আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যা-শূন্য জিতেন্দ্রিয় বিরাগরসিক ধ্যাননিষ্ঠ মানুষ, অযুত অযুত বর্ষব্যাপি কঠোর-কৃচ্ছ্র-উগ্র-তপঃসাধনায় প্রাণপাত করিয়া, নিবাত-নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায়, অচঞ্চল অবস্থায় যোগাসনে অটল অচল ভাবে উপবিষ্ট হইয়া, ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া, দুর্জ্জয় রিপুচয় সংযত করিয়া, দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে,—"সর্ব্বস্য ধাতারম চিন্ত্য রূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতি-র্ম্ময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান দিব্যদ্যুতিতে চিত্ত সংন্যস্ত করিয়া, ভাবময় ভগবানকে মনোময় করিয়া, একাগ্রচিত্তে

ভগবদ্ধ্যানে নিরন্তর নিরত হইয়া, কঠোর সাধনার চরম সীমায় যে ফল লাভ করিয়াছেন;—"কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ" কলিকালে, কলির কাম-কিঙ্কর রিপুপরবশ জীব কেবলমাত্র কলিপাবন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভব-পারাবারের কাণ্ডারী সংসার-সাগর-তরি ত্রিতাপহারী রাম-রূপী শ্রীহরি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ভুবনপাবন চির-মধুর নাম-কীর্ত্তন করিয়াই, সেই ফল লাভ করিতে সমর্থ হইবে। অপিচ,—"ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ" সত্যযুগের অন্তকালে ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে, সত্যের সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য জিতেন্দ্রিয় মানুষে যে শক্তি ছিল, তাহার চতুর্থাংশ হ্রাস পাইল; সুতরাং তাঁহারা সত্যযুগাচরিত ধ্যানযোগ দ্বারা ভগবদ্ধ্যান করিতে অসমর্থ হওয়ায়, তাঁহাদের ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের উপায় নিরূপিত হইল, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-যাজন প্রভূত-প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া, আয়াস-সাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞ-ধূমে আকাশ ধূমায়িত করিয়া বেদ-ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত করিয়া, ভগবানের আরাধনা করতঃ অন্তিমে তাঁহারা যে ফল লাভ করিয়াছিলেন;—"কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ" কলিকালে, কলির কাম-কিঙ্কর অল্পায়ুঃ অন্নগতপ্রাণ দুর্ব্বল জীব কেবলমাত্র কলিপাবন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রামরূপী শ্রীহরি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ভুবনপাবন চির-মধুর নাম কীর্ত্তন করিয়াই, সে ফল লাভ করিতে পারিবে। অপিচ,—"দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াম্" আবার ত্রেতাযুগ অবসান হইয়া, দ্বাপরযুগ প্রারম্ভ হইলে, দ্বাপরযুগে মানুষের সত্যযুগোচিত শক্তি তৃতীয়াংশ হ্রাস প্রাপ্ত হইল। দ্বাপরযুগের মানুষ, ত্রেতাযুগোচিত অসাধ্য-সাধনে অসমর্থ হওয়ায়, তাঁহাদের অনায়াস-সাধ্য সাধনার ব্যবস্থা হইল,—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" নিদানের বন্ধু, চির-সখা ভগবান্ শ্রীহরির পরিচর্য্যা অর্থাৎ পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনায় ভগবানের সেবা করা;—এইরূপে দ্বাপরযুগের মানুষ প্রভূত ধনব্যয়ে আয়াস-সাধ্য উপাসনা

করিয়া, সাধনার চরম সীমায় যে ফললাভ করিয়াছিলেন;—"কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ" এই সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ঘোর কলিকালে কলি-কলুষিত, কামনা-বিজড়িত, বাসনা-বিভূষিত, কাম-ক্রোধাদি-দোষে দূষিত, পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত বিষয়-পঙ্কে পিঙ্কল-চিত্ত, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন ধন-সম্পত্তি পরিবেষ্টিত সংসারাসক্ত, অন্নগতপ্রাণ, অল্পায়ুঃ দুর্ব্বল জীব, কেবলমাত্র কলিপাবন সনাতন পূর্ণব্রহ্ম রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ভুবনপাবন আনন্দোচ্ছ্বাস পূর্ণ সজীব-সুন্দর চির-মধুর নাম-কীর্ত্তন করিয়াই, তত্তৎযুগোচিত আয়াস-সাধ্য সাধন-লভ্য ফল লাভে সমর্থ হইবে। অতএব, হে কলিদোষে দূষিত-চিত্ত সংসারাসক্ত অল্পায়ুঃ জীব! এমন সত্য-সার-সরল-সুগম পথের অনুসন্ধান পাইয়াও, সংসারের অনিত্য অসার জড়পিণ্ড পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য ভোগে নিরত হইয়া আপন "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ভব পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরি নিদানের বন্ধু, চির-সখা, ত্রিতাপহারী ভুবনপাবন ভগবান্ শ্রীহরিকে ভুলিয়া, পরকাল ভুলিয়া, আত্মকল্যাণ ভুলিয়া, আত্ম-পূজায় নিরত হইয়া, অসার আয়ুর উন্মত্ততায় যৌবন-বিজৃম্ভিত মোহের বশে আপাতঃ প্রিয়দর্শনা পরিণাম কালভুজঙ্গিনী বিলাসিনীর বিলাস-ভোগে লিপ্ত রহিয়াছ? ঐ শুন! কে যেন, আবার, গুরু গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিতেছেন,—

> "নিঃশঙ্কং কিং মনুষ্যাঃকুরুত পরহিতে যুক্তমগ্রে হিতং য—
> ন্মোদধ্বং কামিনীভির্মদনশরহতা মন্দ মন্দাতি দৃষ্টাঃ।
> মা পাপং সঙ্কুরুধ্বং দ্বিজহরিপরমা সন্তজধ্বং সদৈব,
> আয়ুর্নিঃশেষমেতি স্খলতি জলঘটী মৃত্যুভূতচ্ছলেন॥"

গরুড়পুরাণ। পূর্ব্বঃ।১১১

'হে বিষোদ্গারী বিষয়-ভোগে আসক্ত জীবকুল! তোমরা সর্ব্বদা নিঃশঙ্কভাবে কি করিতেছ? কেন মদনবাণে পরিহত হইয়া, আবেগ-

মধুর আদর-কম্পিত সরস-মধুর হাস্য-মণ্ডিত আনন্দ গৌরবোজ্জ্বল আয়ত-গভীর পলকহীন নয়নের স্থির দৃষ্টি দ্বারা, অসার আয়ুর উন্মত্ততায় যৌবন-বিজৃম্ভিত মোহের বশে—আপাতঃ প্রিয়দর্শনা পরিণাম-কালভুজঙ্গিনী মণি-ভূষণ-ঝঙ্কারকারিণী বিলাসিনীর বিলাস-ভোগ-বাসনায় কামিনীদিগের সহিত সর্ব্বদা প্রমোদ-কাননের প্রমোদাগারে আমোদ-প্রমোদে ব্যাপৃত আছে ? পরকালের পথ কিছুই ত দেখিতেছ না ;—যে বিলাস-বিভ্রমে তোমরা প্রাণ-মন ভাসাইয়া, পূতিগন্ধময় আপাতো-মনোরম নরকের ব্যসন-মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছ,—একবার ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া, সংযত করিয়া, চিন্তা করিয়া দেখ দেখি,—তোমার সাংসারিকতার লীলা-খেলা কতদিনের জন্য ? গেল—ঐ গেল ?—ঐ দেখ,—মায়ামুগ্ধ জীবকুল ! ঐ যে প্রতীচীগগনে মরীচি-মালী ধীরে ধীরে—একটু একটু করিয়া, অস্তাচলে গেল। ঐ দেখ,—প্রদো-ষের তমিস্রারাশি আসিয়া, কেমনে এই নানাজীব-সঙ্কুলা ভূতধাত্রী বিরাট-বপু ধরিত্রীর মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া ফেলিল ;—ভ্রান্ত মানবকুল ! জান কি,—একদিন এমনই ভাবে তোমাদেরও আয়ু-সূর্য্য অস্তমিত হইবে,—এমনই ভাবে স্তূপীকৃত অন্ধকার আসিয়া, তোমাদের সোণার সংসার ছাইয়া ফেলিবে। তাই বড় ক্ষোভে ভক্ত কবি গাহিয়াছেন,—'দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন ? উত্তরিতে ভব-নদী ক'রেছ কি আয়োজন ? আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায়,—দেখিয়ে না দেখ তায়,—ভুলিয়ে মোহ-মায়ায়,—হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান। যদি নিজ হিত চাও,—তাঁহারি শরণ লও ;—ভব-কর্ণধার যিনি দুঃখ-সন্তাপনাশন।' মোহমুগ্ধ জীবকুল ! তোমারা পৃথিবীর সুখ-লালসা ও পাশব-প্রবৃত্তির দুর্নিবার পিপাসায়, যতই আত্ম-বিস্মৃত থাক না কেন,—তোমাদের আয়ু-সূর্য্য—জীবন-রবি, একদিন না একদিন ডুবিবেই ডুবিবে ;—ইহা তোমরা ভ্রমেও একদিন ভাবিবার অবসর পাও না। তোমরা প্রত্যেকেই পুত্র-পরিজন আত্মীয়-স্বজনাদি প্রিয়জনের সঙ্গে, কত আশায়

ঘরকন্না সাজাইয়া, ক্রীড়ামোদে মত্ত হইয়া আছ;—কিন্তু, সব নশ্বর—অনিত্য অসার জড়পিণ্ড;—জল-বুদ্বুদবৎ দেহের সহিত সকলই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অহো, কি আশ্চর্য্য! "অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্। অন্যে স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥" কিন্তু, তথাপি তোমাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না! যাহাদিগকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞানে নিত্য সেবা করিতেছ,—যাহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, অহর্নিশ বিলাস-ভোগে মগ্ন আছ, তাহারা সকলেই, একদিন একে একে ফাঁকি দিয়া, চির-জীবনের সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন করিয়া, কোন্ অজ্ঞানিত প্রদেশে চলিয়া যাইবে এবং তোমাদিগকেও তথায় যাইতে হইবে; তাহার কিছুই ত চিন্তা করিতেছ না! বৃথা সাংসারিক পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া, কি জন্য কালক্ষেপ করিতেছ? এমন সুদুর্লভ মানব-জন্ম পাইয়া, কেন হেলায় হারাইতেছ?—পরকালের কি উপায় করিলে? আর, এমন পাপকার্য্য করিও না,—পাপকার্য্যে বিরত হইয়া, পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল চিত্তকে শুদ্ধ-স্বচ্ছ ও নির্ম্মল-পবিত্র করিয়া, আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য ব্রাহ্মণের প্রতি ও আপন—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" নিদানের বন্ধু,—চির-সখা ত্রিতাপহারী শ্রীহরির চরণারবিন্দে অনুরক্ত হইয়া, ভক্তিভাবে সর্ব্বদা তাঁহার ভজনায় নিরত হও। দেখিতেছ না,—তোমাদের পরমায়ুঃ যে প্রতিক্ষণে পলের পর পল,—দণ্ডের পর দণ্ড,—দিনের পর দিন,—সপ্তাহের পর সপ্তাহ,—মাসের পর মাস,—ঋতুর পর ঋতু,—অয়নের পর অয়ন,—বর্ষের পর বর্ষ অতিক্রম করিয়া, ক্রমান্বয়ে ক্ষয় পাইতেছে;—তোমারা ক্রমশঃই যে মৃত্যুর গভীর অন্ধকূপের প্রতি অগ্রসর হইতেছ,—সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করিতেছ না? দেখিতেছ না, ঘটী-যন্ত্র-স্বরূপ মৃত্যু সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে;—ঐ যে শিয়রে দাঁড়াইয়া মহাকাল অট্টহাসি হাসিতেছে;—

দেখিতে দেখিতে তোমরা যে শৈশব হইতে বাল্যে,—বাল্য হইতে কৈশোরে,—কৈশোর হইতে যৌবনে,—যৌবন হইতে প্রৌঢ়ে,—প্রৌঢ় হইতে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াও সুখী হইতে পারিতেছ না ;—তোমাদের আয়ুঃ-বায়ু যে ফুরাইয়া যাইতেছে—দিন যে তোমাদের ঘনাইয়া আসিতেছে,—পরকাল যে তোমাদের কাছাকাছি হইয়া পড়িতেছে, সে বিষয়ে আদৌ ত দৃক্‌পাত করিতেছ না। নিশ্চয় জানিও,—"আয়ুর্গতপ্রায়মিদং যতোঽসৌ, বিশ্রাম্য বিশ্রাম্য ন যাতি কালঃ।" তোমরা ভোগের নিমিত্ত, আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্য-বস্তু আহরণে অনায়াসেই সক্ষম হইতে পার,—দূর-প্রবাহিনীর বা মহার্ণবের পারে যাইবার নিমিত্ত, বুদ্ধি-নৈপুণ্যে সুদীর্ঘ অর্ণব-পোতাদি নির্ম্মাণে তৎপর হইতে পার, দুর্ভেদ্য জঙ্গল ভেদ করিয়া, সুপ্রশস্ত পথ আবিষ্কারের উপায় অন্বেষণ করিয়া, কষ্ট স্বীকার করিতে পার ; কিন্তু এই অসুখকর সংসার-মরুমাঝে বসবাস করিয়া, প্রকৃত সুখ, শান্তি ও স্থায়ী আনন্দ লাভের একমাত্র পথ ঈশ্বরের আরাধনার প্রতি মনোযোগ করিতে পারিতেছ না;—ঈশ্বরারাধনার সময়, তোমাদের বুদ্ধির কার্য্যকারিণী শক্তি পরাহত হইয়া উঠিতেছে; নিশ্চয় জানিও, ঈশ্বরারাধনার নিকট কিছুই দুর্লভ নাই। ঈশ্বরের আরাধনা করিলে, দুরাচার-জনিত দুর্ম্মতি দূরে গিয়া, দুঃখের মেঘ কাটিয়া যায়—ভগবদনুগ্রহে সুখ-সূর্য্যের উদয় হয়,—ইহাই প্রকৃত সুখ। কিন্তু, অন্ধ, অজ্ঞ মূঢ় জীবকুল! ঈশ্বরারাধনা পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রী-পুত্রাদির মায়া-মমতায় ক্ষণিক সুখের আস্বাদ পাইয়া, স্থায়ী-সুখ লাভের বাসনায়,—"লপ্স্যেঽহং কুত্র দর্ভং স্মরণমনুদিনং চিন্তয়া ব্যাকুলাত্মা" হইয়া, সংসারের দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে,—অভাব-অনটনের তীব্র-তাড়নায় অষ্টপ্রহর রুধিরাক্ত হইতেছ ;—এমনই সকল দিকে,—সর্ব্বকালে,—সংসারের জলে-স্থলে আঁধারে-আলোকে,—এ সংসারের কোথাও সুখ নাই,—কেবলই দুঃখ!—কেবলই

যন্ত্রণা!—এমন দুঃখময় সংসারে প্রকৃত সুখের অনুসন্ধান করিলে,—সুখের সন্ধান পাইবে কোথায়? বরং সুখের পরিবর্ত্তে পর্ব্বতাকার দুঃখ আসিয়া,—দুঃখের উপর দুঃখে নিপতিত করিয়া,—সুখ হইতে অনন্ত দূরে টানিয়া লইয়া যায়। অতএব, সময় থাকিতে সাবধান হও,—সংসারের এই সকল দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও আত্ম-অভিমানে আত্ম-অহঙ্কারে আত্ম-গরিমায় বিভোর হইয়া, নিদানের বন্ধু চির-সখা ত্রিতাপহারী শ্রীরামচন্দ্রকে ভুলিয়া, রমনীর রূপ-ধ্যানে মগ্ন হইয়া, কেন বৃথা আয়ু ক্ষয়িত ও জীবনী-শক্তি ব্যয়িত করিতেছ? নিশ্চয় জানিও,—"অদ্যবাব্দ-শতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্" 'অদ্য কিংবা শত বৎসর পরেই হউক, তোমার এই সুখের সংসার পরিত্যাগ করিয়া, কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে গমন করিতে হইবে;—শত ইচ্ছাস্বত্বেও এক দণ্ড থাকিতে পারিবে না।' অতএব, সাবধান! যিনি তোমাদের শৈশবের বন্ধু,—বিপদের মিত্র, আপদের সুহৃদ্,—চির-জীবনের সহচর, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া, বিষোদ্গারী বিষয়-সুখে মগ্ন হওয়া কি তোমাদের কর্ত্তব্য? যদি এই যন্ত্রণাময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, তবে সেই ত্রিতাপহারী চির-সখা নিদানের বন্ধু পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রূপ-ধ্যানে ও তাঁহার গুণ-গানে ও তাঁহার ভুবনপাবন চির-মধুর নাম সঙ্কীর্ত্তনে নিরত হও;—চিরতরে তাপ-তপ্ত হৃদয় শীতল হইবে,—ব্যাকুলতা-বিধায়িনী বাসনার শেষ হইবে,—সংসারারণ্যের সুদীর্ঘ-বর্ত্মে গমনাগমন-জনিত দুঃখও ঘুচিয়া যাইবে,—সংসার হইতে চির-নিবৃত্তি পাইয়া, চির-সুখ—চির-শান্তি—পরমানন্দময় শ্রীরামচন্দ্রের অনাময় পরমপদে বিলীন হইয়া, চিরানন্দময়ে বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতে পারিবে। পরম ভাগবত ভক্তিনিষ্ঠ দাস্য-ভক্তির প্রধান সাধক বিরাগ রসিক হনুমান, প্রেমাপ্লুত-হৃদয়ে ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে কহিতেছেন;—

"এতেষু চৈব সর্ব্বেষু তত্ত্বং চ ব্রহ্মতারকম্।
রাম এব পরং ব্রহ্ম রাম এব পরং তপঃ।
রাম এব পরং তত্ত্বং শ্রীরামো ব্রহ্মতারকম্॥"

রামরহস্যোপনিষৎ। ১। ৬

'হে বিরাগরসিক ভক্তিনিষ্ঠ আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য সনকাদি যোগিশ্রেষ্ঠগণ, অন্যান্য ঋষিগণ এবং বিষ্ণুভক্তগণ! তোমারা জন্ম-মরণাদি সংসার-বন্ধন-উচ্ছেদকারী বাক্য শ্রবণ কর। তেত্রিশকোটি দেবতার মধ্যে, এমন কি,—অবতার সকলের মধ্যেই একমাত্র পরিপূর্ণ চিন্ময়,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মই তারক এবং পরমতত্ত্ব; আর নিশ্চয় জানিও,—"পূর্ণব্রহ্ম সনাতনস্তু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রঃ স্বয়ম্" ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রই, সেই সনাতন পূর্ণব্রহ্ম; সুতরাং, পরম-সমুজ্জ্বল আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ ভুবনপাবন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তপস্যা,—ভুবনপাবন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রই পরমতত্ত্ব এবং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রই তারকব্রহ্ম। অতএব,—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" এই কলিপাবন তারকব্রহ্ম নাম শয়নে-স্বপনে,—নিদ্রায়-জাগরণে,—অশনে-বসনে,—গমনে-উপবেশনে,—কথনে-ভাষণে, মোটের উপর—সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাতে ভুবনপাবন চির-মধুর রাম নাম কীর্ত্তন করিবে। এইরূপে যাঁহার রাঙ্গাপায়, জীবনকুল মোক্ষ পায়,—ভব-তুফানে পরিত্রাণ পায়,—দুরন্ত কৃতান্ত হইতে পরিত্রাণ পায়; মনে-মুখে এক করিয়া তাঁহার অনন্ত মাধুর্য্য শান্তি-রসাপ্লুত আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ ভুবনপাবন চির-মধুর নামের বিভবে,—সজীব-সুন্দর নামের প্রভাবে, এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট,—শোক-তাপ-সঙ্কুল,—জন্ম-জরা-সঙ্কীর্ণ,—অসুখকর মৃত্যুর আকর সংসার-সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া, সেই চরম-সুখ—চির-শান্তি,—পরম-আনন্দময় নিত্যধামে উপনীত হইয়া, চিরানন্দময়ে চিরতরে বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতে পারিবে।' অতএব, হে অন্ধ-আতুর অনাথ-নিরাশ্রয়

পাপী-তাপী আধি-ব্যাধি—শোক তাপে মুহ্যমান আর্ত্ত জীব ! এই আর্ত্তনাদের জন্মভূমি,—মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র,—অসুখকর মৃত্যুর আকর ভব-তুফান হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, যদি চরম-সুখ,—চির-শান্তি,—পরম-আনন্দ লাভ করিতে চাও, তবে,—"ভবাম্বুধির্যেন হি গোষ্পদায়তে" ; সেই ভব-পারাবারের কাণ্ডারী,— সংসার-সাগর-তরী,—ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরি, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পাদাম্বুজদীর্ঘনৌকায় আরোহণ করিয়া, ভব-তারণ ভুবনপাবন নাম—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" অহর্নিশ কীর্ত্তন কর ; তাহা হইলে, অচিরাৎ তোমার চির-সঙ্গিনী ব্যাকুলতা-বিধায়িনী বাসনা ঘুচিয়া যাইবে, সংসারারণ্যের সুদীর্ঘ-বর্ত্মে গমনাগমনও শেষ হইবে এবং তুমি অন্তিমে সর্ব্ববাসনা হইতে মুক্ত হইয়া, চিরানন্দময়ে আত্মলীনকরতঃ বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কেননা, শাস্ত্রকারগণ কহিয়াছেন, —

ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগোঽপি পুরুষঃ স্তেয়ী সুরাপোঽপি বা,
মাতৃ-পিতৃবিহিংসকোঽপি সততং ভোগৈকবদ্ধাতুরঃ।
নিত্যং নাম জপন্নিদং রঘুপতিং ভক্ত্যা হৃদিস্থং স্মরন্,
ধ্যায়ন্ মুক্তিমুপৈতি কি পুনরসৌ স্বাচারযুক্তো নরঃ॥

কি পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত ব্রহ্মঘাতী, কি পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল গুরুপত্নী-গামী, কি পাপবিদ্ধ বহুসুবর্ণচোর, কি বিষয়-পঙ্কিল ভোগাসক্ত সুরাপায়ী, কি মহাপাপে লিপ্ত পাপাসক্ত মাতৃঘাতী, কি হিংসাপাপে অনুরক্ত ভ্রাতৃঘাতী এবং কি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থাতে যুবতী-যান-তাম্বুলাদি-ভোগাসক্তিবশতঃ অতৃপ্ত অন্ধ-আতুর অনাথ-নিরাশ্রয় পাপী-তাপী আর্ত্তপুরুষও যদি ভবপারাবারের কাণ্ডারী, ত্রিতাপহারী শ্রীহরি সর্ব্বান্তর্যামী রঘুকুলতিলক রঘুপতিকে স্বকীয় তাপদগ্ধ হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে স্মরণকরতঃ প্রত্যহ এই শান্তি-রসাপ্লুত আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ ভুবনপাবন চির-মধুর নাম কীর্ত্তন এবং ইহার অর্থ ভাবনা করে ; তাহা হইলে,

তাহারাও এই অসুখকর মৃত্যুর আকর সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, সর্ব্ববাসনা হইতে মুক্ত হইয়া, অচিরাৎ চির-শান্তিময়ী মুক্তিলাভে সমর্থ হয় ; সুতরাং স্বধর্ম্ম-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক ভক্তিনিষ্ঠ মনুষ্যের কথা আর বলিতে হইবে কি ?

—✻—

অষ্টমোচ্ছ্বাস।

রামনামের অর্থ

গিরীশ গিরিসুতামনোনিবাসং,
গিরিবরধারিণমাহিতাভিরামম্।
সুরবরদনুজেন্দ্রসেবিতাঙ্ঘ্রিং,
সুরবরদং রঘুনায়কং প্রপদ্যে ॥

যিনি আদিশক্তিমান্ পরম কারুণিক পরমেশ্বর মহাযোগী মহেশ্বর ও আদ্যাশক্তি পরম কারুণিক করুণাময়ী পরমেশ্বরী মহাযোগেরতা মহেশ্বরী হর-পার্ব্বতীর হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে মানস-মন্দিরে কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল উজ্জ্বল-সম্মোহন জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ রূপে সতত বিরাজ করিতেছেন এবং প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবরাধ্য দেবলোকের অধীশ্বর সুরপতি দেবরাজ ইন্দ্র ও দৈত্যেশ্বর অসুরপতিগণ সতত যাঁহার চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ চির-সুখ-শান্তিময় শ্রীচরণ সেবায় নিরন্তর নিরত আছেন ; আমি সেই গোবর্দ্ধনধারী সুরগণের বরদাতা অসুরারি রঘুকুলসূর্য্য রঘুনাথের শরণাপন্ন হইলাম।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে,—'পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বিশ্বপাবন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সজীব-সুন্দর চির-মধুর বিশ্বপাবন নামের ভাবনা করিতে করিতে নাম কীর্ত্তন করিলে,—এই আর্ত্তনাদের জন্মভূমি,—মৃত্যুর লীলা-ক্ষেত্র,—অসুখকর মৃত্যুর আকর সংসার-সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া, অনায়াসে মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায়।' অতএব, সেই লোকতারণ ভুবনপাবন চির-মধুর রামনামের অর্থ কি ?

চিন্ময়েঽস্মিন্মহাবিষ্ণৌ জাতে দশরথে হরৌ।
রঘোঃ কুলেঽখিলং রাতি রাজতে যো মহীস্থিতঃ॥
স রাম ইতি লোকেষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রকটীকৃতঃ।
রাক্ষসা যেন মরণং যান্তি স্বোদ্রেকতোঽথবা॥
রামনাম ভুবি খ্যাতমভিরামেণ বা পুনঃ।
রাক্ষসান্মর্ত্ত্যরূপেণ রাহুর্ম্মনসিজং যথা॥
প্রভাহীনাংস্তথাকৃত্বা রাজ্যার্হাণাং মহীভৃতাম্।
ধর্ম্মমার্গং চরিত্রেণ জ্ঞানমার্গং চ নামতঃ॥
তথা ধ্যানেন বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং স্বস্যপূজনাৎ।
তথা রাত্যস্য রামাখ্যা ভুবি স্যাদথ তত্ত্বতঃ॥
রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দং চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরংব্রহ্মাভিধীয়তে॥

শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ। ১।

যিনি চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ উজ্জ্বল-সম্মোহন প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ চির-সুখ-শান্তিময় নিত্যধামের অধীশ্বর, জ্ঞানাধার, অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার, অনাদি জ্ঞান-সাগর, পরম পুরুষ পরম কারুণিক পরমেশ্বর, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরি, ত্রিতাপহারী পুরুষোত্তম, মহাবিষ্ণু ভগবান্ শ্রীহরি, রঘুবংশে রঘুকুলের শিরোমণি মহামহিম মহিমান্বিত রাজ-রাজেশ্বর

মহারাজা দশরথের মর্ম্মর-নির্ম্মিত সুধা-ধবলতি আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যা-বলী—উন্নতি অট্টলিকায় জন্মগ্রহণ করিয়া, এই অনন্ত-বৈচিত্রশালিনী অসীম সুষমাকর বন-বনান্ত-পরিশোভিতা মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা নানাজীব-সঙ্কুলা শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী বিরাট্-বপু ভূতধাত্রী সুবিশাল ধরিত্রীতে অবতীর্ণ হইয়া, যিনি আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক সাধুদিগের নিখিল বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন ও স্বয়ং সর্ব্বসৌন্দর্য্যাধার অফুরন্ত-আনন্দভাণ্ডার উজ্জ্বল সম্মোহন-রূপে শোভমান হন এবং যাঁহার অমিত্ত-প্রভাবে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপী পরাক্রমশালী রাক্ষসবৃন্দ মৃত্যু অর্থাৎ দুরন্ত কৃতান্তের করাল-কবলে নিপতিত হয় ; অর্থাৎ 'রাতি'—এই শব্দের 'রা' ও 'মহীস্থিত' শব্দের 'ম' যোগে,— অথবা 'রাক্ষস' শব্দের 'রা' ও 'মরণ' শব্দের 'ম' শব্দ যোগ করিয়া, "রাম" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ;—অথবা যিনি আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য পরাক্রমশালী মহারাজা পৃথু-হরিশ্চন্দ্রাদির ন্যায়, স্বীয় প্রতিভাবলেই রঘুকুলসূর্য্য "রাম" নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ;—এইরূপ অনুগত অর্থ দ্বারা, আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি বিদ্বদ্বৃন্দ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্‌কে "রাম" নামে অভিহিত করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে,—ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, নিতান্ত মনোজ্ঞ ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার ভুবনমোহন ভুবনপাবন আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর সরস-মধুর সুখ-শান্তিময় মাধুরীমাখা উজ্জ্বল-সম্মোহন দিব্যদেহ দেখিতে অতি সুন্দর,—অতি মনোহর ছিল বলিয়া, তাঁহার "রাম" নাম হইয়াছিল ;—অথবা শশাঙ্কারি রাহু যেরূপ নয়ন-মনোরঞ্জন শশাঙ্ককে গ্রাস করিয়া নিষ্প্রভ করে, তদ্রূপ তিনি এই নর-সঙ্কুল নরাবাস ধরাধামে পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান সুঠাম-সুন্দর পাঞ্চভৌতিক মানবীয় দিব্যদেহ ধরিয়া, মানব-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপী ঘোর-অত্যাচারী রাক্ষসদিগের সমুজ্জ্বল প্রভাবকে নিষ্প্রভ করিয়াছিলেন,—এই নিমিত্ত তিনি "রাম" নামে বিখ্যাত ; অথবা রাক্ষসের 'রা' ও মর্ত্ত্যের— ম' শব্দযোগে,

—এই শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। অথবা তিনি, রাজ্য-প্রতিপালনে অসমর্থ ঘোর-অত্যাচারী পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল বিষয়-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত ভোগাসক্ত রাক্ষসদিগকে নিষ্প্রভ করিয়া, রাজ্য-পালনে সমর্থ, বিষয়ভোগ-বিবর্জ্জিত কাম-ক্রোধাদি-দোষরহিত জিতেন্দ্রিয় রাজ-সমূহকে স্বীয় পবিত্র চরিত্র দ্বারা ধর্ম্মপথ,- জ্ঞান-স্বরূপ রাম-নামোচ্চারণ দ্বারা জ্ঞানপথ,—অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকরূপে ধ্যান দ্বারা বিবোদ্গারী বিষয়-বৈরাগ্য এবং স্বীয় পূজন দ্বারা ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন ;—এই নিমিত্তই বস্তুতঃ ইহাঁর রাম নাম ভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে। দেশ ও কালাদি পরিচ্ছেদশূন্য নিত্যসুখ-স্বরূপ চিদ্ঘন পরম পুরুষ পরমাত্মাতে, সদা যোগাসনে অবস্থিত সমাধিমগ্ন যোগীগণ তৃপ্তি অনুভব করেন ;—এই হেতু—"রমন্তে যোগিনোঽনন্তে" যোগিগণ যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া, দুর্জ্জয় রিপুচয় সংযত করিয়া, দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্তে নিরন্তর যাঁহাকে ধ্যান দ্বারা লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন, রামপদের এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সেই রঘুকুলতিলক রাজাধিরাজ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী মহারাজা দশরথের তনয় চির-সুন্দর চির-মধুর পরম সমুজ্জ্বল ভুবনপাবন সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রই পরাৎপর পরব্রহ্ম।'

রাশব্দো বিশ্ববচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ।
বিশ্বানামীশ্বরো যো হি তেন রামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
রমতে রময়া সার্দ্ধং তেন রামং বিদুর্ব্বুধাঃ।
রমাণাং রমণস্থানং রামং নামবিদো বিদুঃ॥
রাশ্চেতি লক্ষ্মীবচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ।
লক্ষ্মীপতিং গতিং রামং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
নাম্নাং সহস্রং দিব্যানাং স্মরণে যৎ ফলং লভেৎ।
তৎ ফলং লভতে নূনং রামেচ্চারণমাত্রতঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। জন্ম। ১১১

ভুবনপাবন চির-সুন্দর "রাম" এই শব্দের 'রা' শব্দটি—এই অসীম সুষমাকর বন-বনান্ত-পরিশোভিত মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বর নানাজীব-সঙ্কুল শোভন-সৌন্দর্য্যময় অনন্ত-বৈচিত্রশালী ভূর্লোক,—পিতৃগণের আনন্দবর্দ্ধক ভুবর্লোক,—অমেয় সুখৈশ্বর্য্যের আধার প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য স্বর্গলোক,—তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভ বিচিত্রতাময় মহর্লোক,—উজ্জ্বল সম্মোহন জ্যোতিষ্মান্ জনোলোক,—চির-সুন্দর চির-মধুর আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ পরম সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান্ তপোলোক ও চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ উজ্জ্বল সম্মোহন চির-সুখ-শান্তিময় ব্রহ্মানন্দ-সুধাম্বুয় প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ সত্যলোক,—এই ভূর্লোকাদি—সত্যলোকান্ত সপ্তলোক-সমন্বিত বিরাট্-বপু বিশাল বিশ্ববাচী এবং 'ম' এই শব্দ—ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় প্রভৃতি বিরহিত,—অনাদি—অনন্ত—অসীম জ্ঞান-সাগর, অপরিচ্ছিন্ন অপ্রমেয় সর্ব্বোপদেষ্টা ঈশ্বরার্থবোধক; অতএব, যিনি এই বিরাট্ বিশাল-বিস্তৃত অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের ঈশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকারক, সৃষ্টিপালক ও সৃষ্টিনাশক, তাঁহাকেই ভুবনপাবন অভিরাম "রাম" নামে অভিহিত করা যায়। যিনি রূপময়ী সৌন্দর্য্যময়ী মধুরিমাময়ী জগন্মোহিনী জগজ্জননী ত্রিলোকেশ্বরী জগৎপালয়িত্রী লক্ষ্মীদেবীর সহিত রমণ করেন, আত্মজ্ঞান-পরায়ণ কুশাগ্রবুদ্ধি বিদ্বদ্বৃন্দ তাঁহাকেও "রাম" শব্দের অভিধেয় বলেন এবং রমা সংবৎসর-রূপিণী লক্ষ্মীদেবীর যিনি রমণস্থান, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতগণ তাঁহাকেও "রাম" নামে নির্দ্দেশ করেন। আবার, কোন কোন পণ্ডিতের মতে—'রা' শব্দ ব্রহ্ম-স্বরূপা মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী সনাতনী বিষ্ণুমায়া লক্ষ্মীর নাম এবং 'ম' শব্দ ঈশ্বরবাচী; অতএব, তাঁহার পতি লক্ষ্মীপতিকে "রাম" নামে অভিহিত করেন। সহস্র দেবগণের নাম স্মরণ করিলে, যে ফল লাভ হয়, একবার "রাম" এই ভুবনপাবন পরম সমুজ্জ্বল সজীব সুন্দর সরস-মধুর নাম উচ্চারণ করিবামাত্র নিশ্চয় সহস্র নাম স্মরণের ফলপ্রাপ্তি হয়। অতএব,

এই আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ পরম সমুজ্জল সজীব-সুন্দর সরস-মধুর অনন্ত মাধুরীমাখা মধুর রামনামের ললিত-ললাম মধুর ঝঙ্কার একবার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেই, পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল-চিত্ত পাপীর পাপ দূরে যায়,—বিষয়-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত তাপীর তাপ প্রশমিত হয়। কেন না, শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে যে,—

নাতঃপরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং,
মুমুক্ষুতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু মজ্জতে মনঃ,
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা॥
শ্রীমদ্ভাগবত। ৬। ২

বিশ্বপাবন তীর্থপদ ভুবনপাবন শ্রীভগবানের পরম পবিত্র শুভ নাম কীর্ত্তন অপেক্ষা কর্ম্মপাশাদ্দিত পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত কামনা-বিজড়িত মুমুক্ষুদিগের দুশ্ছেদ্য কর্ম্মবন্ধন-ছেদনের আর উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় উপায় নাই। কেন না, পরম পবিত্র কর্ম্মবন্ধন-নিকৃন্তন পাপবারণবারক ভুবনপাবন ভগবন্নাম কীর্ত্তনে নিরত হইলে, শুভাশুভ-কর্ম্মনিরত কামনা-বিজড়িত পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল বিষয়-ভোগ-লোলুপ চঞ্চল-চিত্ত, পুনরায় আর বিষোদ্‌গারী বিষয়-ভোগে বা শুভাশুভ-কর্ম্মসকলে লিপ্ত হয় না; তদ্ভিন্ন অপরাপর কঠোর-কৃচ্ছ্র-উগ্র তপশ্চরণে—উপবাসাদি ব্রত-রূপ প্রায়শ্চিত্তে পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল-চিত্ত, পূর্ব্ববৎ রজস্ত-মোগুণে মলিন থাকে অর্থাৎ সংসার-কোলাহল-গণ্ডগোলের অন্তরালে, বিবিক্ত প্রদেশে জন-সমাগম-শূন্য ভীষণ অরণ্যে গমন করিয়া বা দুরারোহ শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া,—কখন অনশন, কখন অর্দ্ধাশন, কখন একাশন, —কখন পর্ণাশন, কখন ফলভক্ষণ, কখন বায়ুভক্ষণ,—কখন জলমাত্র পান-রূপ কঠোর-কৃচ্ছ্র-উগ্র তপঃসাধনায় প্রাণপাত করিলে বা উপবাসাদি

ব্রতাচরণ করিলে, জন্ম-জন্মান্তর সংস্কারলব্ধ-সম্পত্তি কর্ম্মফল আজন্ম-সঞ্চিত পাপরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বটে ; কিন্তু, তাহা হস্তিস্নানবৎ পরক্ষণেই কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রিয় বিষয়-ভোগ-লোলুপ চিত্ত, পূর্ব্ববৎ রজস্তমোগুণে আকৃষ্ট হইয়া, শুভাশুভ কর্ম্মে ও তাহার আজন্ম-সেবিত বিষয়-ভোগে লিপ্ত হইয়া, পুনরায় পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত ও বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল হইয়া পড়ে ; পরন্তু, পাপকর্ম্ম ও বিষয়ভোগ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া, পরম পবিত্র ভুবনপাবন ভগবন্নাম কীর্ত্তনে নিরত হইলে, পূর্ব্বার্জ্জিত স্তূপীকৃত পাপরাশি ত সমূলে বিধ্বংস হইয়া, ক্ষয় পাইয়া যায় ; অধিকন্তু, মন আর রজস্তমো-গুণে আকৃষ্ট হইয়া, পাপকর্ম্মে বা বিষয়ভোগে আর লিপ্ত হয় না। সুতরাং, কঠোর-কৃচ্ছ্র-উগ্রতপঃসাধনায় প্রাণপাত বা উপবাসাদি ব্রতচারণ-রূপ প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা, ভুবনপাবন কীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কেন না, ভুবনপাবন ভগবন্নাম কীর্ত্তনে, কামনা-জর্জ্জরিত পাপাসক্ত বিষয়-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত জীবের আজন্ম-সঞ্চিত জন্ম-সংস্কার-লব্ধ-সম্পত্তি পাপরাশি একেবারেই সমূলে নির্ম্মূল হয়, পুনরায় প্ররোহণের আর অবসর পায় না। ভক্তিশাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য, আত্মজ্ঞান-পরায়ণ মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন,—

"স্মৃতিকীর্ত্ত্যোঃ কথাদেশ্চার্ত্তৌ প্রায়শ্চিত্তভাবাৎ।"

শাণ্ডিল্যসূত্র।

'ভুবনমোহন পরম সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর বিশ্বপাবন ভগবানের চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ কমনীয় মূর্ত্তির স্মরণ, বিশ্বজীবন ভুবনমোহন লীলা-কথামৃত শ্রবণ, ভুবনপাবন লোকতারণ পবিত্র শুভ নাম কীর্ত্তন ও বিশ্ব-পাবন পাপবারণ অভিবাদন প্রভৃতি ভক্তির চারিটি অঙ্গ, আর্ত্ত-ভক্তির অন্তর্গত ;—ইহা আর্ত্তজীবের পাপের সমূলোৎপাটক। অতএব, হে অন্ধ-আতুর অনাথ-নিরাশ্রয় পাপী-তাপী আর্ত্ত-জীবকুল! এই আর্ত্তনাদের

জন্মভূমিতে,—পাপের লীলাক্ষেত্রে, অন্যান্য পাপক্ষয়কর আয়াসসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত, —প্রাণান্তকর কঠোর ব্রতোপবাসাদির অনুষ্ঠানে বিরত হইয়া, সমূল পাপোৎপাটক পাপধ্বংসের একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায়-স্বরূপ—ভগবৎ-স্মরণ ও ভগবন্নাম কীর্ত্তনে নিরত হও, অচিরাৎ পাপের মেঘ কটিয়া যাইবে, পুণ্য সূর্য্যের অরুণালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে; মোটের উপর —পাপ-পাদপ সমূলে উৎপাটিত হইয়া, ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে;—এমন কি, পাপের কালিমা-রেখাটি পর্য্যন্ত থাকিবে না। অতএব, পাপধ্বংসকারক প্রায়শ্চিত্তাদি যত প্রকার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উপায় আছে; তন্মধ্যে, ভগবৎ-স্মরণ ও ভগবন্নাম কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়; কেন না, ইহার অনুষ্ঠানে পাপের লেশমাত্রও পাপীর দেহে তিষ্টিতে পারে না।' পদ্মপুরাণে উক্ত আছে যে,—

> সঞ্চিন্তিতঃ কীর্ত্তিত এব নিত্যং,
> মহানুভাবো ভগবাননন্তঃ।
> যমস্ততোঽঘং বিনিহন্তি মেঘং,
> বায়ুর্যথা ভানুরিবান্ধকারম্॥
>
> পদ্মপুরাণ। পাতাল। ৫৪

অনন্ত অসীম উদার নীলাকাশে গজযূথ-সদৃশ তড়িন্মালা-বিভূষিত মেঘমণ্ডল আসিয়া, নীলাকাশ ঢাকিয়া ফেলিলে, প্রবল পরাক্রান্ত প্রচণ্ড বায়ুসকল বহিয়া, প্রবল-রূপে প্রবাহিত হইয়া, যে প্রকার আকাশ-মণ্ডলের মেঘরাশিকে অচিরাৎ দূরে অনন্ত দূরে অপসারিত করে; অনন্ত আকাশে—জ্যোতিষ্ক-পথে জ্যোতিশ্চক্রের অধীশ্বর জ্যোতিষ্মান্ জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য সমুদিত হইয়া, যে প্রকার জীব-জগতের স্তূপীকৃত সঞ্জীভূত অনন্ত তমোরাশিকে নাশ করিয়া, জ্যোতির্ম্ময়ী রশ্মিরাশি চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত করতঃ জীবজগৎকে বিমলালোকে আলোকিত করিয়া, উদ্ভাসিত করেন;

সেই প্রকার কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্মান্, অনন্ত শিখায় প্রজ্জলিত প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড সমান, সর্ব্বশক্তিমান্ মহাপ্রভাবশালী মহানুভাব বিশ্ব-জীবন ভগবান্ অনন্তরে বিশ্বপাবন ভুবনমোহন পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিবামাত্রই তিনি নাম কীর্ত্তন ও স্মরণকারী ভক্তের পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ,—ঈশান-অগ্নি, নৈঋত-বায়ু;—এমন কি, উর্দ্ধ ও অধোদেশে পর্য্যন্ত দিগ্‌দিগন্তরালে সমুদিত হইয়া, অচিরাৎ তাহার স্তূপীকৃত সঞ্জীভূত পাপরাশি নাশ করিয়া দেন; এমন কি, হৃদয়ে পাপের কালিমা-রেখাটুকু পর্য্যন্তও মুছিয়া, ভক্তকে আপন লোক করিয়া প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ নিত্য-ধাম বৈকুণ্ঠের পারিষদ করেন। ভক্ত-চূড়ামণি পরম ভাগবত প্রহ্লাদ কহিয়াছেন,—

"সঙ্কীর্ত্ত্যমানং ভগবন্তমাশু—
মাজন্মপাপং যদকারি যেঽস্ত্র।
তে মুক্তপাপাঃ সুখিনো ভবন্তি,
যথামৃতং প্রাশনতর্পিতাশ্চ॥"

বামনপুরাণ। ৯৪

'এই আর্ত্তনাদের জন্মভূমিতে—এই পাপের লীলাক্ষেত্রে,—এই পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত নানাজীব-সঙ্কুল জীব-জগতে, যাঁহারা জন্মাবধি পাপাচরণে তৎপর হইয়া, অসনে-বসনে, কথনে-ভাষণে, গমনে-উপবেশনে, শয়নে-স্বপনে নিরন্তর পাপার্জ্জন করিয়া, পাপ-কর্দ্দমাক্ত ও পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল হইয়া, পাপ-সাগরে ভাসমান হইয়াছেন; তাঁহারা পাপাচরণে বিরত হইয়া, সর্ব্বপাপবিনাশন ভুবনপাবন বিশ্বেশ-পাদাম্বুজ-দীর্ঘনৌকায় আরোহণ করিয়া, অহর্নিশ সর্ব্বপাপবিনাশন বিশ্বপাবন ভগবন্নাম কীর্ত্তনে নিরত হইলে, তাঁহাদের আজন্ম-সঞ্চিত জন্ম-জন্মান্তর সংস্কার-লব্ধ-সম্পত্তি স্তূপীকৃত পাপরাশি অচিরাৎ নাশ পাইয়া যায়,—অবিলম্বে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়;

তাঁহাদের পাপের মেঘ কাটিয়া গিয়া, সুখ-সূর্য্যের অরুণালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং তাঁহারা চিরতরে মুক্তপাপ হইয়া, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য অমরার অমৃতপানতৃপ্ত অমরগণের ন্যায়, অমর-লোকে উপনীত হইয়া, চিরকাল চরম-সুখ—চির-শান্তি,—পরম-আনন্দ লাভ করিয়া, সুখভাগী হন।' অধিক কি,—

স্বপ্নেঽপি নাম্নি স্পৃশতোঽপি পুংসঃ,
ক্ষয়ং করোত্যক্ষয়পাপরাশিম্।
প্রত্যক্ষতঃ কিং পুনরত্র পুংসাং
প্রকীর্ত্তিতে নাম্নি জনার্দ্দনস্য॥

গরুড়পুরাণ পূর্ব্ব। ২৩২

ভুবনপাবন ভগবন্নাম কীর্ত্তন, জীবকুলের সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়ক—চির-শুভদায়ক। কেন না, অনিচ্ছাস্বত্ত্বে কোন অবশ-ব্যক্তিও যদি স্বপ্নাবস্থাতে বিশ্বপাবন জনার্দ্দনের ভুবনপাবন নাম কীর্ত্তন করে, সেই ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ সর্ব্ববিধ পাতকরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া, নিষ্পাপ শরীরে প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য লোকের অধিকারী হয়; এমন কি, নিত্যধাম বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া থাকে; সুতরাং যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সিদ্ধি না হয়, এমন কার্য্যই নাই অর্থাৎ হরিনাম-কীর্ত্তনে সর্ব্বকল্যাণ সিদ্ধ হয়; অতএব,—রামনাম—"কল্যাণানাং নিধানম্" সর্ব্বকল্যাণের নিধান-স্বরূপ। নৃসিংহপুরাণে উক্ত আছে যে,—

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

নৃসিংহপুরাণ।

শূকরের দন্তাঘাতে ম্লেচ্ছের প্রাণ সংশয়াচ্ছন্ন হওয়ায় অর্থাৎ কোন

ম্লেচ্ছ জন-সমাগমশূন্য জঙ্গলপথে গমন করিতেছে, ইত্যবসরে দৈবযোগে এক বৃহৎকায় শূকর আসিয়া, ম্লেচ্ছকে কুলিশাগ্রনিষ্ঠুর দন্তাঘাতে বিদারণ করিলে, ম্লেচ্ছ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া,—'হারাম,—হারাম' বলিয়া, রোদন করিতে করিতে, অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিয়া, দেবদুর্লভ নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়াছিল। অর্থাৎ যবন ভাষায় শূকরের নাম—'হারাম',—ম্লেচ্ছ 'হারাম—হারাম' শব্দ উচ্চারণ করায়, ম্লেচ্ছের ভুবনপাবন ভগবানের 'রাম' নাম কীর্ত্তন ঘটিল;—এই নামাভাস বলে ম্লেচ্ছ, ভগবন্নাম কীর্ত্তনের ফল প্রাপ্ত হইয়া, নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিল। অতএব, ম্লেচ্ছও যখন নামাভাস মাত্র সম্বল করিয়া, কাল-পাশকে উপহাস করিতে সমর্থ হইয়াছে; তখন "কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্?" শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিলে যে, তাহার ফল কি হইতে পারে, তাহা কে বলিতে সমর্থ হয়? অতএব, এই সকল শাস্ত্রোক্তির সমালোচনায় অবগত হওয়া গেল যে,—

> পরাকচান্দ্রায়ণতপ্তকৃচ্ছ্রৈ—
>
> নর্দেহী শুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্।
>
> কলৌ সকৃন্মাধবকীর্ত্তনেন,
>
> গোবিন্দনাম্না ভবতীহ যাদৃক্॥
>
> ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

কলিকালে একমাত্র ভগবন্নাম কীর্ত্তনই সর্ব্বপাপহর,—সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়ক —চির-শুভদায়ক; ইহাতে সংশয় নাই। অধিক কি, কলিকালে কলি-দূষিত কলি-কলুষিত জীব, তপ্ত-কৃচ্ছ্রাতি-কৃচ্ছ্র পরাগাদি চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিয়াও, যে প্রকার শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না; কেবলমাত্র

ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়াই ততোধিক শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। এমন কি,—এই একবার মাত্র ভক্তিভাবে 'শ্রীমাধব - শ্রীগোবিন্দ' নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলেই, পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত পাপিষ্ঠও, অচিরাৎ পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, তাহার শরীরে আর পাপের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। কেন না,—

কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং,
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রস্থিতস্য।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবরবচসাং জীবনং সজ্জনানাং,
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে রামনাম॥

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।

এই বিশ্ব-বিমোহন চির-সুখ চির-শান্তি পরম-আনন্দময় চির-মধুর ভুবনপাবন রাম নাম,—"কল্যাণানাং নিধানম্" অশেষ কল্যাণের—চরম-সুখের—সকল শুভের ও চির-শান্তির নিধান-স্বরূপ অর্থাৎ অস্বাভাবিক রত্নের আধার-স্বরূপ অর্থাৎ ভাণ্ডার-স্বরূপ; এই পরম-সমুজ্জল সজীব-সুন্দর সরস-মধুর রাম নাম,—"কলিমলমথনম্" এই কলির কাম-দুর্ম্মদ কামনা-বিজড়িত কলি-কলুষিত-চিত্ত বিষয়াসক্ত পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত জীবের কলিমল অর্থাৎ কলি-জনিত স্তূপীকৃত পাপরাশির বিনাশক; এই পাপবারণ তারক চির-সুন্দর মাধুরীমাখা ভুবনপাবন চির-মধুর রাম নাম,—"পাবনং পাবনানাম্" শরীর-শোধক পবিত্রতাকর কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত-উপবাস-রূপ প্রায়শ্চিত্তাদি চিত্তশুদ্ধিকর সর্ব্বপ্রকার উপায় সমূহ হইতেও অতিশয় পবিত্রতম; এই পরম সমুজ্জল চির-শান্তিময় আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ চির-মধুর রাম নাম -"পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রস্থিতস্য"

এই আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান সংসার হইতে চির-নিষ্কৃতি পাইয়া, যাঁহারা শান্তিময়ী শাশ্বতী মুক্তি কামনা করেন; তাঁহাদের চির-শান্তিময় পরমপদ প্রাপ্তির পাথেয়-স্বরূপ অর্থাৎ যাঁহারা এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট,—শোক-তাপ-সঙ্কুল,--জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ,—এই আর্ত্তনাদের জন্মভূমি,—মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র,—নর-সঙ্কুল সুবিশাল নরাবাস ধরাধামের ভীষণতা উপলব্ধি করিয়া,—আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান হইয়া, সংসারের দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে, অভাব-অনটনের তীব্র তাড়নায় অষ্টপ্রহর রুধিরাক্ত হইয়া,—দুঃখ-দৈন্যের নির্ম্মম কশাঘাতে নিরন্তর ক্লিষ্ট এবং মথিত হইয়া, মোটের উপর, সংসারের ত্রিবিধ তাপে তাপিত হইয়া,—মোহ, অভিমান ও পুত্র-কলত্র—আত্মীয়-স্বজনাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, রাগ-দ্বেষ, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন; সেই সমস্ত আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য মুমুক্ষুদিগের পরলোক-পথের পাথেয়-স্বরূপ এবং যাঁহারা প্রাণপ্রয়াণ-পথে গমনোদ্যত--,বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে জীবনাবসান-দৃশ্যের শেষ যবনিকায় দণ্ডায়মান, - জীবন-নাট্যের যবনিকা-প্রান্তে অন্তর্জ্জলীর পূতক্রোড়ে শায়িত,—যাহাদের আয়ু-বায়ু ফুরাইয়া গিয়াছে,—যাহাদের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে—যাহাদের পরকাল কাছা কাছি হইয়া পড়িয়াছে,—যাহারা করাল জরা-রাক্ষসীর করাল-কবলে কবলিত হইয়া, অঙ্গ গলিত, পলিত ও জর্জ্জরিত হইয়া, জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কাল-সার-শরীরে অবস্থানকরতঃ বিষম-ব্যাধির বৃশ্চিক-দংশনে কাতর হইয়া পড়িয়াছে; সেই সমস্ত মৃত্যু-শয্যাশায়ী অশীতিপর বৃদ্ধদিগের অতিশীঘ্র, এই আধি-ব্যাধি—শোক-তাপবিহীন, জন্ম-জরা মৃত্যুহীন চির-সুখ-শান্তিময়-ব্রহ্মানন্দ-সুধাম্বুর কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতি-ষ্মান্ উজ্জ্বল সম্মোহন অব্যয় পরমপদপ্রাপ্তি-পথের পাথেয়-স্বরূপ অর্থাৎ পথের সম্বল-স্বরূপ; এই পরম সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর চির-মধুর রামনাম,

"বিশ্রামস্থানমেকং কবিবর বচসাম্" মহামহিম মহিমান্বিত সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা অমলাশয় কবিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা,—আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক দেবর্ষি নারদ, জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধির পূর্ণ-মূর্ত্তি ভগবান্ ব্যাস ও আবালবিরাগী বিরাগরসিক আত্মজ্ঞান-পরায়ণ শুকদেব প্রভৃতি ভক্তিনিষ্ঠ প্রেমিক ভগবদনুগত কবিগণের কোমল-কণ্ঠো-চ্চারিত মুখ-কমল-বিগলিত বাঙ্ময় ও গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষার বিশ্রাম-স্থান-স্বরূপ ;—এই আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ সরস-মধুর সুখ-শান্তিময় অনন্ত মাধুরী-মাখা চির-মধুর রামনাম,—"জীবনং সজ্জনানাম্" এই মায়াময় সংসারে কাম-ক্রোধাদি-দোষ-রহিত পুত্র-কলত্র দেহ-গেহাদির প্রতি আসক্তি-বর্জ্জিত বিরাগরসিক ভক্তিনিষ্ঠ ভগবদনুগত সজ্জনদিগের জীবন-স্বরূপ ; --এই ভুবনপাবন সজীব-সুন্দর চির-মধুর রামনাম,—"বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য" এই নর-সঙ্কুল নরাবাস ধরাধামে পুণ্যাত্মার ও মুক্তাত্মার ধর্ম্মস্বরূপ মহাবৃক্ষের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সোলাভের বীজ-স্বরূপ ; মোটের উপর—এই সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে পুনঃপুনঃ গমনাগমন-জনিত পথশ্রান্ত ক্লান্ত জীবের, চির-মঙ্গল-বিধায়ক—চির-শুভদায়ক ;—রামনাম—এই সংসারে—ব্যাকুলতা-বিধায়িনী চির-সঙ্গিনী কামনা-বাসনা-বিজড়িত জীবের মুক্তি-দায়ক ;—রামনাম—দরিদ্রের শতছিদ্র জীর্ণ-শীর্ণ পলালাবশেষ ভগ্ন পর্ণ-কুটিরে—সংসারের দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে, অভাব-অনটনের তীব্র-তাড়নায় অষ্টপ্রহর রুধিরাক্ত দুঃখ-দৈন্যের নির্ম্মম কশাঘাতে নিরন্তর ক্লিষ্ট এবং মথিত জীবের ;—এই আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান সংসারের অভ্যুদয় অর্থাৎ সুখ-শান্তি-আনন্দপ্রদ ;—রামনাম—ঋদ্ধি-সিদ্ধি-কামী পুরুষ-দিগের সিদ্ধিপ্রদ ;—রামনাম যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যাসে সতত নিরত যোগিদিগের অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য প্রদ ;—রামনাম—রাজ-রাজেশ্বরের মর্ম্মর-নির্ম্মিত অযুতদাস-দাসী-পরিবেষ্টিত সুধা-ধবলিত আকাশভেদী সুরম্য

হর্ম্ম্যাবলী উন্নতি-অট্টালিকায় পার্থিব অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর জীবের অগণিত ধন-সম্পত্তিপ্রদ এবং মুক্তি-কামীদিগের মোক্ষপ্রদ। অতএব, রামনাম—এই অসুখকর মৃত্যুর আকর জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসারে ত্রিবিধ তাপে তাপিত জীবের "কিমু ন মঙ্গলমাতনোতি" কি না মঙ্গল-বিধান করিয়া থাকেন? অর্থাৎ রামনাম আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান জীবের সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়ক চির-শুভদায়ক। তাই বলি—হে বিশ্ববাসী ভগবদ্ভক্তবৃন্দ! আপনারাই সংসারজয়ী বীরপুরুষ;--কেন না,--"কণ্ঠে সুধা বসতি বৈ ভগবজ্জনানাম্" আপনারা অমৃত পান করিয়া, অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; সুতরাং এতাদৃশ কলি-কাল-জনিত পাপ-রাশি-বিনাশক চির-মঙ্গল-বিধায়ক ভুবনপাবন রামনাম আপনাদের মঙ্গলজনক হউক। অতএব, জানা গেল যে,—"অভিন্নত্বান্নামনামিনঃ" সজীব-সুন্দর চির-মধুর রামনাম যে, শ্রীরাম-চন্দ্রসদৃশ সর্ব্বগুণাশ্রয়; তাহাতে আর সংশয় নাই। কেন না, এই শ্লোকেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত মতে,-"যেই রাম, সেই নাম একতত্ত্ব হয়";—ইহাই নামের স্বরূপ। নামচিন্তামণি অনাদি এবং চিন্ময়। কেন না,—"অভিন্নত্বান্নামনামিনঃ" নাম ও নামী—অভিন্ন এবং ইহা নিত্য শুদ্ধ সত্ত্ব। এই অসার অনিত্য জড়পিণ্ড জীবজগতে,— অক্ষরময় নাম, চিন্ময় চিন্তামণির আকার-স্বরূপ। চিন্তামণি যেমন রসময়, এই চিন্তামণির আকার-স্বরূপ নামও তেমনি রসময় রস-স্বরূপ এবং রস-রূপে রসিক-ভক্তজনের রসসিক্ত-হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করেন।

●—:o:—●

নবমোচ্ছ্বাস

——ঃঃ ঃঃ——

রামনাম-মহিমা।

যঃ পৃথ্বী ভারবারণায় দ্বিবিজৈঃ সম্প্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ,
স প্লাতঃ পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোঽব্যয়ঃ।
হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবং পুনরগাদ্ব্রহ্মত্বমাদ্যং স্থিরাং,
কীর্ত্তিং পাপহরাং বিধায় জগতাং তং জানকীশং ভজে॥

যিনি এই ভূরাদি—সত্যান্ত সপ্তলোক-সমন্বিত অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর—বিশ্বরূপ, বিরাট্-পুরুষ,—চিন্ময় ও অব্যয় হইলেও, এই বিরাট্-বপু ভূতধাত্রী পাপভারাক্রান্তা সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর ভার হরণের নিমিত্ত, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য অমরার অমরগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, মায়া-মনুষ্য-রূপে, রবিকুলে পৃথিবীতলে রঘুকুলসূর্য্য রাম-রূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রমশালী দৈত্যেশ্বর দশাননের আজন্ম-সঞ্চিত জন্ম-সংস্কারলব্ধ সম্পত্তি পাপরাশির সহিত তাহাকে সংহার করিয়া, জগতীতলে পাপনাশিনী কীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক, পুনর্ব্বার আদ্য ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হই-য়াছিলেন, সেই জানকীনাথ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি অনন্ত; ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু যেরূপ প্রদীপ্ত অগ্নির দাহিকা-শক্তি বিদ্যমান স্বত্ত্বে, কেবল নামোচ্চারণে জিহ্বাদগ্ধ হয় না, সেই প্রকার কেবলমাত্র ভগবানের নামোচ্চারণে পাপ ধ্বংস হইবে কি প্রকারে?

যস্মিন্ন্যস্তমতি র্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে,
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ।
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ,
কিং চিত্রং যদঘং প্রয়াতি বিলয়ং যত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৬। ৮

বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, বিরাট্-পুরুষ,—সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ, সর্ব্ব-স্বরূপ,—ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, অসীম তড়িচ্ছক্তি ও অনন্ত আধার স্বরূপ;—তাঁহার পরম-সমুজ্জ্বল সঞ্জীব-সুন্দর নামও অসীম তড়িচ্ছক্তি এবং অনন্ত বিদ্যুচ্ছক্তির ন্যায়, অসীম উদার অনন্ত শক্তিশালী; কেন না,—"অভিন্নত্বান্নামনামিনঃ।" অতএব, যাঁহাতে মতি স্থির রাখিতে পারিলে, নরকে যাইতে হয় না;—যাঁহার চিন্তায় নিরত হইলে, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য চির-সুখ-শান্তিময় স্বর্গপ্রাপ্তিও বিঘ্নতুল্য বোধ হয়;—যাঁহাতে আত্মা ও মন সমর্পণ করিলে, চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ সর্ব্বসৌন্দর্য্যাধার অফুরন্ত আনন্দ-ভাণ্ডার চির-সুখ-শান্তিময় ব্রহ্মানন্দ-সুখাহ্বয় ব্রহ্মলোকও তুচ্ছাদপিতুচ্ছ বোধ হয় এবং যিনি আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক নির্ম্মল-চিত্ত সদাশয় পুরুষগণের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া, অচিরাৎ তাঁহাদিগকে চরম-সুখ,—চির-শান্তি, পরম-আনন্দময়ী মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন; সেই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ভুবনপাবন পাপ-বারণ নাম কীর্ত্তন করিলে, স্তূপীকৃত সঞ্চীভূত পাপরাশি বিলয় প্রাপ্ত হইবে—ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ভগবান্ বাদরায়ণ কহিয়াছেন,—"বিষ্ণোর্নামৈব পুংসাং শমলমপহরৎ পুণ্যমুৎপাদয়চ্চ, ব্রহ্মাদিস্থানভোগাদ্বিরতিমথ গুরোঃ শ্রীপদদ্বন্দ্বভক্তিম্। তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহ মৃতি জননভ্রান্তিবীজঞ্চ দগ্ধা, সম্পূর্ণানন্দবোধে মহতি চ পুরুষে স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তিম্॥" বিশ্বপাবন ভগবানের ভুবনপাবন নাম কেবল যে পাপ হরণ

করেন, তাহা নহে; কিন্তু অনন্ত পুণ্যও উৎপাদন করিয়া থাকেন। যে পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয়ে,—এই অসীম সুষমাকর পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের আধার-স্বরূপ শোভন-সৌন্দর্য্যময় নরাবাস ধরাধামের পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য-সম্ভোগ অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়; প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য চির-সুখ-শান্তিময় স্বর্গলোকের অমেয় সুখ-শান্তিও তুচ্ছাদপি তুচ্ছ বলিয়া অনুমিত হয়;—এমন কি, সর্ব্বসৌন্দর্য্যাধার অফুরন্ত আনন্দ-ভাণ্ডার চির-সুখ-শান্তিময় ব্রহ্মানন্দ-সুখাহ্বয় ব্রহ্মলোকের ব্রাহ্মসুখানুভূতিও গোষ্পদের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে; সেই ভগবৎ-কৃপা-পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত হইয়া থাকে। যাহা দ্বারা দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়েও বিরতি উপস্থিত হয় এবং যে পুণ্যপুঞ্জ-প্রভাবে ভব-কর্ণধার শ্রী গুরুর পদারবিন্দ—"ভবাম্বুধিযেন হি গোষ্পদায়তে;" সেই ভব-কর্ণধার-অবতার পরমারাধ্য প্রাণের দেবতা শ্রীগুরুর পদারবিন্দযুগলবিনিঃসৃতমকরন্দ-পানানন্দে চিত্ত-ভ্রমর নিরত হয়, তাহাতেই শ্রীগুরুপদারবিন্দে অবিচলা ভক্তি উৎপন্ন হয়। কেন না, ভব-কর্ণধার-অবতার মহামহিমান্বিত গুরু-ভক্তির মহিমা, হিন্দুর বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ,—হিন্দুর পুরাণ, উপপুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র সমস্বরে গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় কহিয়াছেন,—"যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" যে অমলাশয় ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তির পূর্ণব্রহ্ম সনাতন সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রে পরাভক্তি অটল অচলভাবে স্থির ও নিশ্চল আছে; সেইরূপ অবিচলা অব্যভিচারিণী ভক্তি যদি শ্রীগুরুতেও থাকে, তবে সেই মহাত্মাই দুজ্ঞের্য় ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ; সুতরাং তাদৃশ আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তির পরম-তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। অপি চ,—"যস্য দেবে চ মন্ত্রে চ গুরৌ ত্রিষ্বপি নিশ্চলা। ন ব্যবচ্ছিদ্যতে বুদ্ধিস্তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥" অর্থাৎ আরাধ্য দেবতায়, ইষ্টমন্ত্রে ও গুরুতে যাঁহার ভক্তি অবিচলা অর্থাৎ নিশ্চলভাবে বিদ্যমান থাকে,

তাঁহার সিদ্ধি অতি নিকটবর্ত্তিনী। অতএব, ভগবন্নামের মহিমা অপার; কেহ বলিতে সমর্থ হন না। আত্মজ্ঞান-পরায়ণ বিরাগ রসিক ভক্তিনিষ্ঠ শ্রীধর স্বামী কহিয়াছেন,—"সদা সর্ব্বত্রাস্তে ননু বিমলমাদ্যং তবপদং, তথাপ্যেকং স্তোকং ভবতরোঃ পত্রমভিনৎ। ক্ষণং জিহ্বাগ্রস্থং ভবতু ভগবন্নাম চাখিলং, সমূলং সংসারং কষতি কতরৎ সেব্যমানয়োঃ॥" হে সর্ব্বগ সচ্চিদানন্দ ভগবন্! তুমি কোটিসূর্য্যপ্রদীপ্ত কোটিচন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্ম্ময়; যদিও তোমার চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ অঙ্গের উজ্জ্বল সম্মোহন পরম সমুজ্জ্বল প্রভা-স্বরূপ নির্ম্মল নিষ্কল চিন্ময় ব্রহ্ম এই বন-বনান্ত-পরিশোভিতা মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা, শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী বিরাট্-বপু ভূতধাত্রী নানাজীব-সঙ্কুলা সুবিশাল ধরিত্রীর আসমুদ্র—হিমালয়ের অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,--অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে,—জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম বিশ্ব-চরাচরে; এমন কি,—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম,—অণু-পরমাণু বালুকণাটিতে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন; কিন্তু, তথাপি তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও, এই সংসার-রূপ বৃহৎ বৃক্ষের একটি মাত্র পত্রও ছেদন করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু, হে প্রভো! ক্ষণকালের জন্যও, যদি তোমার বিশ্বপাবন নাম রসনায় স্ফুরিত হয়েন; তাহা হইলে, উঁহা সংসার-তরুকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেন। অতএব, হে ভুবনপাবন ভগবন্! অসীম শক্তিমান্ কোটি কোটি বিদ্যুৎ সমান সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম অপেক্ষা তোমার বিশ্বজীবন ভুবনপাবন নামব্রহ্মই শ্রেষ্ঠতর। প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ সর্ব্বসৌন্দর্য্যাধার অফুরন্ত আনন্দভাণ্ডার নিত্যধাম গোলোকের বিষ্ণুদূতগণ কহিতেছেন,—

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥

যথাগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ ।।

শ্রীমদ্ভাগবত। ৬। ২

'প্রজ্বলিত দীপ্তাগ্নি যেমন শুষ্ককাষ্ঠরাশিকে অচিরাৎ নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া, ভস্মাবসানে পরিণত করিয়া থাকে; সেইরূপ কোটিবিদ্যুৎ-পুঞ্জসম শক্তিমান্ চির-জ্যোতিষ্মান্ ভগবান্ শ্রীহরির যে অনন্ত তড়িচ্ছক্তি-সমন্বিত অঘমর্ষণ অঘনাশন পাপবারণ নাম; তাহা জ্ঞানবশতঃই হউক, অথবা অজ্ঞানবশতঃই হউক, উচ্চারণ করিবামাত্রই পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল-চিত্ত পাপিষ্ঠের জন্ম-জন্মান্তর-সঞ্চিত, আজন্ম-সংস্কার-লব্ধ-সম্পত্তি স্তূপীকৃত সঞ্জীভূত পাপরাশি অচিরাৎ নিঃশেষে ভস্মসাৎ করিয়া থাকেন। তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—অতিশয় বীর্য্যশালী প্রভাব-সম্পন্ন বীর্য্যবান্ ঔষধ অশ্রদ্ধায় ও অজ্ঞানাবস্থায় সেবন করিলেও যেমন উহা রোগের আরোগ্য-বিধান-রূপ নিজগুণ ও নিজ অমোঘ শক্তি প্রকাশপূর্ব্বক জনগণকে মোহিত করিয়া থাকে; সেই প্রকার সর্ব্বশক্তিধর হরিনাম-মহামন্ত্র-রূপ শক্তিশালী বীর্য্যবান্ মহৌষধ অশ্রদ্ধায় ও অজ্ঞান অবস্থায় শ্রবণপুটদ্বারা শরীরে প্রবেশ করিলে, বা রসনায় স্ফুরিত হইলেও, স্তূপীকৃত সঞ্জীভূত পাপরাশি-ক্ষয়-রূপ নিজগুণ ও নিজ অমোঘ শক্তি প্রকাশ করিবেই করিবে; ইহাতে কোন সংশয় নাই।' অতএব, জানা গেল যে,—"হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ। অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকম্ ॥" অনিচ্ছা-বশতঃ অগ্নিতে হস্তপ্রদান করিলে, যেরূপ হস্ত দগ্ধ হয়, তদ্রূপ অনিচ্ছা ও অশ্রদ্ধাবশতঃ, এমন কি—উপহাসচ্ছলেও, যদি ভুবনপাবন ভগবান্ শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করা যায়; তাহা হইলে, হরিনামের এমন মহতী শক্তির মহিমা আছে, অচিরাৎ পাপরাশি জ্বলিয়া পুড়িয়া, ভস্মসাৎ

হইয়া যায়। অতএব,—

> ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতম্।
> ন নামসদৃশং ধ্যানং ন নামসদৃশং ফলম্॥
> ন নামসদৃশস্ত্যাগো ন নামসদৃশঃ শমঃ।
> ন নামসদৃশং পুণ্যং ন নামসদৃশী গতি॥

শিক্ষাষ্টক।

সজীব-সুন্দর সরস-মধুর অনন্তমাধুরীমাখা সুখ-শান্তিময় আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ নামসদৃশ জ্ঞান নাই;—চির-মধুর চির-সুন্দর ভুবনপাবন নামের তুল্য ব্রত নাই;—পরম সমুজ্জ্বল আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ সজীব-সুন্দর নামতুল্য ধ্যান নাই;—চির-সুখ চির-শান্তি স্থায়ী-আনন্দপ্রদ নামতুল্য দান নাই;—শান্তি নাই, পুণ্য নাই;—মোটের উপর—ভুবনপাবন নামসদৃশী গতি নাই। অতএব,—"নামৈব পরমা মুক্তির্নামৈব পরমা গতিঃ। নামৈব পরমা শান্তি র্নামৈব পরমা স্থিতিঃ॥" ভুবনপাবন পবিত্র নামেই সব; কেন না, নামের মহিমা অপার, লীলা অনন্ত ও শক্তি অসীম। রামনাম—সর্ব্বকল্যাণের অর্থাৎ সর্ব্বপ্রফুল্লতার, সর্ব্বপ্রকার আনন্দের ও আহ্লাদের চরম সীমা;—রামনাম,—সকল কুশলের আধার-স্বরূপ;—রামনাম, দুরন্ত কালমেঘে সূর্য্য-স্বরূপ অর্থাৎ রামনাম-সূর্য্যোদয়ে দুরন্ত কৃতান্ত-রূপ কাল-মেঘ দূরে—অতিদূরে অপসৃত হয়;—রামনাম,—ভবগহনে বিচরণকারী পথশ্রান্ত ক্লান্ত জীবের শ্রান্তি-ক্লান্তিহারী;—রামনাম সর্ব্বসৌন্দর্য্যাধার; এমন কি,—সজীব-সুন্দর চির-মধুর অনন্ত মাধুরীমাখা নামের নিকট, এই সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধির আকর শোভন-সৌন্দর্য্যাধার ভূর্লোকাদি—সত্য লোকান্ত সপ্তলোক-সমন্বিত বিরাট্-বপু বিশ্বের যাবতীয় সৌন্দর্য্য-সুষমা লজ্জা প্রাপ্ত হয়;

—রামনাম,—পূর্ব্ব-পশ্চিম—উত্তর-দক্ষিণ,—ঈশান-অগ্নি—নৈঋর্ত-বায়ু প্রভৃতি দিক্ ও দিগন্তরাল সমূহে স্থিত হইয়া, নামকারীকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন ;—রামনাম প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য দেবলোকের এবং মর্ত্তবাসীর উপাস্য দেবতা—চিরারাধ্য প্রাণের দেবতা। অতএব, ইহলোকে —"রামনাম কথয় কিং ন করোতি পুংসাম্" আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান সুখ-শান্তিহারা জীবের রামনাম কি না কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন ? শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, "শ্রীমন্নাম প্রভোস্তস্য শ্রীমূর্ত্তের-প্যতি প্রিয়ম্। জগদ্ধিতং সুখোপাস্যং সরসং তৎসমং ভবেৎ॥" শ্রীভগবানের সর্ব্বশোভা-সম্পত্তি স্বীয় মহিমান্বিত দিব্যদেহ অপেক্ষা, তাঁহার নাম অতিশয় প্রিয়। কেন না, উঁহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল অন্তরায়ের মধ্যেই নিজ মহিমাভরে প্রকাশমান হন ; উহা জগতের হিতজনক। কেন না, শ্রীনাম-গ্রহণে 'অধিকারী—অনধিকারী' ; এই বিচার নাই, সকলের সমান অধিকার। বাগিন্দ্রিয়ের উচ্চারণ বা কর্ণেন্দ্রিয়ের শ্রবণ দ্বারা, নিখিল জীবের ইনি উপকার সাধন করিয়া থাকেন। অপিচ,—"সুখোপাস্যম্" অনায়াসে সুসাধিত হয় অর্থাৎ কেবলমাত্র রসনাগ্রে সমুচ্চারিত হইলেই, উপাসনা সম্পাদিত হয়। উহা মধুরাক্ষরময় ; সুতরাং, সরস ও কোমল। যেহেতু, —"অভিন্নত্বান্নামনামিনঃ" নাম ও নামী অভিন্ন ; সুতরাং "রসো বৈ সঃ" উহা রস-স্বরূপ। বিবিধ রসের সহিত নাম বিরাজমান ;—এই নিমিত্ত সরস। কেন না, শৃঙ্গারাদি নবরসে প্রেমরসে ও ভক্তিরসে কীর্ত্তিত হয়েন। এই নিমিত্ত নাম-কীর্ত্তন আশু-প্রেমদ ; অতএব সরস-মধুর নামের সমান জগতে কিছুই নাই, নাম সচ্চিদানন্দময়। সেই নির্গুণ-নিরাকার সগুণ-সাকার নিষ্কল-নিষ্ক্রীয়, নিত্য-নিরঞ্জন সত্য-সনাতন ভগবান্, কখন কোন্ সুযোগে আকার ধারণ করেন, তাঁহা কে বলিতে পারে ?—"কো জানাতি কদা কুত্র কিং ভাবে মিলতি প্রভুঃ।" নামই তাঁহার সাকার মূর্ত্তি এবং নাম

দ্বারাই তিনি সাকার-রূপে সাধকের সম্মুখে প্রকটিত হন। স্বীকার করি, নাম শব্দমাত্র; কিন্তু, হয়ত বা সেই শব্দেই একখানি হৃদয়ের বীণা বাজিয়া উঠে; কথা—শব্দ, ধ্বনি মাত্র, কাণের ভিতর দিয়া নিত্য যাইতে যাইতে যদি বা কখনও কোন মুহূর্ত্তে অন্তরে হৃদয়ের দ্বার খোলা পাইয়া, সেখানে প্রবেশ করে—সে শব্দের অভ্যন্তরে কত যে মধু, কত যে মাধুরী, কত যে নিবিড় আনন্দ, কত যে ভাব, কত যে ছন্দ, কত যে নব নব নিহিত নিগূঢ় অর্থ, কত যে ধন-রত্ন, কত যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ; —কত যে সুখ, শান্তি ও আনন্দ এবং পুণ্যরাশি লুক্কায়িত আছে, তাহা বিরাগরসিক ভক্তিনিষ্ঠ প্রেমিক নাম-নিরত ভক্তই উপলব্ধি করিতে পারেন; অন্যের পক্ষে—"প্রতিবিম্বিতসাখাগ্রফলাস্বাদনমোদবৎ"। আধুনিক বিজ্ঞান-যুগে বৈজ্ঞানিকের এই বিচিত্র নাট্য-মন্দিরে, শত প্রাণোন্মাদী ও প্রণয়োন্মাদী গীত ধ্বনির মধুর বীণা-বেণু-সারঙ্গ-ঝঙ্কারের ভিতর, বেণু-বীণা-বিনিন্দিত বামাকণ্ঠের সুধাস্বর-তরঙ্গের মধ্যে,—আজ এই মৃদঙ্গ-মন্দিরার মনোমদ মোহন-ধ্বনিযুত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কি কেহ শুনিতে চাহে? এই আধি-ব্যাধি শোক-তাপে মুহ্যমান আর্ত্তজগতে,—এই নর-সঙ্কুল নরাবাস ধরাধামে আর্ত্ত জীবের দুর্গতি দর্শনে ব্যথিত হইয়া, মুক্তি-মন্ত্র বিতরণের জন্য—বিধি-নিধি-স্বরূপ জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রেম-ভক্তির সাকার মূর্ত্তি, আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক জ্ঞান-ভক্তিনিষ্ঠ প্রেম-রসের মূর্ত্তবিগ্রহ প্রেমিক বৈষ্ণবাচার্য্য মহাত্মা তুলসীদাস, লীলা-মাধুরী অনুধ্যানে প্রতিভার অধীশ্বর বৈষ্ণবাচার্য্য মহাত্মা কবির, আবালবিরাগী বিরাগরসিক আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বেদান্তকেশরী অদ্বৈত-বাদের প্রধান আচর্য্য শঙ্করাবতার জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য, প্রেম-ভক্তির পূর্ণ মূর্ত্তি গুরু নানক ও প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, কেহ বেদান্ত-জ্ঞানের প্রোজ্জ্বল প্রভায় পরম ব্রহ্মের মহিমা,—কেহ ভক্তির

পরিসীমা ব্রহ্মজ্ঞানের পরমাঙ্কুর প্রেমের পূর্ণ-জ্যোৎস্নায় শ্রীভগবানের লীলামাধুরী-প্রতিভাত সর্ব্বজন-সুখবোধ্য সর্ব্বজন-মঙ্গল-বিধায়ক ব্রহ্ম-মহিমা প্রসার করিলেন ;—কেহ বা সংসারারণ্যের সুদীর্ঘ-বর্ত্মে পথশ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন সংসারী জীবের অপার অনন্ত দুঃখের অনুভূতিতে ব্যথিত হইয়া, ত্রিতাপ-দগ্ধ মানব-সম্প্রদায়কে অমর-বাঞ্ছিত মুক্তির অধিকারী করিবার জন্য, ব্রহ্ম-মহিমা প্রসার-কামনায়, সুকঠোর প্রাণান্তকর তপঃসাধনায় প্রাণপাত করিয়া. মানব-মঙ্গল-নিধান ব্রহ্মজ্ঞানের পরিসীমা নির্ণয়-প্রয়াসে, শুদ্ধা ভক্তির বিমল-জ্যোৎস্নায় শ্রীভগবানের লীলামাধুরী-প্রতিভাত প্রেম-প্রীতির অবিরাম অমিয়-নির্ঝর, -"হরের্নামৈব কেবলম্" গতি-মুক্তির অভিনব পন্থা প্রদর্শন করিলেন। এইরূপে বিশাল ব্রহ্ম-সমুদ্রের মহান্ স্রোত, পঞ্চধারায় ধরাবক্ষে প্রবাহিত হইয়া, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের প্রবল স্রোতে ধরা প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন। মধুর-ভাবের ভক্তি-সাধনায় পরম ব্রহ্ম লাভের নির্দ্দেশ—সাধনার পরিসমাপ্তি—"রসো বৈ সঃ" রস-স্বরূপ ব্রহ্মের অনুভূতি একমাত্র—"হরের্নামৈব কেবলম" সুপ্রকাশ। এই বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ—পুরাণ-উপপুরাণ-সংহিতা-রত্নাকর-মথিত অমৃত—"হরের্নামৈব কেবলম্।" অন্ধ-আতুর অনাথ-নিরাশ্রয় পপী-তাপী ভোগী-ত্যাগী বিলাসী-সন্ন্যাসী মুমুক্ষু-গৃহী—এ অমৃতের সমান অধিকারী। রস-স্বরূপ পরম ব্রহ্ম—রসময় রসসাগর আনন্দময় অমৃতসাগর; পরম ব্রহ্মের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ,—রাম; কৃষ্ণ, বামন,—নৃসিংহ, পরশুরাম, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতি অবতার অসংখ্য ; কিন্তু,—"নৃসিংহরামকৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিকীর্ত্তিতম্।" রস-মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্য ও পূর্ণরূপে অভিব্যক্তি—ভগবান্ নৃসিংহ, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তন্মধ্যে মহাত্মা তুলসীদাস ও কবীর, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলা-রসের অনুভূতিতে তন্ময় হইয়া, প্রেম-ভক্তির বিমল মন্দাকিনী-প্রবাহে ভারত ধন্য,—আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান

জীব-জগত স্নিগ্ধ ও বিষয়-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল কলি-কলুষিত জীবকুলকে পবিত্র করিয়া, আবেগ-মধুর আদর-কম্পিত,—সরস-মধুর হাস্য-মণ্ডিত,—পুলকাশ্রু—স্বরভঙ্গ ভক্তিগদ্‌গদ্‌-কণ্ঠে কহিয়াছেন—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" 'এই সজীব-সুন্দর চির-মধুর রামনাম—সাধনার ধন;—ধ্যানের জ্যোতিঃ,—জপের মন্ত্র,—জীবনের সম্বল,—ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি।' অতএব, রামনাম—পুলক-শিহরণ-সঞ্চালিত,—প্রেমোন্মাদনা ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি, ব্রহ্মাত্মৈক্যতায় মিলনের আকুল আকাঙ্খা, প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠা,—বিরহের আত্মহারা ব্যাকুলতা,—প্রেম-ভক্তির ঐকান্তিক সাধনা,—সর্ব্বস্ব সমর্পণ তপস্যা,—নিবৃত্তি মার্গের সুগম-সাধনা,—আবেগ-মধুর আনন্দোল্লাস। অতএব, স্পষ্টতঃই জানা যাইতেছে যে,—

কল্যাণোল্লাসসীমা কলয়তুকুশলং কালমেঘাভিরামা,
কাচিৎ সাকেতধামা ভবগহনগতিক্লান্তিহারী প্রণামা।
সৌন্দর্য্যহীনকামা ধৃতজনকসুতাসাদরাপাঙ্গধামা,
দিক্ষু প্রথ্যাতভূমা দিবিষদ্‌ভিনুতা দেবতা রামনামা।

জ্ঞান-রত্নাকর বেদে উক্ত আছে যে,—মন্ত্রই দেবতা,—দেবতা মন্ত্র-স্বরূপ, দেবতার অশরীরী বাণী মন্ত্র;—মন্ত্র-সাধনায় অশরীরী চিন্ময় ব্রহ্মের অতীন্দ্রিয় প্রভাবে দেবতার প্রতীক অনুভূত হয়। সে মন্ত্র আর কিছু নহে,—ভগবন্নামই সেই মহামন্ত্র; কেন না,—"অভিন্নত্বান্নামনামিনঃ।" মরণধর্ম্মী জীব-জগতের জন্ম-জরা মরণশীল জীব, এই নাম-প্রভাবে চির-অমর চির-অমৃত সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া, অমর হইতে পারে,—অমৃতত্ব লাভ করে। এই অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন অবিদ্যান্ধ জীব, চরম-সুখ—চির-শান্তি—পরম-আনন্দ চিন্ময় জগদীশ্বরের দর্শন-লাভে ধন্য

হইয়া, অসার অনিত্য জড়পিণ্ড সংসারের চির-দুঃখময় অনন্ত অজ্ঞান-অন্ধকারের অবসানে নিত্যানন্দময় অনন্ত সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়; সেই উৎকৃষ্ট উপায় নাম-সাধনা। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ আনন্দময়; সে আনন্দ অপার, অনন্ত ও অসীম এবং অপরিমেয়, তাহাতে দুঃখের লেশ-মাত্র নাই। মুক্তি আর কি? অক্ষয় সুখ-প্রাপ্তিই মুক্তি। জ্ঞান-কাণ্ডের চরম-লক্ষ্য,—স্থির-সিদ্ধান্ত 'মুক্তি' অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগে চরম-সুখ চির-শান্তি পরম-আনন্দ লাভ। সেই চরম-সুখ চির-শান্তি পরম-আনন্দ একমাত্র রামনাম সঙ্কীর্ত্তনেই অনায়াসে লভ্য হয়; কেন না, রামনাম—"ভবগহনগতিশ্রান্তিহারীপ্রণামা।" সংসারারণ্যের সুদীর্ঘ-বর্ত্মে গমনাগমন-জনিত পথশ্রান্ত ক্লান্ত জীবের চির-সঙ্গিনী ব্যাকুলতা-বিধায়িনী কামনা ঘুচিয়া গিয়া, মোক্ষ লাভ হয়। অতএব,—"দিবিষদভিনুতা দেবতা রামনামা" দিবৌকস-বন্দিত মুক্তাত্মাদিগের আরাধ্য দেবতা জগন্মঙ্গল রাম নামের জয় হউক।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমহাপুরুষদিগের মধ্যে, আবালবিরাগী বেদান্ত-কেশরী জ্ঞান-ভক্তি-বিরাগ-রসিক জগদ্গুরু শঙ্করাবতার পরমহংসশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্যের পরপারে অবস্থিত পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার এক অভিনব পথ প্রদর্শন করিয়া, সর্ব্বপ্রথমে জগতে মুক্তিমন্ত্র বিতরণকরতঃ কহিয়াছেন,—"মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী"; অতএব, রসময় পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ নৃসিংহের উপাসনা কর, এই বলিয়া বিশ্বে জ্ঞান-ভক্তিবাদের বিজয়-বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া, রস-বিশ্লেষণ জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি প্রচারে ভূতলে অতুল কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সেই অমৃত-নিস্যন্দিনী তান-তরঙ্গে স্পন্দিত সকরুণ বীণার ঝঙ্কারে ভারত চির-মুখরিত;—সাধনার সম্বল—ধ্যানের বিমল জ্যোতিঃ—জপের মন্ত্র জীবনের ইষ্ট-প্রতিভাত অলৌকিক ভাষা-বিজ্ঞানের

সাহায্যে, শ্রীভগবানের অপরোক্ষ চিন্ময়-মূর্ত্তির সম্যক্ পরিচয় দিয়া, একনিষ্ঠ ভক্তি ও জ্ঞানযোগের সুগম নিবৃত্তি-মার্গের সাধনায় যে ভগবানের সহিত সমলোকে—নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে বাস—সমানৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া, ভগবৎ-সমীপে অবস্থান করার সহজ সুগম সাধন-পথ—ধ্যান-ধারণার মহিমা প্রকাশ করিয়া, জীবকুলকে ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি করাইয়া, নিজেও স্বকীয় চিত্তকে উপদেশ দিয়া কহিয়াছিলেন,—

"ত্বংপ্রভুপ্রিয়মিচ্ছসি চেন্নরহরিপূজাং কুরু সততং
প্রতিবিম্বালঙ্কৃতিধৃতিকুশলো বিম্বালঙ্কৃতিমাতনুতে।
চেতোভৃঙ্গ ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥"
লক্ষ্মীনৃসিংহপঞ্চরত্ন।

'হে চিত্ত! যদি তুমি নিজ প্রভু অর্থাৎ তোমার চিত্তরাজ্যের অধীশ্বর আধি-ব্যাধি শোক-তাপে মুহ্যমান,—ভব-ক্ষুধানলে তপ্ত,—সংসারের দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে,—অভাব-অনটনের তীব্র-তাড়নায় অষ্টপ্রহর রুধিরাক্ত,—দুঃখ-দৈন্যের নির্ম্মম কশাঘাতে, নিরন্তর ক্লিষ্ট এবং মথিত জীবের প্রিয় সাধন অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক—এই উভয় লোকের কল্যাণসাধন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, তোমার আজন্ম-সেবিত চির-সেব্য বিষোদ্গারী বিষয়পঙ্কক হইতে বিরত হইয়া, সতত ত্রিতাপ-হারী, নিদানের বন্ধু, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীনর-হরির পূজা-অর্চ্চনায় রত হও; তাহা হইলে, তুমি নিজ প্রভুর হিত-সাধন করিতে সমর্থ হইবে। অতএব, আগে তুমি আজন্মসেবিত বিষয়-পঙ্কক হইতে নিবৃত্ত হইয়া, স্বকীয় বিষয়-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত অঙ্গের বিষয়-

কর্দ্দম বিধৌত করিয়া,—এমন কি বিষয়-পঙ্কের কলিমা-রেখা পর্য্যন্ত মুছিয়া, নির্ম্মল দর্পণের মত স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও পবিত্র হও; কেন না, দর্পণাদিস্থিত মুখাদি প্রতিবিম্বে অলঙ্কার-ধারণ–কার্য্যে কুশল হইতে হইলে, বিম্বকে অলঙ্কৃত করিতে হয়। তাই বলি,—হে চিত্ত ভ্রমর! এই পাদপহীন ছায়াবিহীন, জলহীন, জনসমাগমশূন্য, কাম–ক্রোধাদি উত্তপ্ত বালুকারাশি–পরিপূর্ণ নীরস সংসার-মরুভূমিতে, উন্মাদের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া, উদ্‌ভ্রান্তভাবে তুমি বৃথা ভ্রমণ করিয়া, ত্রিতাপ-তাপে তপ্ত হইয়া, নিরন্তর শুষ্ক-কণ্ঠে তৃষ্ণার্ত্ত আছ ;—এস, একবার রসময় রস-সাগর চির-মধুর পরমানন্দময় ভগবান্ পূর্ণব্রহ্ম লক্ষ্মীনৃসিংহদেবের অমৃতময় মধুময় চির-স্নিগ্ধ সুশীতল শ্রীপদপাথোরুহনিঃসরন্মকরন্দপানানন্দে বিভোর হইয়া, নিরন্তর তাঁহাকে ভজনা কর, শান্তি পাইবে, তপ্ত-হৃদয় শীতল হইবে।’ বিধি-নিধি স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলা-মাধুরী অনু-ধ্যানে প্রতিভার অধীশ্বর গুরু নানক, ভূতলে গুরু-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, জ্ঞানবাদের ভিতর দিয়া, দাস্যভাবের সাধনা-পথ বহিয়া, বিশ্বে ভক্তি-বাদের বিজয়-বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া, বিচিত্র-লীলা-রস-সাগর ভগবান্ রামচন্দ্রের চির-মধুর নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারে আবাল-বৃদ্ধ বনিতার অঘমর্ষণের অভিনব পথ প্রদর্শন করতঃ আপামরকে ধন্য করিয়া কহিয়া গিয়াছেন,—

> “পরাকচান্দ্রায়ণতপ্তকৃচ্ছ্রৈ—
> র্ন দেহশুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্।
> কলৌ সকৃচ্ছ্রীহরেঃ কীর্ত্তনেন,
> শ্রীরামনাম্না ভবতীহ যাদৃক্॥”

ঘোর কলিকালে একবারমাত্র ‘শ্রীরাম’—এই পবিত্র নাম দ্বারা

ত্রিতাপহারী পতিতপাবন শ্রীহরির নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিলে, পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল দেহীদিগের পাপ হইতে যেরূপ শুদ্ধি ঘটে;—পরাগৃব্রত, চান্দ্রায়ণ ও তপ্তকৃচ্ছ্রাদি কঠোর উগ্র তপঃ-সমূহের অনুষ্ঠানে তাদৃশ শুদ্ধি হয় না। অতএব, হে কলি-কলুষিত জীবকুল! নিশ্চয় জানিও, "জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় রাম রাম, হরে রাম হরে রাম নাম পুণ্যধাম।" এই বলিয়া, তিনি স্বয়ং সতত রামনাম-সঙ্কীর্ত্তনে নিরত থাকিয়া জগতে রামনাম—মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আর, প্রেম-প্রীতির অবিরাম অমৃত-নির্ঝর, ভগবৎ-প্রেম-লীলা-মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-বিভাসিত—জ্ঞান-ভক্তির মন্দাকিনী-ধারা,—বিশ্বহিত-তপস্তানিরত, প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ, আর্ত্ত-জগতে আর্ত্ত-জীবের দিব্যজ্ঞান ও সুখ-শান্তি-আনন্দলাভের সরল সুগম সাধনা—গতি-মুক্তির অভিনব পথ প্রদর্শন করিয়া, জীবের ঐহিক ও পারত্রিক অশেষ মঙ্গলবিধান;—আনন্দ-লীলায়িত রস-মাধুর্য্য-বিশ্লেষিত,—ভক্তহৃদি-রঞ্জন,—সর্ব্বজনবিমোহন ;—বেদ বেদান্ত-উপনিষৎ,—পুরাণ-উপপুরাণ-সংহিতার সারভূত, বিশ্ববন্দিত,—ভক্তির বৈকুণ্ঠ,—আনন্দের মাধুর্য্য,—ব্রহ্মজ্যোতিঃ-প্রতিভাত,—শুদ্ধাভক্তি-তরঙ্গায়িত,—রস-মাধুরী-উচ্ছ্বসিত,—চির-শান্তিরসামৃত ;—রস-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্বাবতারের শ্রেষ্ঠ-অবতার,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই বলিয়া, গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় কহিয়াছেন,—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥
শিক্ষাষ্টক।

কলিপাবন মহাজন প্রেমাবতার নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ কহিয়াছেন,—জীবের জন্ম-জরা-দূরকারী ভব-ভয়াপহারী পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুধাসক্তি অমৃতময় কৃষ্ণনাম--ব্যাকুলতা-বিধায়িনী বাসনা-মালা-বিভূষিত, পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল, বিষোদ্গারী বিষয়-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত, কামনা-কালিমা-মণ্ডিত, আশা-পাশে বদ্ধ, কাম-ক্রোধাদি দোষে দূষিত, হিংসা-দ্বেষাদি অবস্কারে অপরিস্কৃত মলিন চিত্ত-রূপ দর্পণ মার্জ্জনা করে অর্থাৎ মলিন-চিত্তের যাবতীয় ময়লা অপসৃত করিয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ-শুদ্ধ, নির্ম্মল ও পবিত্র করে ;--চিত্ত-দর্পণ স্বচ্ছ-শুদ্ধ-নির্ম্মল-পবিত্রকারী প্রসন্ন-স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন সুখ-শান্তিপ্রদ সুশীতল কৃষ্ণনাম·-"ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্" এই বিরাট্ বিশাল বিস্তৃত সুদীর্ঘ সংসার-রূপ মহারণ্যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক-রূপ প্রজ্বলিত মহা দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত করে অর্থাৎ শান্তিবারি-সিঞ্চনে ত্রিতাপদহনে দগ্ধীভূত সংসারসাক্ত মুহ্যমান জীবের ত্রিতাপদহন শান্ত করে ;--এই ত্রিতাপদহন-প্রশমনকারী কৃষ্ণনাম,--"শ্রেয়ঃ-কৈরব চন্দ্রিকাবিতরণম্" এই কাম-ক্রোধ--লোভ-মোহ – মদ-মাৎসর্য্যাদি-শ্বাপদ-সঙ্কুল, কামনা-প্রলোভন— আসক্তি-আকাঙ্খাদি পাদপ-সঙ্কীর্ণ, ভীষণ-সংসারারণ্যের সুদীর্ঘ-বর্ত্মে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন-জনিত পথশ্রান্ত ক্লান্ত জীবের মায়া-মমতাদি স্তূপীকৃত তমোরাশি সজ্জীভূত হৃদয়-কাননে কুমুদ বিকাশকারী প্রসন্ন-স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন সুশীতল জ্যোৎস্নারাশি-বিকশিত শ্রেয়োরূপ প্রেম-পীযুষময়ী চন্দ্রিকা সমুদিত করতঃ, মায়া-মমতাদি স্তূপীকৃত সজ্জীভূত তমোরাশি ভেদ করিয়া,—ভাব-জ্যোৎস্না-রূপ প্রসন্ন-স্নিগ্ধ শান্ত-সুশীতল প্রাণ--প্রীণন শুভ্র জ্যোৎস্নারাশি-বিকীরণ করিয়া,–ত্রিতাপ-দহনে দগ্ধীভূত পাপ-কালিমা মণ্ডিত হৃদয়-কন্দরকে স্নিগ্ধ-সুশীতল ভাব-জ্যোৎস্নার শুভ্রালোকে আলোকিত করিয়া, শান্ত স্নিগ্ধ সুশীতল করে ;—এই শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণকারী শ্রীকৃষ্ণনাম, —"বিদ্যাবধূজীবনম্" ব্যাকুলতা-বিধায়িনী কামনা-বিজড়িত, চির-সঙ্গিনী

বাসনা-বিভূষিত, জন্ম-জরা-মরণশীল, পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল, বিষয়-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত, বিষোদ্গারী বিষয়াসক্ত, আজন্ম-বিষয়ানুরাগী, ব্রহ্মানন্দসুখ-বিরাগী, অপযশোভিভূত উদ্যমহীন জীবন্মৃত ;—সংসারের আধি-ব্যাধি——শোক-তাপে মুহ্যমান, আশা-পাশে আবদ্ধ নিত্যবদ্ধ জীবের বিদ্যা-বধূজীবন-স্বরূপ অর্থাৎ জীবের ব্যাকুলতা-বিধায়িনী চির-সঙ্গিনী বাসনার তীব্রানল শান্তকারিণী,—বিষোদ্গারী বিষয়-রসের বিষাপহারিণী, করাল মৃত্যুর কবল হইতে নিস্তারকারিণী,—সংসার-নিষ্কৃতিকারিণী চিরশান্তিময়ী ব্রহ্ম-গতিপ্রদা মুক্তিহেতুভূতা বিদ্যা-বনিতার জীবন-স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ;—এই নিত্যবদ্ধ জীবের মুক্তিহেতুভূতা বিদ্যাবধূজীবন-স্বরূপ কৃষ্ণনাম,—"আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্"—এই আর্ত্তনাদের জন্মভূমি,—জন্ম-জরার রঙ্গভূমি,—মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র,—নরাধাস ধরাধামে আধি-ব্যাধি শোক-তাপে মুহ্যমান,—দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে,—অভাব-অনটনের তীব্র-তাড়নায় অষ্ট-প্রহর রুধিরাক্ত,—দুঃখ-দৈন্যের নির্ম্মম কশাঘাতে নিরন্তর ক্লিষ্ট এবং মথিত,—মাংসাশিনী জরা-রাক্ষসীর করাল দংষ্ট্রাঘাতে জর্জ্জরিত, অনিত্য অসার জড়পিণ্ড পাঞ্চভৌতিক শরীরধারী, জন্ম-জরা-মরণশীল, বিষম ব্যাধির বৃশ্চিক-দংশনে সতত কাতর জীবের অশান্তি-বিক্ষোভিত হৃদয়ে, অনাবিল ভাব-রূপ অনন্ত বীচি-বিক্ষুব্ধ,—অবাধ-প্রেম-রূপ উত্তাল-তরঙ্গোচ্ছ্বাসিত অনুত্তম ভক্তি-রূপ অতলস্পর্শ-জলরাশি,—অমেয় পুলকাশ্রু-রূপ ফেন-সঙ্কুল,—অনন্ত-প্রসারিত দিগন্ত-বিস্তৃত দুরধিগম্য অকূল আনন্দার্ণবকে উল্লোল-কলকল্লোলে উচ্ছ্বসিত করিয়া, ভীষন-গাম্ভীর্য্যে পরিবর্দ্ধিত করে অর্থাৎ—"অভিন্নত্বান্নামনামিনঃ" নাম ও নামী,—এই উভয়ে অভিন্নতা-নিবন্ধন, নাম-সঙ্কীর্ত্তনে নিরত নামানুগ জীব নিরন্তর নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, তাঁহার সত্তা নামীর সত্তায় মিশিয়া যায়,—তদবস্থায় তাঁহার ভাষা নির্ব্বাক হয়,—ইন্দ্রিয়গ্রাম নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়ে,—দর্শনেন্দ্রিয় বাহ্য-দৃষ্টিকে

লুপ্ত করিয়া, মনশ্চক্ষুতে জাগ্রত হইয়া উঠে,—অন্তরের অনাবিল আনন্দময় আলোকে, এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক অসাধারণ অনন্দানুভূতিতে শরীর, প্রাণ ও মন স্পন্দনরহিত হইয়া পড়ে,—অন্তরিন্দ্রিয়ের জাগ্রচ্ছক্তি বাহ্যেন্দ্রিয়কে দুর্ব্বল করিয়া. আকুল আবেগে সাড়া দিয়া উঠে,—ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা দূরে—অতিদূরে পলায়ন করে,—বাসনার অনল নির্ব্বাপিত হয়, —আমিত্বের অহঙ্কার আনন্দ-সাগরে বিলুপ্ত হইয়া যায়,—তাঁহার ক্ষুদ্র মানব-জীবন তখন অসীম উদার অনন্ত নীলাকাশের মত আকুল-আবেগে উজান বহিয়া, বিশ্ব প্লাবিত করিয়া, সর্ব্বজীবের—"গতির্ভর্ত্তাপ্রভুঃসাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" নিদানের বন্ধু চির-সখা ত্রিতাপহারী ভব-পারাবারের কাণ্ডারী সংসার-সাগর-তরি ভগবান্ শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণের পানে উন্মাদের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া, উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটিয়া যায় এবং তাঁহার হৃদয়ে এমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দনুভূতি হয় যে, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া. প্রবল স্রোতঃ-প্রবাহিত বিতাড়িত শুষ্ক-তৃণের ন্যায়, আনন্দ-উৎসে ভাসিয়া, তিনি কখনও গান করেন, কখনও রোদন করেন, কখনও হাসেন এবং কখনও বা নৃত্য করিতে থাকেন;—এই শান্তিপ্রদ আনন্দদায়ক সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়ক অনাবিল আনন্দালোকে পরিমণ্ডিত সুধাসিক্ত অমৃত-রসে পরিব্যাপ্ত নিরন্তর-পীযূষধারা-নিঃস্রাবিত কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনে নামানুগত জীব. নামামৃত-পানে উন্মত্ত হইয়া, উন্মাদের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে নৃত্য করিতে করিতে —"প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্" প্রতি পদক্ষেপে পূর্ণামৃতের আস্বাদন করিয়া, অপার আনন্দানুভূতিতে মগ্ন হইয়া থাকেন; তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে —মোটের উপর, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অনাবিল আনন্দালোক সদা বিচ্ছুরিত হয়। এই প্রসন্ন-স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন মুক্তিভাজন কৃষ্ণনাম, "সর্ব্বাত্মস্নপনম্" সর্ব্বাত্ম-স্নিগ্ধকারী অবগাহন-স্বরূপ অর্থাৎ নিদাঘকালে গ্রীষ্মাতিশয্যে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া, গ্রীষ্ম-তাপে প্রাণ কণ্ঠাগত হইলে, মানুষ সুশীতল

স্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন করিয়া, যে প্রকার গ্রীষ্মাতপ-দগ্ধ-দেহ স্নিগ্ধকরতঃ অনন্দানুভব ও শান্তিলাভ করে, সেই প্রকার প্রসন্ন-স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন শান্ত সুশীতল সুধাসিক্ত কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনে, এই আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান তাপদগ্ধ প্রাণ শীতল হয়,—স্নিগ্ধতা লাভ করে।' কলিপাবন মহাজন পতিতপাবন ভব কর্ণধার প্রেমাবতার পরম-কারুণিক মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় জলদ-গম্ভীর স্বরে,—"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।" এই বলিয়া,—এই আহার-বিহারের পূণ্যভূমি,—আচার-বিচারের আবাসভূমি,—পাপ-পুণ্যের জন্মভূমি,—জ্ঞান-কর্ম্মের লীলাভূমি,—প্রেম-ভক্তির রঙ্গভূমি,—জ্ঞান-গরিমার পুণ্যভূমি—ভগবদুপাসনার তপোভূমি, ধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র,—পূর্ণব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় ভগবানের বিহারভূমি—"সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং" সর্ব্বসমৃদ্ধিশালিনী ভারতভূমিতে শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনের জয় ঘোষনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য গৌরাঙ্গদেব, পূর্ণব্রহ্ম রস-স্বরূপ লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-রসের অনুভূতিতে তন্ময় হইয়া, প্রেম-ভক্তির মন্দাকিনী-প্রবাহে ভারত ধন্য, ত্রিতাপে তাপিত জগৎ স্নিগ্ধ ও পবিত্র করিয়া, ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য,—রস-তত্ত্বের বিকাশ,—সর্ব্বশাস্ত্রের চরম প্রতিপাদ্য, সকল তপস্যা ও সাধনার পরম সিদ্ধি, ভগবানের প্রেম-রসের মূর্ত্ত-বিগ্রহ,—কারুণ্যপ্রাণ করুণানিদান পরম কারুণিক করুণাময় পতিতপাবন-রূপ যোগৈশ্বর্য্যের অনন্ত বিভূতি,—শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমার উপলব্ধি,—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" বলিয়া, গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় জলদ-গম্ভীর স্বরে, পুলক শিহরণ-সঞ্চালিত অশ্রু-কম্প-স্বরভঙ্গ আবেগ-মধুর আদর-কম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া, কহিয়া গিয়াছেন;—'এস, অন্ধ-আতুর অনাথ-নিরাশ্রয় পাপী তাপী কে কোথায়; শুষ্ক-কণ্ঠে তৃষ্ণার্ত্ত আছ—"হরে কৃষ্ণ হরে

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই ভুবনপাবন চির-মধুর অমৃতের আস্বাদ লও,—এ অমৃতফলে কাহাকেও বঞ্চিত হইতে হইবে না,—ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার আছে;—এস, ভুবনপাবন চির-মধুর নামামৃত পান কর, এই নামামৃত পানে হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হইবে,—এই পবিত্র নাম-কীর্ত্তনে শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমার উপলব্ধি হইবে,—এই পবিত্র সুধাসিক্ত নাম-শ্রবণে নয়নে অশ্রু-পাত,—শরীরে কম্প ও পুলক,—কণ্ঠে স্বরভঙ্গ,—হৃদয়ে আবেশ ও আনন্দোল্লাস,—চিত্তে বিহ্বলতা উৎপন্ন হইবে,—এই পবিত্র নাম-স্মরণে, লীলা-মাধুর্য্যের রসাস্বাদনে ব্রহ্মানন্দের পুলক সঞ্চার হইবে;—এই সজীব-সুন্দর চির-মধুর নাম মননে ও ধ্যানে রস-স্বরূপ ব্রহ্মের অলৌকিক অনুভূতি, মোটের উপর—ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ ঘটিবে।' এই বলিয়া, প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসাইয়া দিয়া গিয়াছেন। অতএব,—"শ্রীকৃষ্ণ নামামৃতমাত্মহৃদ্যং, প্রেম্না সমাস্বাদনভঙ্গিপূর্ব্বন্। যঃ সেব্যতে জিহ্বিকযাঽবিরামং, তস্যাতুলং জল্পতু কো মহত্ত্বম্॥" এই আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান মর-জগতে আধি-ব্যাধি—শোক-তাপের অভিঘাত সহ্য করিয়া, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পত্তি, দেহ-গেহ প্রভৃতির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি আত্মহৃদ্য অর্থাৎ চির-সখা নিদানের বন্ধু ভব-পারাবারের কাণ্ডারী সংসার-সাগর-তরি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পীযুষ-মণ্ডিত চির-মধুর ভুবনপাবন নামামৃত প্রেম-সহকারে আস্বাদন-ভঙ্গি-বৈচিত্র্য সহ অবিরাম স্বীয় রসনা দ্বারা পান করেন, তাঁহার মহত্ত্ব বলিতে কে সমর্থ হইবে? অতএব, সজীব-সুন্দর চির-মধুর কৃষ্ণনাম, পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল অশেষ পাপে পাপী মানবাত্মারও যে,—"ক্ষয়পতি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্" ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

আত্মজ্ঞানপরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক ভক্তিনিষ্ঠ সনকাদি ঋষিগণ একদা পরম ভাগবত হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন;— 'হে মহাবল অঞ্জনানন্দন! প্রণবে সর্ব্বজাতির অধিকার নাই; এমন কি, —কেবলমাত্র প্রণবজপে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণেরও অধিকার নাই অতএব. গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণের কিরূপে প্রণবে অধিকার হইবে?' তদুত্তরে বায়ুপুত্র হনুমান বলিলেন,—

"স হোবাচ শ্রীরাম এবোবাচেতি। যেষামেব ষড়ক্ষরাধিকারো বর্ত্ততে তেষাং প্রণবাধিকারঃ স্যান্নান্যেষামিত্যাদি।"

রামরহস্যোপনিষৎ। ১।৮

'ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন, যাহাদের—"রাং রামায় নমঃ"—এই ষড়ক্ষর মন্ত্র উচ্চারণে অধিকার আছে, তাহাদেরই প্রণব উচ্চারণে অধিকার আছে; অপরের নহে। কেবলমাত্র 'অ' কার 'উ' কার 'ম' কার ও অর্দ্ধমাত্রার সহিত প্রণব উচ্চারণ করিয়া, যে রামমন্ত্র জপ করে, আমি তাহার সকল অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকি। সেই প্রণবের অকার,—উকার,—মকার ও অর্দ্ধমাত্রার,—ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা, সেই সেই অকারাদি বর্ণ এবং নাদাদি অবর্ণের অবস্থান, প্রণবের অন্তর্গত উদাত্তাদি স্বর, ঋগাদি বেদ, গার্হপত্যাদি অগ্নি ও সত্ত্বাদি গুণ-সমূহ সম্যক্ অবগত হইয়া, প্রত্যহ প্রণবমন্ত্র দ্বিগুণ জপপূর্ব্বক, যে সাধক রামমন্ত্র জপ করে, সে রামতুল্য হয়;—এই কথা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন; সুতরাং প্রণব রামাঙ্গ বলিয়া কথিত হইল।' মাতেশ্বরী শ্রুতি কহিয়াছেন,—

"কিং মন্ত্রৈর্ব্বহুভির্ব্বিনশ্বরফলৈরায়াসসাধ্যৈর্ব্বৃথা,
কিঞ্চিল্লোভবিতানমাত্রবিফলৈঃ সংসারদুঃখাবহৈঃ।

একঃ সন্নপি সর্ব্বমন্ত্রফলদো লোভাদি দোষোজ্ঝিতঃ,
শ্রীরামঃ শরণং মমেতি সততং মন্ত্রোঽয়মষ্টাক্ষরঃ ॥

রামরহস্যোপনিষৎ ২ । ২০ ।

'সংসারের তাপ-জ্বালায় মুহ্যমান জীবকুল! এই রিপুময় সংসারে বসবাস করিয়া, অন্তরের শত্রু কাম-ক্রোধাদি এবং বাহিরের শত্রু সিংহ-ব্যাঘ্র—অহি-নক্রাদির উৎকট উৎপীড়নে কাতর ও অকূল দুস্পার ভীম ভবার্ণবে নিমজ্জিত হইয়া,—পুত্র-কলত্রাদির প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি করিয়া,—ব্যসন-রূপ কাল-ভুজঙ্গের করাল-গ্রাসে নিপতিত হইয়া, এই সকল হইতে পরিত্রাণের প্রত্যাশায় কি মন্ত্র জপ করিতে প্রয়াসী হইয়াছ? যে সকল মন্ত্র জপের ফল অসার অনিত্য অচিরস্থায়ী, সেইরূপ অনিত্য-ফলদ বৃথা আয়াস-সাধ্য বহুমন্ত্র জপের প্রয়োজন কি? কারণ, ঐ সকল মন্ত্র প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য স্বর্গাদি-প্রাপ্তির প্রলোভন দেখাইয়া, কিছুদিনের জন্য ঐ ফল প্রদান করে বটে; কিন্তু, তাহা অচিরস্থায়ী; সুতরাং অসার। কেন না,—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার দুঃখময় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। অতএব, তাদৃশ প্রলোভনময় মন্ত্রজপে সত্য, সার ও নিত্য ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যাহা অন্তিমে চরম-সুখ,—চির-শান্তি,—পরম-আনন্দপ্রদ ও শত্রুর উচ্ছেদকর,—সংসারোত্তারক,—সঙ্গনির্ব্বাণকারক,—সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ,—ব্যসন-ভুজঙ্গ-পরিত্রাণকারক—লোভাদিদোষ-পরিশূন্য, সমগ্র মন্ত্রফল প্রদানে সমর্থ, একমাত্র ভগবৎ-স্বরূপ-প্রকাশক; সেই শত্রুচ্ছেদৈকমন্ত্র,—সংসারোত্তারকমন্ত্র,—সঙ্গনির্ব্বাণমন্ত্র,—সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈকমন্ত্র,—ব্যসনভুজঙ্গসন্দষ্টসন্ত্রাণমন্ত্র,—এমন কি—"সকলমুপনিষদ্বাক্যসম্পূজ্যমন্ত্রম্" সেই

সর্ব্বসুখদ মন্ত্রজপের অনুষ্ঠানেই বরং প্রাণপাত কর, অন্তিমে চরম সুখ লাভ হইবে। সে মন্ত্র কি?—"শ্রীরামঃ শরণং মম;" এই মন্ত্র অহর্নিশ উচ্চৈঃস্বরে জিহ্বায় রটনা করিতে থাক, তাহা হইলে আর ভব-যন্ত্রণা ভুগিয়া, ভব-যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া, অকূল ভব পারাবার-পারের ভাবনায় আকুলিত হইতে হইবে না।' অতএব, বিশ্বাস কর "পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতনঃ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রঃ স্বয়ম্;"—এই বিশ্বাসে বিশ্বাসবান্ হইয়া, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করিলে. শ্রীভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিয়া, ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভকরতঃ অন্তিমে ভগবানের সহিত সমলোকে,—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর পাদমূলে সমবেত হইয়া, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য বৈকুণ্ঠে বাস—সমানৈশ্বর্য্য-সমীপে অবস্থান করিয়া. দাস্যভাবে শ্রীভগবানের আরাধনা ও অনাময় রাতুল চরণ সেবাকরতঃ ধন্য হইতে পারিবে। সুতরাং বিশ্বাস কর, "পূর্ণব্রহ্ম সনাতনঃ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রঃ স্বয়ম্।" কেন না, মাতেশ্বরী শ্রুতি জলদ-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় কহিয়াছেন,—

অসংশয়বতাং মুক্তিঃ সংশয়াবিষ্টচেতসাম্।
ন মুক্তির্জন্মজন্মান্তে তস্মাদ্‌বিশ্বাসমাপ্নুয়াৎ॥

মৈত্রেয়্যুপনিষৎ। ২। ১৬

সংশয়-সাগরালোড়িত অবিশ্বাস-কলিমা-মণ্ডিত মানব-হৃদয়ে কদাপি জগদীশ্বরের সত্তা অনুভব হয় না,—মুক্তিও মিলে না। কেন না,—"অসংশয়বতাং মুক্তিঃ" যাঁহাদের হৃদয়ে সংশয়ের লেশমাত্র নাই, এমন কি, সংশয়ের কালিমা-রেখা পর্য্যন্ত নাই. তাঁহারাই ঈশ্বর-তত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন এবং অন্তিমে সর্ব্ববাসনা হইতে মুক্ত হইয়া, নিঃশ্রেয়সোলাভ

করেন ; কিন্তু, যাঁহারা—"সংশয়াবিষ্টচেতসাম্" সংশয়-হলাহল-জর্জ্জরিত, "ন মুক্তির্জন্মজন্মান্তে" জন্ম-জন্মান্তর 'মুক্তি—মুক্তি' করিয়া চীৎকার করিলেও, তাঁহাদের কস্মিন্‌কালে মুক্তি লাভ হয় না ;—"তস্মাদ্বিশ্বাসমাপ্নুয়াৎ" অতএব, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, মুক্তি করতলগত হইবে। মুক্তি ত দূরের কথা,—ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত হৃদয়ে তৃপ্তি হইতেই পারে না ; কেন না, সংসারের পার্থিব বস্তু হইতে হৃদয়ের আকাঙ্খার নিবৃত্তি হয় না। ধন, যশঃ, মান, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, মহত্ত্ব, প্রভুত্ব প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও, হৃদয়ের অতৃপ্তি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। তাই বলি,—কামনা-বিজড়িত মানব! তুমি অলীক আকাঙ্খার বশবর্ত্তী হইয়া, প্রাণপাত করিতেছ ; কিন্তু, তোমার আকাঙ্খার নিবৃত্তি হইল কৈ ?—"তস্মাদ্বিশ্বাস-মাপ্নুয়াৎ" অতএব বিশ্বাস কর,—"পূর্ণব্রহ্ম সনাতনস্তু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রঃ স্বয়ম্" আকাঙ্খার তৃপ্তি হইবে, হৃদয়ে শান্তি পাইবে। হৃদয়ে বিশ্বাস না থাকিলে ঈশ্বরের কৃপাকণা লাভ করা যায় না ; কেন না, বিশ্বাসের অপর নাম 'ভক্তি।' ভক্তি ব্যতীত কেহই কোন কালে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না ; সে কথা ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন,—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি" একমাত্র ভক্তি দ্বারাই, ভগবদ্বিশ্বাসী ভক্তিনিষ্ঠ ভক্ত, আমাকে জানিতে পারেন। আবার এই ভক্তি লাভ করিতে হইলে, সরলতা ও একাগ্রতার একান্ত প্রয়োজন ; কেন না, সরলতা ও একাগ্রতা প্রভাবেই হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয় ভক্তির বিভবে ভক্ত ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হইয়া, পরম পদ লাভ করেন। সেই কথা মাতেশ্বরী শ্রুতিও কহিয়াছেন,—"ভক্তিযোগান্মুক্তিঃ।" ভক্তি-প্রভাবে মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু, মূল—'ঈশ্বরে বিশ্বাস।' কেন না, হৃদয়ে বিশ্বাস থাকিলে, সরলতা ও একাগ্রতা সহজে আসে। এ বিষয়ের একটি চমৎকার গল্প আছে,—শ্রবণ কর। পুরাকালে এক সরল-বিশ্বাসী জটিল

নামক বালক ছিলেন। জটিল জনৈক সাধুপুরুষ। কথিত আছে যে, জটিল এক দুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র। তাঁহাদের সংসারে আর কেহ ছিল না। একদিন পাঠশালায় যাইবার সময়ে বালক জটিল পথে ভয় পান। বাটী আসিয়া, জননীকে ভয়ের কথা বলায়, ধর্ম্মশীলা মাতা পুত্রকে 'গোবিন্দ' নাম স্মরণ করিতে বলিয়া দিলেন। গোবিন্দ কে? —জিজ্ঞাসা করায়, মাতা বলিলেন,—'গোবিন্দ বালকদিগকে বড় ভালবাসেন; তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকেন এবং বালকদিগের সহিত খেলাও করেন।' এই কথা শুনিয়া, জটিলের আনন্দের সীমা রহিল না। অতঃপর একদিন পাঠ-শালায় যাইবার সময় পথে ভয় পাইয়া জটিল 'সখে গোবিন্দ, সখে গোবিন্দ' বলিয়া, অতি ব্যাকুল ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ডাকিতে লাগিলেন। লীলাময় ভগবানের লীলা অপার, মহিমা অনন্ত ও দয়া অসীম। সরল-চিত্ত ভক্তের ব্যাকুলতায় ভয়ত্রাতা, বিপদভঞ্জন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, দয়াময় হরি বালকবেশে উপস্থিত হইয়া, জটিলের ভয় মোচন করিলেন। অনন্তর দুইজনে সেখানে খানিক খেলা হইল। ইহার পর জটিল প্রায়ই পথে সখা গোবিন্দের সহিত খেলা করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে একদা জটিলের গুরুমহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে গুরুমহাশয়—ছাত্রবৃন্দের কে কোন্ দ্রব্য সরবরাহের ভার লইবে, তাহা বাটিতে জানিয়া আসিতে বলায়, জটিল সখার উপদেশানুসারে আবশ্যক দধি সরবরাহের ভার লইলেন। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবসে ইনি ক্ষুদ্র এক ভাণ্ড দধি লইয়া, গুরু-গৃহে উপস্থিত হইলেন। দেখিয়াই, গুরুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি অতি রুক্ষস্বরে বলিলেন,—'তুমি একি করিয়াছ? এই এক ভাণ্ড দধিতে কি হইবে?' জটিল উত্তর করিলেন, 'আমার সখা বলিয়াছেন যে, এক ভাণ্ড দধিতেই সকল লোকের পর্য্যাপ্ত আহার হইয়াও উদ্‌বৃত্ত থাকিবে।' কার্য্যতঃ তাহাই হইল। গুরুমহাশয় দেখিয়া,

অশ্চর্য্যান্বিত হইয়া. জটিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার সখা কোথায় থাকেন?' জটিল বলিলেন,—"আমাদের বাড়ী যাইবার পথে তেঁতুল গাছের নিকট বনে তাঁহাকে আমি দেখিতে পাই। আপনি তাঁহাকে দেখিবেন ত আসুন।' গুরু শিষ্যের অনুগামী হইলেন। নির্দ্দিষ্ট তেঁতুল-তলায় গুরুকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, জটিল বনমধ্যে 'সখে গোবিন্দ, সখে গোবিন্দ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, গুরুকে বলিলেন, 'সখা বলিয়াছেন যে. তিনি আপনাকে দেখা দিবেন; কিন্তু, আপনাকে এই স্থানে বসিয়া, তেঁতুলগাছে যত পাতা আছে, তত বৎসর তপস্যা করিতে হইবে।' শ্রীহরির দর্শনাশায় গুরু তাহাই করিতে বসিয়া গেলেন। এই গল্পটির মধ্যে সরল-বিশ্বাসে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের কি জলন্ত প্রমাণ লুক্কায়িত রহিয়াছে! অতএব,—"সর্ব্বাণি নামানি সঙ্কীর্ত্ত্য মর্ত্ত্যাঃ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যৈ তু ভবন্তি পুংসঃ॥ তস্মাত্ত্বথেষ্টং খলু রাম নাম, সর্ব্বেষু কালেষু জপেত ভক্ত্যা॥" হে সংশয়-হলাহলে জর্জ্জরিত নাস্তিক্যবুদ্ধি কূটতার্কিক মানব! পূর্ণব্রহ্ম সনাতন সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ শ্রীহরির নাম অনন্ত; তাঁহার নাম অনন্ত হইলেও, সকল নামই এক এবং একার্থ-বোধক। সুতরাং তাঁহার যে কোন নামের উপাসনাতেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু, তথাপি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ রামনামের সবিশেষ উল্লেখ আছে।

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়,
জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং,
নিখিলোগ্রতাপং বিলিম্পসি॥
শ্রীপাদরূপগোস্বামি।

হে নাম! তোমার জয় হউক;—তুমি আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য মুনিবৃন্দের নিত্য জপ্য হইলেও, পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল পতিত পাষণ্ড হেলায় বা তাদৃশ কোন প্রকারে কথঞ্চিৎ ভাবে তোমাকে পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল রসনায় গ্রহণ করিলে, তুমি তাহাদের মহা মহা পাপ ও তাপ অনায়াসেই বিলুপ্ত করিয়া দাও। অতএব, হে নাম! তুমি প্রাকৃত অক্ষরময় নও,—সচ্চিদানন্দ অক্ষরময়;—তুমি চিৎ-স্বরূপ ও চিদানন্দ অক্ষর-স্বরূপ। অতএব,—

যঃ স্থূলসূক্ষ্মঃ প্রকটপ্রকাশো—
যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতম্।
বিশ্বং যতশ্চৈতদবিশ্বহেতো—
র্নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায়॥

যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও প্রকটপ্রকাশ,—চিদ্রূপত্বহেতু, যিনি স্থাবর-জঙ্গম, মর-অমর সর্ব্বভূত; অথচ, সর্ব্বভূত নহেন; যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে; অথচ, যিনি বিশ্বের হেতু নহেন; সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার। অতএব, হে স্থূল! হে সূক্ষ্ম! তোমাকে নমস্কার; হে ক্ষর! হে অক্ষর! তোমাকে নমস্কার;—হে ব্যক্ত! হে অব্যক্ত! তোমাকে নমস্কার;—হে কালাতীত! হে সকল! তোমাকে নমস্কার;—হে ঈশ! হে শ্রীশ! তোমাকে নমস্কার;—হে নিরঞ্জন! হে গুণাঞ্জন! তোমাকে নমস্কার;—হে গুণাকর! হে গুণাঞ্জন! তোমাকে নমস্কার;—হে গুণস্থির! হে গুণাধীশ! তোমাকে নমস্কার;—হে নির্গুণাত্মন্! হে সগুণাত্মন্! তোমাকে নমস্কার;—হে স্ফুট! হে অস্ফুট! তোমাকে নমস্কার;—হে করাল রূপ! হে সৌম্যরূপ! তোমাকে নমস্কার;—হে আত্মস্বরূপ! হে

জীবরূপ! তোমাকে নমস্কার;—হে বিদ্যালয়! হে অবিদ্যালয় ! তোমাকে নমস্কার;—হে অচ্যুত! হে অব্যয়! তোমাকে নমস্কার;—হে এক! হে অনেক! তোমাকে নমস্কার;—হে আদিকারণ! হে অনাদিকারণ! তোমাকে নমস্কার;—হে সদসদ্রূপসদ্ভাভ! হে সদসদ্ভাবভারন! তোমাকে নমস্কার;—হে নিত্যানিত্য—প্রপঞ্চাত্মন! হে নিষ্প্রপঞ্চ! তোমাকে নমস্কার; —হে অমলাশ্রিত! হে অপ্রমেয়! তোমাকে নমস্কার; হে সর্ব্বেশ্বর! হে সর্ব্বরূপ! তোমাকে নমস্কার; হে বিরাট্-পুরুষ! হে পরম পুরুষ! তোমাকে নমস্কার। অতএব,—

কনকনিকষভাসা সীতয়ালিঙ্গিতাঙ্গো—
নবকুবলয়দামশ্যামবর্ণাভিরামঃ।
অভিনব ইব বিদ্যুন্মণ্ডিতো মেঘখণ্ডঃ,
শময়তু মম তাপং সর্ব্বতো রামচন্দ্রঃ॥

———

দশমোচ্ছ্বাস

শ্রীগুরুমহিমা।

বাণী যস্য প্রকটতি পরং ব্রহ্মতত্ত্বংসুগূঢ়ং,
মুক্তীচ্ছূনাং গময়তি পদং পূর্ণমানন্দরূপম্।

বিভ্রান্তানাং শময়তি মতিং ব্যাকুলাং ভ্রান্তিমূলাং,
ব্রহ্মাত্মৈক্যং বিদিশতি পরং শ্রীগুরুং তং নমামি॥

যাঁহার জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী বাণী অতি সুগূঢ় দুর্জ্ঞেয় পরমব্রহ্ম-তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া দেন, মুক্তিলাভেচ্ছু নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক মুমুক্ষুগণকে মায়াবিরহিত নিরাবরণ পূর্ণানন্দ-স্বরূপকে প্রাপ্তি ও অবিশ্রান্ত বিভ্রান্তচিত্তদিগের ভ্রান্তিমূলা ব্যাকুলতা-বিধায়িনী বুদ্ধিকে শান্তিলাভ করান এবং ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানরূপ পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করেন; সেই ভবকর্ণধার-অবতার শ্রীগুরুকে প্রণাম করি।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে,—'দেবতায়, মন্ত্রে ও গুরুতে যাহার অবিচলা ভক্তি আছে, তাদৃশ গুরুভক্তই দুর্জ্ঞেয় পরম-তত্ত্ব বিদিত হইতে পারে; অন্যথা নহে। সুতরাং, গুরু-ব্যতীত পরম-তত্ত্ব-লাভের উপায়ন্তর নাই।' কিন্তু গুরুর উপর অবিচলা ভক্তি হওয়া অসম্ভব; কেন না, গুরু যদি বিষয়াসক্ত হন; তবে তাঁহার প্রতি অবিচলা ভক্তি হইতে পারে কি?

বালস্য বা বিষয়ভোগরতস্য বাপি
মূর্খস্য সেবকজনস্য গৃহস্থিতস্য।
এতদ্‌গুরোঃ কিমপি নৈব ন চিন্তনীয়ং,
রত্নং কথং ত্যজতি কোঽপ্যশুচৌ প্রবিষ্টম্॥
নৈবাত্র কাব্যগুণ এব তু চিন্তনীয়ো—
গ্রাহ্যঃ পরং গুণবতা খলু সার এব।
সিন্দুরচিত্ররহিতা ভুবি রূপশূন্যা,
পারং ন কি নয়তি নৌরিহগন্তুকামঃ॥

অবধূতগীতা। ২

ভগবানের অংশাবতার ভগবান্ দত্তাত্রেয়, অভক্ত অভাজন অবিদ্যান্ধ মানুষের হৃদয়ের প্রাণের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া, সুপ্তেন্দ্রিয়কে জাগ্রত করিয়া. গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় মেঘমন্দ্রস্বরে কহিয়াছেন ;—"ইনি অজ্ঞ বালক—ইনি বিষোদ্গারী বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল বিষয়ভোগরত,—ইনি বিদ্যাবিহীন মূর্খ,—ইনি সেবকজন বা ইনি আধি-ব্যাধি—শোক-তাপ-সঙ্কুল গৃহাশ্রমে অবস্থিত গৃহস্থ,—ইত্যাদি গুরুর সম্বন্ধে, এই প্রকার চিন্তা করিতে নাই ; কেন না, অবস্কর-পরিপূর্ণ অপবিত্র অশুচি স্থানে পতিত রত্নকে কোন্ সুবুদ্ধিমান্ জন ত্যাগ করিয়া থাকে ? ভব-কর্ণধার-অবতার গুরুর সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য-গুণ বিচার করিতে নাই। কেন না, "সারং গৃহ্লন্তি পণ্ডিতাঃ" গুণবান্ বিদ্বান্ জনগণ সারই গ্রহণ করিয়া থাকেন ; সুতরাং, তাঁহার অন্তঃকরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার সদ্‌গুণ সদ্বৃত্তিগুলিই গ্রহণ করাই তোমার কর্ত্তব্য। তাঁহার দোষের প্রতি লক্ষ্য কর কেন ? এই কাম-ক্রোধাদি দোষদুষ্ট পাঞ্চভৌতিক শরীরধারী মানবে কাহার না দোষ দৃষ্ট হইবে ?—"জগত্যাং ন কিমপ্যস্তি ন নির্দ্দোষং ন নির্গুণম্।" অতএব, গুরু যেমনই হউন না কেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে সম্পূজ্য ; তাঁহাকে ভক্তি কর, তাঁহার প্রতি অবিচলা ভক্তি হইলে, তোমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। তাহার একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত-সিন্দুর-চিত্ররহিত কু-রূপ নৌকা কি গমনেচ্ছুব্যক্তিকে পারে লইয়া যায় না ? এখানে একটি পৌরাণিক গল্প বলি—শুন। একদা কোন রাজা এক তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাত্মন্! শাস্ত্রোক্তিতে জানা যায় যে, —"গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ। পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥" অপিচ,—"উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ। মাতুলঃ শ্বশুরস্ত্রাতা মতামহপিতামহৌ। বন্ধুর্জ্যেষ্ঠপিতৃব্যশ্চ পুংস্বেতে গুরবঃ স্মৃতাঃ॥" ইত্যাদি আরও কত কি ? সুতরাং গুরু অনেক। এইরূপ

নানা শাস্ত্র নানা প্রকার গুরুর কথা কহিয়া থাকেন। অতএব, জিজ্ঞাসা করি,—ইঁহাদের মধ্যে কোন্ গুরুকে মানিব?'

রাজার এবম্বিধ প্রশ্ন শ্রবণে মহাত্মা হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—'রাজন! ইহার উত্তর আজ দিব না, একদিন নদীর পরপারে বেড়াইতে যাইয়া, আপনার এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব।' এই বলিয়া, মহাত্মা আপনার স্থানে চলিয়া গেলেন; কিছুদিন পরে একদিন মহাত্মা রাজ-সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন,—'রাজন! আজ নদীর পরপারে চলুন।' তখন রাজা নদীপারে যাইবার জন্য সুসজ্জিত হইয়া, নদী-তীরে উপস্থিত হইলেন। নদী-তীরে দাঁড়াইয়া, নৌকার মাঝীকে ডাকিলেম; মাঝী নৌকা লইয়া আসিলে, মহাত্মা তাহা পছন্দ করিলেন না। রাজা আর একজন নৌকার মাঝীকে ডাকিলেন, তাহাও মনোনীত করিলেন না। এইরূপে সাত আট খানি নৌকা প্রত্যাখ্যান করিলে পর, রাজার ক্রোধোদ্রেক হইল। রাজা সক্রোধে কহিলেন,—'মহাত্মন্! আপনি যে কোন নৌকায় বসিবেন, অনায়াসেই নদীপার হইতে পারিবেন। তজ্জন্য নৌকা ভালই হউক বা মন্দই হউক, সে বিচারের আবশ্যক কি?'

রাজার এই কথা শুনিবামাত্রই মহাত্মা হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—'রাজন্! আপনি যে কোন গুরুকে ভক্তি করিবেন, তিনিই আপনাকে এই দুস্তর সংসার-সমুদ্র পার করিয়া দিবেন; আপনি যেমন বলিলেন,—'যে কোন নৌকাতে বসিলেই, নদী পার হইতে পারা যায়,'—তেমনই যে কোন গুরুর উপর বিশ্বাসপূর্ব্বক ভক্তি-সহকারে তাঁহার আরাধনা করিবেন, তিনিই আপনাকে এই সংসার-সমুদ্র পার করিয়া দিবেন; সংশয় নাই।' অতএব, গুরু যেমনই হউন, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করিয়া, ভক্তি-সহকারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিলে, নিশ্চয়ই আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিবে; সংশয় নাই। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বানুজ লক্ষ্মণকে

কহিতেছেন,—

"গুরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ,
সঞ্জাতবিদ্যানুভবো নিরীক্ষ্যতম্।
স্বাত্মানমাত্মস্থমুপাধিবর্জ্জিতম্
ত্যজেদশেষং জড়মাত্মগোচরম্॥"

অধ্যাত্মরামায়ণ। উত্তর—রামগীতা। ৫

'অগ্রে গুরু-সকাশে গুরুর কোমল-কণ্ঠোচ্চারিত গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষা উপদেশ-বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক জ্ঞানলাভ হইলে আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় স্বাত্মাকে অর্থাৎ স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম দলে চির উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ চির সুখ-শান্তিময় পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর চিন্ময় ব্রহ্মকে উপাধিবর্জ্জিত ও হৃদিস্থ বলিয়া নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ—'আমি স্ব প্রকাশক-স্বরূপ, জন্মাদিরহিত, অদ্বিতীয় প্রকাশমান, অতীব নির্ম্মল, বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানময়, নিরাময় সম্পূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ অক্রিয় সদামুক্ত, অচিন্ত্য শক্তিমান্, অতীন্দ্রিয়, অপরিণামী, অনন্তপার;'—ইত্যাদি বেদবাদী জ্ঞানীগণ আমাকে অহর্নিশ হৃদয়-কমলের রক্তিম-স্তবকে, এইরূপ ভাবনা করেন। কিন্তু, গুরুই মূলাধার; গুরূপদেশ ব্যতীত এ ভাবের উদয় হয় না।' বাস্তবিক, গুরুভক্তি ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়ান্তর নাই; কেন না, গুরুভক্তির মহিমা অনন্ত। ঈশ্বর-ভক্তির যেমন অনন্ত মহিমা, গুরুভক্তিরও তেমনই অপার মহিমা; গুরুভক্তির অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। গুরুর প্রতি ভক্তি দৃঢ়া না হইলে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মে না। অতএব, গুরুভক্তিই ঈশ্বর-ভক্তির মূল কারণ। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে,—

জ্ঞানস্যৈব তু যন্মূলং ভক্তিরব্যভিচারিণী।
ভক্তের্মূলন্তু যৎ কর্ম্ম দেবাদিপূজনং শুভম্॥

তন্মূলং সদ্‌গুরুঃ প্রোক্তস্তন্মূলং সঙ্গতিঃ সতাম্।
সুসঙ্গতা গুরুর্লভ্যেৎ গুরোর্মন্ত্রাদিপূজনম্॥
পূজনাজ্জায়তে ভক্তি র্ভক্ত্যা জ্ঞানং প্রজায়তে।
জ্ঞানাদ্বিজ্ঞানসম্পত্তিঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ॥

শিবপুরাণ। জ্ঞান। ২৬

জ্ঞানের মূল আদি-কারণ, ভাবময় ভগবানে অব্যভিচারিণী অবিচলা ভক্তি; সেই অবিচলা ঐকান্তিক ভক্তির আদি-কারণ—দেব-পূজনাদি কর্ম্ম ও দেবার্চ্চনাদি সৎকর্ম্মের আদি-কারণ—সদ্‌গুরুই নিদান বলিয়া জানিতে হইবে। এই সদ্‌গুরু লাভ, সল্লোকের সহিত সংসর্গ অর্থাৎ সৎসঙ্গ হইতেই সদ্‌গুরু লাভ করা যায়,—সদ্‌গুরূপদেশে মন্ত্র-পূজনাদি শিক্ষালাভ হয়; বিবিধ মন্ত্র ও পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিলে, ভগবদ্ভক্তির আবির্ভাব হয়, ভক্তি হইতে জ্ঞানোদয় হয় এবং জ্ঞানোন্মেষ হইলে, মুক্তিপ্রদা বিজ্ঞান-সম্পত্তি জন্মে; বিজ্ঞান হইতেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে; ইহাতে কোনও সংশয় নাই। অতএব, গুরুই সর্ব্বসাধনার একমাত্র মূলাধার, গুরু ব্যতীত সাধন-পথে চলিবার অধিকার জন্মে না।

যথা জাতান্ধস্য রূপজ্ঞানং ন বিদ্যতে তথা গুরূপদেশেন বিনা কল্প-কোটিভিস্তত্ত্বজ্ঞানং ন বিদ্যতে।

ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণোপনিষৎ। ৫

যেরূপ জন্মান্ধ ব্যক্তির কখনই রূপজ্ঞান হয় না, তদ্রূপ গুরূপদেশ ব্যতিরেকে কোটিকল্পেও, তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। গুরুর প্রতি অবিচলা ভক্তি জন্মিলে গুরুকটাক্ষলেশবশতঃ অচিরকালেই তত্ত্বজ্ঞান হয়। ভগবান্

বাদ্‌রায়ণ কহিয়াছেন,—

"প্রদানবদেব তদুক্তম্।"

ব্রহ্মসূত্র। ৩। ৩। ৪২

'সাধন ও গুরুকৃপা,—এই দুইটিই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-লাভে প্রয়োজন হইয়া থাকে; গুরু কৃপা করিয়া, ভগবত্তত্ত্বে প্রবেশাধিকার প্রদান না করিলে, ভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয় না।' সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে রাজা নিমিকে, প্রবুদ্ধ কহিতেছেন,—

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১১। ৩

'সুমঙ্গলজিজ্ঞাসু ব্যক্তির শব্দব্রহ্মের পারগামী ও পরব্রহ্মে নিমগ্ন, উপশমাবলম্বী গুরুর শরণ লওয়া আবশ্যক। আত্মপ্রদ ভগবান্ শ্রীহরি যে সকল ধর্ম্ম ও কর্ম্ম দ্বারা তুষ্ট হন অকপট-চিত্তে সেবার দ্বারা, সেই ভাগবত-ধর্ম্ম সমুদয় তাঁহার নিকট শিক্ষা করিবে।' অপিচ, ভগবান্ বাদ-রায়ণ কহিয়াছেন,—

"লিঙ্গভূয়স্ত্বাদ্ধি বলীয়স্তদপি।"

ব্রহ্মসূত্র। ৩। ৩। ৪৩

'শাস্ত্রে বহু প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, গুরুকৃপাই ভগবল্লাভ-রূপ প্রয়োজন সাধনের উপযোগী। যেরূপ, শৈশবের 'শিক্ষাগুরু' হাতে খড়ি দিয়া সুকৌশলে অক্ষর অঙ্কনের সহায়তা করিয়া থাকেন, লিপি-

কুশলতা বালক অভ্যাস-বশে, তাহা শিক্ষা করিয়া, ব্যুৎপত্তি লাভ করে; তদ্রূপ সাধন-জগতেও গুরু সাধকদিগকে এক একটি সদনুষ্ঠান-সূত্র ধরাইয়া, ভগবদ্বিষয়ে ব্যুৎপন্ন করাইয়া থাকেন। সাধক, তাহাদের নিজত্ব-প্রভাবে, তাহার সম্প্রসার-সঙ্কোচ করিয়া লইয়া, স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিতে করিতে, দুর্গম সাধন-সোপানে চলিতে থাকে। সুতরাং, গুরুকৃপা ব্যতীত সাধন-মার্গে চলিবার কাহারও ক্ষমতা বা অধিকার নাই।' অতএব,—

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত। ১১। ৩

আচার্য্যের অর্থাৎ শ্রীগুরুর অনুগ্রহ লাভ করিয়া, তৎ-প্রদর্শিত উপাসনা-প্রণালী অনুসারে নিজের মত মূর্ত্তি—রাম, কৃষ্ণ ও নৃসিংহ প্রভৃতি ভগবান্ শ্রীহরির অবতার মূর্ত্তি সকলের মধ্যে, যাহাতে যাহার অভিরুচি হয়, সেই বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, বিরাট্-পুরুষ,—সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ, মহাপুরুষকে উপাসনা করিবে। অতএব, জানা গেল যে,—

বিনাচার্য্যং ন হি জ্ঞানং ন মুক্তির্নাপি সদ্গতিঃ।
অতঃ প্রযত্নতো বিদ্বান্ সেবয়া তোষয়েদ্ গুরুম্॥

শান্তিগীতা। ৩

গুরূপাসনা ব্যতিরেকে জ্ঞানলাভ, মুক্তি বা সদ্গতি লাভ কখনই হইতে পারে না; সেই নিমিত্ত, বিদ্বান ব্যক্তি শুশ্রূষা দ্বারা শ্রীগুরুকে সন্তুষ্ট করিবেন। শ্রীগুরু সন্তুষ্ট হইলে, জগতে কোনই অসাধ্য হয় না; কেননা, গুরু-ভক্তির মহিমা অপার! মনে পড়ে না কি, পরম গুরুভক্ত মহাত্মা

একলব্যের কাহিনী! তাঁহার গুরুভক্তি শিক্ষার কি মানচিত্র! তিনি কাষ্ঠময় গুরুমূর্ত্তির উপাসনা করিয়া, জগতে কি এক মহান্ মানচিত্র স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন! গুরুদ্রোহী গুরুভক্তি-পরাঙ্মুখ মানুষ যদি একবার তাঁহার আদর্শ-শিক্ষার অনুসরণ করিতে পারে, তাহা হইলে আর, কোনই ভাবনায় চিত্তকে উদ্বেলিত করিতে হয় না; এমন কি ভবের ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া, এই অকূল ভীম-ভবার্ণবে হাবুডুবু খাইতে হয় না, অনায়াসেই এই ভীম-ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। অতএব, শ্রীগুরুই এই ভীম-ভবার্ণব হইতে উদ্ধার করিবার একমাত্র কর্ণধার। একলব্য গুরুভক্তি-বলেই জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

পুরাকালে একলব্য নামক এক গুরুভক্ত নিষাদ ছিলেন। একলব্য নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। তিনি অলৌকিক গুরুভক্তি প্রদর্শন দ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এই মর-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; —"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" কথিত আছে যে, একলব্য অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষার্থ দ্রোণাচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইলে, নিষাদ-পুত্র বলিয়া, দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন।

অতঃপর একলব্য সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল জন-সমাগমশূণ্য ভীষণ অরণ্যে গমনপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের কাষ্ঠময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, অনন্যমনে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং যোগবলে ও তপোবলে অল্পদিন মধ্যে, ধনুর্ব্বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। একদা দ্রোণাচার্য্য, অর্জ্জুনাদি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ একলব্যের বনে উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদিগের একটি কুক্কুর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, জটা-বল্কলধারী একলব্যকে দেখিয়া, ভীষণ শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই চীৎকারে একলব্যের তপোবিঘ্ন হওয়ায়, তিনি এককালে সাতটি শব্দভেদী শর কুক্কুরের মুখ-বিবরে নিক্ষেপ করিলেন। কুক্কুরের শব্দশক্তি তিরোহিত হইল, কুক্কুর সেই অবস্থায়

অর্জ্জুনাদির নিকট ফিরিয়া আসিলে, সকলে আশ্চর্য্য হইয়া, শরক্ষেপ-কারীর ভূয়সী প্রসংসা করিতে লাগিলেন এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে, একলব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, একলব্য আপনাকে নিষাদ-পুত্র ও দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন। তখন অর্জ্জুন সমুদয় বৃত্তান্ত দ্রোণকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, অতি দুঃখিতান্তঃ-করণে বলিলেন,—'আপনি বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে, আমা অপেক্ষা আপনার ভাল শিষ্য নাই, তবে নিষাদ-পুত্র কিরূপে এমন উত্তম শিক্ষা লাভ করিল, এবম্প্রকার শরক্ষেপ বিদ্যা আপনি ত আমাকে শিক্ষা দেন নাই। এক্ষণে বুঝা গেল যে, জগতে আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বীর আছে।'

অর্জ্জুন এই প্রকার খেদ প্রকাশ করিলে, দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে লইয়া, একলব্য সমীপে গমন করিয়া, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্রোণা-চার্য্য জিজ্ঞাসিলেন,—'সত্য বল, তুমি কাহার শিষ্য?' তদুত্তরে একলব্য পূর্ব্ববৎ কহিলেন—'আমি দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য।' তিনি আপনাকে দ্রোণা-চার্য্যের শিষ্য বলিয়া, পরিচয় প্রদান করিলে, তখন দ্রোণাচার্য্য ছল করিয়া, তাহার নিকট গুরুদক্ষিণা চাহিলেন। দ্রোণাচার্য্য কহিলেন,—'যদি তুমি আমার শিষ্য, তবে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।' তখন একলব্য পরমাহ্লাদের সহিত গুরুদক্ষিণা দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন; দ্রোণাচার্য্য কহিলেন,—'গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ আমি তোমার দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রার্থনা করিতেছি, অবিলম্বে প্রদান কর।' এইরূপে দ্রোণাচার্য্য ছল করিয়া, তাঁহার নিকট গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ, তাঁহার দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রার্থনা করিলে, একলব্য অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়া, আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। অতএব গুরু-সেবাতে নিরত হইয়া, ঈশ্বরবুদ্ধিতে নিয়ত গুরুকে তুষ্ট করিবে। এই প্রকার গুরুসেবা করিলে, একমাত্র শ্রীগুরুর কৃপাতেই তত্ত্বলাভ করিয়া, তত্ত্বাতীত হওয়া যায়। সেই কথা শাস্ত্র কহিয়াছেন,—

গুরৌ প্রসন্নে পরতত্ত্বলাভ—
স্তত্তঃকৃতার্থো ভববন্ধমুক্তঃ।
বিমুক্তসঙ্গঃ পরমাত্মরূপো—
ন সংসরেৎ সোঽপি পুনর্ভবাব্ধৌ॥
শান্তিগীতা। ৬

শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলে, পরম তত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা আত্ম-জ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি, দুর্ভেদ্য দুশ্ছেদ্য ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়, কৃতকৃতার্থ হয়। শ্রীগুরু প্রসন্ন হইলে, তাঁহার মুখ হইতে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের পদার্থ বাক্যার্থ অবগত হইয়া, পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি সাধন দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ-রূপ পরম তত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, কৃত-কৃতার্থ হয়। বিমুক্ত-সঙ্গ পুরুষ পরমাত্ম-স্বরূপ, তাঁহার এই কাম-ক্রোধাদি রিপু-নক্র-সঙ্কুল মোহাবর্ত্ত-চঞ্চল অকূল দুস্পার সংসার-সাগর আর, সংসরণ হয় না অর্থাৎ—"স তরতি জন্মমৃত্যুম্" জন্মমৃত্যু-রূপ সংসার হইতে তিনি চিরতরে নিবৃত্তি লাভ করেন। অতএব, শ্রীগুরুর সেবায় সতত নিরত থাকিবে; কেন না,—

জ্ঞানী কশ্চিদ্বিরক্তঃ প্রবিরতবিষয়স্ত্যক্তভোগা নিরাশঃ।
কশ্চিদ্ভোগী প্রসিদ্ধো বিচরতি বিষয়ে ভোগরাগপ্রসক্তঃ॥
প্রারব্ধস্তত্রহেতুর্জনয়তি বিবিধা বাসনাঃ কর্ম্মযোগাৎ।
প্রারব্ধে যস্য ভোগঃ স যততি বিভবে ভোগহীনো বিরক্তঃ॥
শান্তিগীতা। ৭

কোন আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বিরক্ত;—কোন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যুবতি-যান-তাম্বুলাদি ভোগ্য বিষয়ে নিরত;—কোন আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বিরাগরসিক তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ

মোহ ও অভিমান, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি প্রভৃতির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, মান-অপমান, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি বিষম দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া, এমন কি—আপন কায়ার মায়া, যাহা হইতে মায়া জন্মে, সেই মমতাময়ী জায়ার ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, মায়া-মমতার সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া, সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, সংসার-কল্লোল কোলাহল-গণ্ডগোলের অন্তরালে জন-সমাগমশূন্য ব্যাঘ্র-ভল্লুক-সমাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যে গমন করিয়া, সাংসারিক গৃহমেধী সুখ অর্থাৎ পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগে বিগতস্পৃহ হইয়া, ভোগ ত্যাগ করিয়া, আশাশূন্য হইয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন। আবার কেহ বা যুবতী-যান-তাম্বুল স্রগ-চন্দনাদি ভোগ্যবস্তু ভোগে আসক্ত হইয়া, রাজ-রাজেশ্বরের মর্ম্মর নির্ম্মিত অযুত দাস-দাসী-পরবেষ্টিত সুধা-ধবলিত আকাশ-ভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী উন্নতি-অট্টালিকায় বসবাস করিয়া, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব জ্ঞাতী-কুটুম্ব, অযুত দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগে অনুরক্ত ও আসক্ত হইয়া, বিষয়ে বিচরণ করিতে-ছেন। আত্মজ্ঞান-পরায়ণ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের এই প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ভাব-বিষয়ে প্রারব্ধই হেতু; কেন না, এই প্রারব্ধ কর্ম্মই বিবিধ বাসনা উৎপাদন করে। যাহার ভোগের প্রারব্ধ, তাহার—"ভোগাদেব ক্ষীয়তে"; সে বিভবে যত্ন করে ও বিষয়ভোগে অনুরক্ত হয়। আর, যাহার ভোগ-হীন প্রারব্ধ, সে বিরক্ত অর্থাৎ বিষয়ভোগ-ত্যাগী হয়। প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা মানবগণের ব্যাকুলতা-বিধায়িনী চির-সঙ্গিনী বাসনা ইচ্ছা ও পাপীয়সী প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি-বিষয়ে দুর্ভেদ্য দুস্ত্যাজ্য প্রারব্ধেরই প্রভুত্ব। শরীরের ভোগ ও জ্ঞান—এই উভয়ই এক প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে হইয়া থাকে; লোকে ভোগদাতা প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ দান করিয়া শরীরের সহিত বিনষ্ট হয়। জ্ঞানোৎপাদক প্রারব্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, শরীরের ভোগ ও জ্ঞান,—

এই উভয়ই এক প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল। সুতরাং, জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, শরীর যতদিন বর্ত্তমান থাকে, ভোগদাতা প্রারব্ধ ততদিন শরীরকে ভোগ প্রদান করে। যেরূপ শরাসন হইতে নির্ম্মুক্ত শর লক্ষ্যকে ভেদ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ ভোগ ও জ্ঞান,—এই উভয় উদ্দেশে আরব্ধ কর্ম্ম উভয়কে সম্পাদন না করিয়া নিবৃত্ত হয় না। যেরূপ ঘট-নির্ম্মাণ-উদ্দেশে বিঘূর্ণিত চক্র, ঘটের নির্ম্মাণ করিয়াও, কিয়ৎকাল বেগবান্ থাকে, তদ্রূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, শরীরের ভোগ শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপাদক প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ-দাতৃত্ব-বেগ নিবারিত হয় না। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের প্রারব্ধ তত্ত্বজ্ঞানের পর, কেবল মিথ্যারূপ থাকে; কারণ, শরীরাদি মিথ্যারূপে নিরস্ত হইলে, তাহার প্রারব্ধও মিথ্যারূপে নিরস্ত হয়। সেই প্রারব্ধ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের কিছুমাত্র অতিশয় করিতে পারে না; জগতের সত্যত্ব-বোধে যে প্রকার অজ্ঞাততত্ত্ব পুরুষ সুখ-দুঃখাদি ভোগ জন্য বিমোহিত হয়, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ জগৎকে অসত্য বলিয়া জানেন। সুতরাং শরীর ও প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ সমুদয় মিথ্যা জানিয়া, তদ্রূপ বিমোহিত হন না। প্রারব্ধের শরীর উৎপন্ন করিবার শক্তি, তত্ত্বজ্ঞানের পর দেহীদিগের ভোগ প্রদানের নিমিত্ত, আভাসরূপ দেহ নির্ম্মাণ করিয়া ভোগ প্রদান করে। অতএব, প্রারব্ধ-কল্পিত আভাস, দেহেই ভোগ হইতে থাকে। তত্ত্বজ্ঞ মুক্ত পুরুষ জ্ঞানোৎপত্তি কালেই স্বীয় অসঙ্গ ও নিত্যমুক্ত-স্বরূপে অবস্থিত থাকেন; সুতরাং তিনি ভোগ-বর্জ্জিত অর্থাৎ প্রারব্ধবশে বিষয় ভোগ করিলেও, তদ্দ্বারা তাঁহার সংস্কার উৎপন্ন হয় না।

বিচরতি গৃহকার্য্যে ত্যক্তদেহাভিমানো—
বিহরতি জনসঙ্গে লোকযাত্রানুরূপম্।
পবনসমবিহারী রাগসঙ্গপ্রমুক্তো—
বিলসতি নিজরূপে তত্ত্ববিদ্ব্যক্তলিঙ্গঃ॥

শান্তিগীতা। ৫

তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ দেহাভিমানরহিত হইয়া, গৃহকার্য্যে বিচরণ করেন ;—লোকযাত্রানুরূপ লোক-সঙ্গে বিহার করেন। আসক্তি ও সঙ্গরহিত পবনের ন্যায় তাঁহাদের বিহার। তত্ত্ববিৎ পুরুষ বাহ্যবিষয়ে লোক-দৃষ্টিতে পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান জীবাধার-রূপ ব্যোমাদি—ক্ষিত্যন্ত পাঞ্চ-ভৌতিক ত্বগস্থি মাংস-মেদ-মলপিণ্ড শরীরধারী হইয়াও, নির্ব্বিকার সচ্চিদা-নন্দ-স্বরূপ স্বীয় আত্মাতে অবস্থিতি করেন। তিনি পরমার্থতঃ ভাবাভাব বিবর্জ্জিত ; পরন্তু, উপাধি-দৃষ্টিতে নানাভাবে বিচরণ করেন। যেমন পবন দ্বারা কঞ্চুক অর্থাৎ সর্পত্বক্ বিচলিত হয়, সেই প্রকার কর্ম্মবশে আত্মজ্ঞের শরীর পরিচালিত হয় অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম যথাযোগ্য ভোগকালে শরীরকে নিয়োগ করে। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ স্বরূপ-দৃষ্টিতে নানা বেশধারী হয়েন। কখন ভিক্ষু-বেশধারী, কখন লগ্ন, কখন বা ভোগে মগ্ন থাকেন। বহুরূপীর ন্যায়, সর্ব্বদা তিনি নানারূপ ধারণ করেন। কেহ ভিক্ষাচারে রত, কেহ রাজ-বিভব-যুক্ত, কেহ কামভোগে রত, কেহ বৈরাগ্য আশ্রয় করেন। কেহ দিব্য বসনাদিতে বিভূষিত, কেহ চীরবাসধারী, কেহ উলঙ্গ, কেহ বা বদ্ধ মেখল, কেহ চন্দনাদি দিব্য সুগন্ধি দ্রব্যাদিতে বিলিপ্তাঙ্গ, কেহ ভস্ম-বিলিপ্ত কলেবর। কেহ যুবতি-যান-তাম্বুলাদি ভোগবিহারী. কেহ উন্মত্তপ্রায়, কেহ পিশাচের তুল্য, কেহ বা বনবাসী হয়েন। কেহ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তুষ্ণী-ম্ভাবে স্থিত, কেহ অতিবক্তা, কেহ তার্কিক, কেহ অতি সৎপাত্র শুভাশীষযুক্ত, কেহ বা তাহার বিপরীত। কেহ গৃহস্থ, কেহ বানপ্রস্থ, কেহ মূঢ়বৎ, কেহ পণ্ডিত ;—এইরূপ, বিবিধভাবে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, এই নর-সঙ্কুল নরাবাস ধরাধামে বিচরণ করেন। স্বরূপতঃ অব্যক্ত হইয়াও, লোক-দৃষ্টিতে ব্যক্তরূপ দেহাদি উপাধিধারীর ন্যায়, ভ্রম-বর্জ্জিত হইয়া ভ্রমণ করেন। বিগতসংশয় পুরুষ নানাভাবে ও বিবিধবেশে বিচরণ করিয়া থাকেন ; বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া, তাঁহাদিগকে কখন জানিতে বা চিনিতে পারা যায় না। দেহাত্ম-

বুদ্ধিবশতঃ লোকে বাহ্যলক্ষণই দৃষ্টি করিয়া থাকে ; পরন্তু, বাহ্যলক্ষণের দ্বারা কখন অন্তর্ভাব জানা যায় না। যে জানিয়াছে, সেই জানিয়াছে ; তার্কিক লোকেরা কখনও জানিতে পারে না তাঁহারা সংশয়-সাগরালোড়িত ও অশান্তি বিক্ষোভিত-হৃদয়ে শাস্ত্ররূপ গহনারণ্যে নিয়ত ভ্রমণ করেন, কখনও তাঁহাদিগের নিষ্কৃতি নাই। মহামনা সুতমুনি, অবিদ্যাশূন্য ঋষিগণকে কহিতেছেন,—

"শ্রদ্ধৈব সর্ব্বধর্ম্মস্য চাতীব হিতকারিণী।
শ্রদ্ধয়ৈব নৃণাং সিদ্ধির্জায়তে লোকয়োর্দ্বয়োঃ ॥
শ্রদ্ধয়া ভজতঃ পুংসঃ শিলাদি ফলদায়িনী।
মূর্খোঽপি পূজিতো ভক্ত্যা গুরুর্ভবতি সিদ্ধিদঃ ॥"

স্কন্দপুরাণ। ব্রহ্ম-উত্তর। ১৭

'শ্রদ্ধাই সকল ধর্ম্মের অতীব হিতকারিণী ; কেন না, শ্রদ্ধা-হেতুই দুর্গত দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরগণের উভয়-লৌকিকী সিদ্ধি জন্মে। মানব যদি শ্রদ্ধা-সহকারে ভজনা করে, তাহা হইলে, অচেতন শিলাও তাহার প্রতি ফলদায়িনী হয়। গুরু মূর্খ হইলেও, যদি ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করা হয়, তাহা হইলেও তিনিই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। মন্ত্র যদি শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করা হয়, তাহা হইলে, ঐ মন্ত্রের অর্থ না জানিলেও, উহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করিলে দেবতা নীচব্যক্তিকেও ফলপ্রদান করেন। দেব-পূজা, গো-হিরণ্যাদি দান, বিবিধ যজ্ঞ, অনশনাদি তপঃ, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত,—এই সকল যদি অশ্রদ্ধার সহিত করা হয়, তাহা হইলে, এই সকল অনুষ্ঠান বন্ধ্যা তরুর পুষ্পের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে।

সর্ব্বত্র সংশয়াবিষ্টঃ শ্রদ্ধাহীনোঽতিচঞ্চলঃ।
পরমার্থাৎ পরিভ্রষ্টঃ সংসৃতে র্ন হি মুচ্যতে॥

মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যত্র সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

স্কন্দপুরাণ। ব্রহ্ম—উত্তর।১৭

যে ব্যক্তি সকল কর্ম্মেই সংশয়াপন্ন, শ্রদ্ধাহীন ও অতিচঞ্চল হয়, সেই ব্যক্তি পরমার্থ-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। অপিচ, তাহার কদাচ এই অসুখকর মৃত্যুর আকর সংসার-নিবৃত্তি হয় না। মন্ত্র, তীর্থ, দ্বিজ, দেবতা, দৈবজ্ঞ, ভেষজ ও গুরু,—এই সকলের যেটিতে যেরূপ ভাবনা করিবে, সেইটি সেইরূপই ফল প্রদান করিবে; কেন না, এই বিরাট্-বপু বিশ্ব ভাবময়। পাপ ও পুণ্য,—এই দুইটি ভাব হইতেই উৎপন্ন হয়; সুতরাং ভাবহীন ব্যক্তির পাপপুণ্য নাই।'

এখানে একটি গল্প বলি—শুন। চতুর্ভুজ নামে জনৈক রাজা ছিলেন। ইনি বৈষ্ণবের প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন এবং যে কোন বৈষ্ণব ইঁহার নিকট আসিতেন, তাঁহাকেই ভক্তির সহিত সেবা করিতেন। একদা ইঁহার জনৈক বিপক্ষ রাজা, এক ডোমকে ছদ্মবেশে বৈষ্ণব সাজাইয়া, ইঁহার নিকট প্রেরণ করেন;—ইনি তাহাকে ডোম বলিয়া জানিতে পারিয়াও, যথোচিত ভক্তি-সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পরিশেষে একখানি বহুমূল্য জরীর বস্ত্রে একটি কাণাকড়ি বাঁধিয়া, ঐ ডোমকে দিলেন এবং উহা তাহার প্রেরক রাজাকে উপহার দিতে বলিয়া দিলেন। বিপক্ষ রাজা এই উপহার পাইয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সভাসদ্ পণ্ডিতবর্গকে এরূপ রহস্যের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন জনৈক সভ্য উত্তর করিলেন,—'মহারাজ! এই ডোম 'কাণাকড়ি' এবং উহার বৈষ্ণববেশ—'জরীর কাপড়।' সুতরাং বৈষ্ণববেশে আবৃত হওয়ায়, ডোমও বৈষ্ণবের ন্যায়, পূজা পাইবার পাত্র। কেন না, নীতিকার কহিয়াছেন,—"উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ। পূজনীয়ো যথাযোগ্যঃ সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ॥"

আপনি আত্ম-অহঙ্কারে, আত্ম-গরিমায়,—আত্ম-অভিমানে অভিমানী দুর্নীতি-পরায়ণ তার্কিক, আপনার ভ্রম নিরসনার্থ, ভক্তিমান্ রাজা, আপনাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।' সভ্যের কথায়, অভিমানের-কালকূটে জর্জ্জরিত; সংশয়-সাগরালোড়িত আত্মাভিমানী রাজার জ্ঞানোদয় হইল এবং তিনি সর্ব্বসংশয় মুক্ত ভক্তিমান্ মহারাজ চতুর্ভুজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মিত্রতা স্থাপন করিলেন। অতএব গুরু যেমনই হউন, তাহাকে ভক্তিভাবে সেবা পূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেন না,—

দুষ্প্রাপ্য তত্ত্বং বহুসাধনেন,
লভ্যং পরং জন্মশতেন চৈব।
ভাগ্যং যদি স্যাচ্ছুভসঞ্চয়েন,
পুণ্যেন চাচার্য্যকৃপাবশেন॥

শান্তিগীতা। ৬

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ-তত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয়;— সুতরাং, এই তত্ত্ব অতি দুষ্প্রাপ্য। বহুবিধ সাধনের দ্বারা শত শত জন্মান্তরে যদি শুভকর্ম্ম ও সঞ্চিত পুণ্যবলে—ভাগ্যোদয় হয়, তাহা হইলে, গুরুর কৃপায় এই তত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে। অতএব, একমাত্র গুরুকে আশ্রয় করিয়া, গুরু-সেবাতে নিরত হইয়া, ঈশ্বরবুদ্ধিতে নিয়ত গুরুকে তুষ্ট করিবে;—এই প্রকার গুরু-সেবা গুরু-শুশ্রূষা করিলে, একমাত্র শ্রীগুরুর কৃপাতেই, তত্ত্বলাভ করিয়া তত্ত্বাতীত হওয়া যায়।

অন্নদাতুঃ শতগুণোঽভীষ্টদেবঃ পরঃ স্মৃতঃ।
গুরুস্তস্মাচ্ছতগুণো বিদ্যামন্ত্রপ্রদায়কঃ॥
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্নং জ্ঞানদীপেন চক্ষুষা।
যঃ সর্ব্বার্থং দর্শয়তি তৎপরঃ কোঽপি বান্ধবঃ॥

গুরুদত্তেন মন্ত্রেণ তপসেষ্টসুখং লভেৎ।
সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বসিদ্ধিং তৎপরঃ কোঽপি বান্ধবঃ॥
সর্ব্বং জয়তি সর্ব্বত্র বিদ্যয়া গুরুদত্তয়া।
তস্মাৎ পূজ্যো হি জগতি কো বা বন্ধুস্ততোঽধিকঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। গণ। ৪৪

এই নানাজীব-সঙ্কুল নরাবাস ধরাধামে, প্রথম গুরু জন্মদাতা; কেন না, যে জন্মদাতার প্রসাদে মনুষ্য জগৎ দর্শন করিয়া থাকে; সেই জনক সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য ও মাননীয়। তিনি জন্মদান হেতু জনক,—রক্ষাহেতু পিতা ও বংশবিস্তারহেতু অংশে প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ঐ পিতা অপেক্ষা জননী গর্ভধারণ ও প্রতিপালনহেতু শতগুণে বন্দনীয়া, পূজনীয়া ও মাননীয়া এবং প্রসূতি বসুন্ধরা-স্বরূপিণী। ঐ মাতা অপেক্ষা আবার, অন্নদাতা শতগুণে পূজনীয়, মাননীয় ও বন্দনীয় এবং অংশে বিষ্ণু-স্বরূপ; যে হেতু, অন্ন ব্যতীত এহ দেহ নশ্বর হইয়া থাকে। ঐ অন্নদাতা অপেক্ষাও আবার, অভীষ্টদেব শতগুণে শ্রেষ্ঠ এবং ঐ অভীষ্টদেব অপেক্ষাও আবার, বিদ্যা ও মন্ত্রদাতা গুরু শতগুণে শ্রেষ্ঠ। যে হেতু তিনি পরম-সমুজ্জ্বল জ্ঞানচক্ষু-স্বরূপ দীপালোকে স্তূপীকৃত সঞ্জীভূত অজ্ঞান-তিমিরাবৃত লোককে সকল পদার্থ পরিদর্শন করাইয়া থাকেন; অতএব, ইহলোকে তাঁহা অপেক্ষা পরম বন্ধু আর কে আছে? যে গুরু-প্রদত্ত মন্ত্র-প্রভাবে তপস্যা দ্বারা লোক অভীষ্ট সুখ, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধি লাভ করে, সেই গুরু অপেক্ষা বন্ধু আর কে হইতে পারে? লোক গুরুদত্ত বিদ্যাবলে সকলকে জয় করে; সেই গুরু অপেক্ষা অধিক পূজনীয় ও বন্ধু কে আছে? যে মূঢ় বিদ্যামদে অর্থাৎ পাণ্ডিত্যের হুহুঙ্কারে বা ধনমদে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের ভ্রূভঙ্গি-মদান্ধ হইয়া, গুরুকে ভজনা না করে; সে মহাপাপে লিপ্ত হয়; ইহাতে সংশয় নাই। গুরু দরিদ্র,

পণ্ডিত বা বালক হউন, তাঁহার প্রতি যে মনুষ্যবুদ্ধি আচরণ করে; সে শত শত তীর্থস্নায়ী হইয়াও, কর্ম্মে অধিকারী হয় না। যে ব্যক্তি সক্ষম হইয়াও, কপট করিয়া পিতা-মাতা, অন্নদাতা ও গুরুকে পোষণ না করে, সে মহাপাতকী বলিয়া কথিত। কেন না,—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুর্ভাস্কররূপকঃ॥
গুরুশ্চন্দ্র তথেন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ বরুণোঽনলঃ।
সর্ব্বরূপো হি ভগবান্ পরমাত্মা স্বয়ংগুরুঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। গণেশ। ৪৪

শ্রীগুরুদেবই সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, গুরুদেবই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, শ্রীগুরুদেবই মহেশ্বর, শ্রীগুরুদেবই পরব্রহ্ম, শ্রীগুরুদেবই জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য-স্বরূপ, শ্রীগুরুদেবই ইন্দ্র, শ্রীগুরুদেবই চন্দ্র, লোক-জীবন বায়ু, বরুণ ও অগ্নি-স্বরূপ ও তিনিই সর্ব্বেশ্বর—সর্ব্বরূপ-সর্ব্বস্বরূপ ভগবান্ পরমাত্মা। অতএব,—

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং,
দ্বন্দ্বাতীতংগগনসদৃশং তত্ত্বস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষীভূতং,
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

——(০)——

একাদশোচ্ছ্বাস

পরম-তত্ত্ব ও পরম-তত্ত্ব-লাভে অধিকারী।

কর্ত্তাপি সর্গাদিষু যো ন বধ্যতে,
ন হন্যতে দেহগতোঽপি দৈহিকৈঃ।
দ্রষ্টুর্ন দৃগ্ যস্য গুণৈ বিদূষ্যতে,
তস্মৈ নমোঽসক্তবিবিক্তসাক্ষিণে॥

যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা হইয়াও,—'আমি কর্ত্তা' বলিয়া অভিমান করেন না;—যিনি ক্ষুৎ-পিপাসার্দ্দিত পাঞ্চভৌতিক দেহস্থিত হইয়াও, দেহধর্ম্ম—ক্ষুৎ-পিপাসাদি দ্বারা কাতর হন না;—যিনি দ্রষ্টা হইলেও, যাঁহার নির্ম্মল দৃষ্টি, দৃশ্য বিষয় দ্বারা দূষিত হয় না;- যিনি নির্লিপ্ত;—সকল হইতে বিভিন্ন; অথচ, সর্ব্বদর্শী; সেই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করি।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি,—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে,— "দুষ্প্রাপ্য তত্ত্বং বহুসাধনেন, লভ্যং পরং জন্মশতেন চৈব। ভাগ্যং যদি স্যাৎ শুভসঞ্চয়েন, পুণ্যেন চাচার্য্যকৃপাবশেন॥" সুতরাং, পরতত্ত্বলাভ—দুর্ভাগার দুরদৃষ্টসাপেক্ষ। অতএব, পরতত্ত্ব কাহাকে বলে?

আকাশকালপবনাদিপদার্থজাত—
মস্যাঙ্গমঙ্গরহিতস্যতদপ্যনঙ্গম্।
সর্ব্বাত্মকং সকলভাববিকারশূন্য—
মপ্যেতদাহুরজরং পরমার্থতত্ত্বম্॥
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। নি-উঃ।৫২

যিনি অরূপ ও অদ্বয়, অশরীরী ও চিন্ময়;—যাঁহার শরীর নাই; অথচ,—"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্" যাঁহার দিব্য শরীর বৃহৎ,—ধারণার অতীত এবং মানুষের মানস-কণ্ডুয়ন—মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রবুদ্ধিজাত কল্পনার বহির্ভূত অর্থাৎ, যাঁহার বৃহৎ শরীর উচ্চতায় নভস্পৃশ কাঞ্চনজঙ্ঘা ও বিশালতায় অনন্ত-প্রসারিত দিগন্ত-বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগর; এতাদৃশ বিরাট্-বপু—বৃহচ্ছরীর হইয়াও, আবার, যিনি অঙ্গরহিত অর্থাৎ নিরাকার; —যাঁহার বিরাট্-বপু বৃহচ্ছরীর হইতে ব্যোমাদি—ক্ষিত্যন্ত পঞ্চমহাভূত ও ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকাল এবং এই বিরাট বিশাল বিস্তৃত অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড প্রভৃতি পদার্থ-সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে;—যাঁহাতে এই বিশ্ব-চরাচর স্থিত আছে এবং প্রলয়কালে আবার, যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে;—যিনি নির্ব্বিকার; অথচ, সকল প্রকার বিকারশূন্য হইয়াও, সর্ব্বাত্মক অর্থাৎ ষড়ূর্ম্মি ও ষড়ভাবার্দ্দিত চতুর্ব্বিধ জীবাধার-রূপ পাঞ্চভৌতিক শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়াও, যিনি অনঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গহীন; আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী মুনিগণ, সেই সর্ব্বভাব-বর্জ্জিত অঙ্গ-রহিত অজর, অমর, অমৃত-স্বরূপ ভগবান্‌কেই "পরমার্থ-তত্ত্ব' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদের প্রধান আচার্য্য, বেদান্তকেশরী শঙ্করাবতার জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন;—

"জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানশূন্যমনন্তং নির্ব্বিকল্পকম্।
কেবলাখণ্ডচিন্মাত্রং পরং তত্ত্বং বিদুর্বুধাঃ॥"

বিবেকচূড়ামণি।

'যিনি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান,—ত্রিতয়শূন্য;—যিনি অনন্ত, নির্ব্বিকল্পক, অদ্বয়, অখণ্ড ও চিন্ময় পদার্থ, তিনিই পরম-তত্ত্ব;—ইহা আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি মহাপণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞ যোগীরা জ্ঞাত আছেন।' মোটের উপর, বিদিত হওয়া যায় যে,—যিনি

সৎ-স্বরূপ, অদ্বয়-রূপ, অশরীরী, বিশুদ্ধ, চিদ্ঘন-স্বরূপ, সত্য-সনাতন, নিত্য-নিরঞ্জন, অনাদি-অনন্ত, অক্রিয়, সদানন্দময়, একমাত্র, মায়াকৃত ভেদ-শূন্য, অপরিচ্ছিন্ন, রূপহীন, অব্যক্ত, নামহীন, অব্যয়, জ্যোতিঃ-স্বরূপ, বাক্য ও মনের অবিষয়, অপ্রমেয় ও অনির্ণেয় এবং অনির্দ্দেশ্য ;—তিনিই 'পরম-তত্ত্ব' বা 'পরম ব্রহ্ম।' অতএব,—

ভজনীয়েনাদ্বিতীয়মিদং কৃৎস্নস্য তৎস্বরূপত্বাৎ।

শাণ্ডিল্যসূত্র। ৩।১।১

পরব্রহ্মই অদ্বিতীয় ভজনীয়, তাঁহাকে বিদিত হইলেই, সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ; কেন না, এই অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডই তৎ-স্বরূপ। সুতরাং,—"যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞাতং ভবতি নিশ্চিতম্। তস্য পরিশ্রমং কার্য্যং কিমন্যৎ শাস্ত্রভাবিতম্॥" যাঁহাকে জানিতে পারিলে, জানিবার আর অবশিষ্ট কিছুই থাকে না, তাঁহাকে জানিবার জন্য কঠোর-কৃচ্ছ্র উগ্র তপঃসাধনায় প্রাণপাত করা উচিত, শাস্ত্র-ভাষিত বহুবিধ উপাসনার প্রয়োজন কি ? ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রই পূর্ণব্রহ্ম, তাঁহার জ্ঞানে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। শাস্ত্রে ইহাই নিরূপিত আছে যে,—জ্ঞেয় বস্তুর অনুমান জ্ঞানের অধীন। জ্ঞান ব্যতীত কোন বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় না ; সেই জ্ঞান সত্তা পদার্থ,—উহা জাতি নহে। কারণ জাত্যাদি বস্তুতে সত্তাদি থাকে না ; সত্তাতে জাতি-সম্বন্ধ, কল্পনার গৌরব ঘটে। সুতরাং, জ্ঞানকে অন্য কোন বস্তু বলিয়া স্বীকার করা যায় না ; পরন্তু, সেই জ্ঞানই পরব্রহ্ম। শ্রুতি বলেন,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" অনন্ত ব্রহ্ম, সত্য-স্বরূপ ও জ্ঞান-স্বরূপ ;—এই পরব্রহ্ম স্বভাবতঃ এই অনন্ত বৈচিত্রশালিনী, নানাজীব-সঙ্কুলা, মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা, বন বনান্ত-পরিশোভিতা অসীম সুষমাকর শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী বিরাট্-বপু ভূতধাত্রী সুবিশাল পৃথিবীর আসমুদ্র—হিমালয়ের অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে,

অবনীমণ্ডলে,—জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম বিশ্ব-চরাচরে সর্ব্বত্র অনুগত আছেন। আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সেই সকল দৃশ্যমান্ পদার্থের মধ্যে, কোন পদার্থেই তাঁহার ভেদ নাই; কিন্তু, তিনি কোনরূপ দৃশ্যবস্তু নহেন। যেরূপ ঘট দৃশ্য বস্তু, তাহা জ্ঞান নহে; কিন্তু, তাহা জ্ঞানের বিষয় বটে; তাহা হইলেও, দৃশ্যমান্ ঘটাদি বস্তু কখনও সত্য নহে। অতএব, তাহা-দিগের অস্তিত্ব-বুদ্ধি হইতে পারে না; কেবল জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্ন প্রযুক্ত তাহাদিগের গ্রহণ করা হয়। জ্ঞানাদির বিষয় বলিয়াই, তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়; কিন্তু তাঁহাতে কোন প্রকার গুণের আরোপ করিয়া তাঁহাকে জানা যায় না। সুতরাং, গুণদ্বারা তাঁহার নিরূপণ অসাধ্য; যেহেতু, তিনি অসীম গুণের আকর এবং তাঁহাতে যে জ্ঞাতৃত্বাদি কল্পনা, তাহাও উপাধি-কৃত। উপাধি কি?—

তচ্ছক্তির্ম্মায়া জড়সামান্যাৎ।

শাণ্ডিল্যসূত্র। ৩।১।২

পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যশক্তি—মায়া; কিন্তু, সেই মায়া জড়। কেন না, মায়া-নির্ম্মিত কার্য্য-সমুদয় অনিত্য; কেবল পরব্রহ্মই সত্য। সেই কথা শ্রুতিও কহিয়াছেন,– "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা।" মায়া-রচিত কার্য্য অতীব বিচিত্র। মায়ার কার্য্যভূত সমুদয় মিথ্যা হইলেও, তাঁহার আশ্রয় ব্রহ্মপদার্থের মিথ্যাত্ব অসঙ্গত; তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই, ইঁহার উপলব্ধি হয়,—তখনই জগতের মিথ্যাত্ব ও পরব্রহ্মের সত্যত্ব সম্যক্ প্রতিপন্ন হইবে। মিথ্যা বস্তু-সমূহের ক্ষয় হইলে, সত্য পদার্থ বিদ্যমান থাকে; মিথ্যা পদার্থকে সত্য জ্ঞান করিলে, দৃশ্যমাত্রই সত্যরূপ স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু সর্ব্ব-দৃশ্যবস্তুর সর্ব্বত্র অসত্যতা দৃষ্ট হইতেছে। যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গ জ্ঞান হয়, তদ্রূপ মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। অন্যান্য বস্তুরও সদসত্তা দ্বারা বাধাবাধ ব্যবস্থিত আছে; ইত্যাদি সকলই

মায়ার কর্ম্ম। অতএব, ব্রহ্মই চিন্ময়, মায়া জড়। এই জড়া মায়া অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ;—ইঁহাতে নানা প্রকার ভাব উদয় হয় বলিয়া, ইঁহাকে ভাবময়ী বলা হয়। অজ্ঞান অবস্থায় মোহকে জন্মায় বলিয়া ইঁহাকে বিমোহিনী বলা যায়।

মহামায়া ঘোরা জনয়তি মহামোহমতুলং,
তত্তো লোকাঃ স্বার্থে বিবশপতিতাঃ শোকবিকলাঃ।
সহন্তে দুঃসহ্যং জনিমৃতিজরাক্লেশবহুলং,
স্তভঙ্গানা দুঃখং নহি গতি পরাং জন্মবহুভিঃ॥

শান্তিগীতা। ৪

সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ঘোরা মায়া যখন কেবল সত্তামাত্র রূপে স্ফূর্ত্তি পায়, তখন তাহাকে মহামায়া বলে ; কেন না, সেই মোহিনী-রূপা মায়া মহামোহকে উৎপাদন করে ;—"পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদমদিরামুন্মত্ত ভূতং জগৎ" জীব সকল সেই মোহে আছন্ন হইয়া, মোহময়ী প্রমাদ মদিরা পান করিয়া, আত্মবিস্মৃত হয় এবং দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ বিপর্য্যয়রূপ স্বার্থ-সাধনে তৎপর হইয়া,—'আমার দেহ, আমার গেহ, আমার পুত্র, আমার কলত্র,—ইত্যাদি মায়িক পদার্থ-সমূহের অধীন হইয়া, বিবশ হইয়া পড়ে ও অনুকূল বিষয়ে হর্ষ ও প্রতিকূল বিষয়ে শোক-বিকল হয় এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা প্রভৃতি বহুবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে ;—শতকোটি জন্মেও মুক্তিরূপ পরম গতি লাভ করিতে পারে না। অতএব, এই মায়া হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে,—"ন সুখং ন পরাং গতিম্" চরমসুখ-রূপ পরম তত্ত্ব বা পরাগতি কিছুই লভ্য হইবে না ; সুতরাং, সর্ব্বাগ্রে এই বিমোহিনী মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। এই মায়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য দেবলোকের মায়ামুক্ত দেবর্ষি নারদ, মায়াবদ্ধ মানুষের প্রাণের

তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া, মর্ম্মস্পর্শিনী ওজস্বিনী ভাষায়, সুমধুর বীণার তানে কহিয়াছেন ;—

"কস্তরতি কস্তরতি মায়াং?—যঃ সঙ্গাংস্ত্যজতি, যো মহানুভবং সেবতে, যো নির্ম্মমো ভবতি। অপিচ,—যো বিবিক্তস্থানং সেবতে, যো লোক-বন্ধমুন্মূলয়তি নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি, যোগক্ষেমং ত্যজতি। যঃ কর্ম্মফলং ত্যজতে, কর্ম্মাণি সন্ন্যসতি, ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি। বেদানপি সন্ন্যসতি, কেবল-মবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে। স তরতি স তরতি লোকাংস্তারয়তীতিঃ॥"

নারদসূত্র। ৬

'এই জগন্মোহিনী জনোন্মাদিনী বিমোহিনী মায়ার হাত হইতে কে পরিত্রাণ পায়? কে নিষ্কৃতি পায়? যে "সঙ্গাংস্ত্যজতি" এই মায়াময় সংসারের মায়িক পদার্থ—পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব, সুহৃৎ-মিত্র প্রভৃতির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সতত সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে দিন যাপন করিতে পারেন এবং আপন কায়ার মায়া, মমতাময়ী জায়ার মায়া, যাহা হইতে মায়া জন্মে, সেই পুত্র-কন্যার ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, সর্ব্বতোভাবে মমতাশূন্য হইয়া, নির্ম্মম অবস্থা লাভ করিয়া, আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য শুদ্ধ-চিদ্ঘন-নিরঞ্জন সমরসে মগ্ন সাধুসেবা করেন। অপিচ, কুহকিনী মায়ার হস্ত হইতে আর কে পরিত্রাণ পায়? —"যো বিবিক্তস্থানং সেবতে" যিনি এই আর্ত্তনাদের জন্মভূমি, মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র ;—"সংসার এব দুঃখানাং সীমান্ত ইতি কথ্যতে" অসুখকর কামনা-প্রলোভনময় সংসার-কল্লোল কোলাহল-গণ্ডগোলের অন্তরালে নিরন্তর বাস করেন। অপিচ, যিনি লৌকিক সমুদয় বন্ধন নির্ম্মূল করিতে পারেন ও ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির কার্য্য-সমূহ হইতে আপনাকে পৃথক্ করিতে পারেন এবং যিনি যোগক্ষেম পরিত্যাগ করিতে পারেন। আর কে বিমোহিনী মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান?—"যঃ কর্ম্মফলং ত্যজতে" যিনি কর্ম্মানুষ্ঠান

করিয়া,—কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে পারেন ও চিত্ত শুদ্ধি হইলে,কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং কর্ম্মত্যাগ করিয়া,—সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, রাগ-দ্বেষ,শীত-উষ্ণ, প্রভৃতি দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া, দ্বৈতাদ্বৈত-বিসম্বাদের মধ্য দিয়া, যিনি নির্ব্বিবাদ অবস্থায় অবস্থিতি করতঃ নির্দ্বন্দ্ব হইতে পারেন। অপিচ, আর কে জগন্মোহিনী মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় ? "যো বেদানপি সন্ন্যসতি" যিনি প্রথমতঃ শাস্ত্রবিধি-অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, শাস্ত্রানুশাসন মানিয়া, শাস্ত্রোক্ত-বিধানানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে, শুদ্ধান্তঃকরণে বেদ ও বেদোক্ত-বিধি-নিষেধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভাবে বিহ্বল ও অভিন্ন প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, নিরন্তর ভাবময় ভগবানের প্রতি সুদৃঢ় অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ লাভ করেন ; তিনি নিজে মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পান, —নিষ্কৃতি পান,—উদ্ধার পান এবং মায়াবদ্ধ জীবসকলকেও উদ্ধার করেন ; মায়ার করাল-কবল হইতে পরিত্রাণ করেন ; এমন কি, -তাঁহাদের দুর্ভেদ্য মায়ার গণ্ডী ভেদ করিয়া, দুশ্ছেদ্য মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন।' দেবর্ষি বলিলেন,—'মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায়,—সর্ব্বসঙ্গত্যাগ, সৎসঙ্গ বা সৎসেবা, নির্ম্মমতা, একান্ত স্থানে বাস, লৌকিক বন্ধন নির্ম্মূল, প্রকৃতির কার্য্যে বিরতি, যোগক্ষেম ত্যাগ, কর্ম্মফল ত্যাগ, কর্ম্ম ত্যাগ, নির্দ্বন্দ্বতা, শাস্ত্রত্যাগ করিতে পারিলে, ভগবানের প্রতি অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ জন্মে, তবেই মায়াধীন মনুষ্য, মায়ামুক্ত হইতে পারে ; নচেৎ, মায়ার হাত হইতে নিস্তার নাই। অতএব, ভগবানের প্রতি দৃঢ় অনুরাগই মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ; তদ্‌ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কিন্তু, এরূপ সঙ্গত্যাগ করিয়া, নির্জ্জনে বাস করা কথার কথা নহে ; কেন না শৈশবে যে সংসার মানুষের সেবা-শুশ্রূষার কেন্দ্রস্থল,—বাল্যকালে যাহা মানুষের বাল্য-ক্রীড়ার বিনোদ-ক্ষেত্র,—যৌবনে যাহা মানুষের আমোদ-প্রমোদের আনন্দ-কানন, সে সংসার মানুষ এত সহজে কেমনে ভুলিতে

পারিবে ? শৈশবে যাহারা খেলার সাথী, লালন-পালনের একমাত্র আধার, যৌবনের যাহারা আমোদ-প্রমোদের সহায়ক, তাহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদিগকে বিস্মরণ হইয়া, জন-সমাগমশূন্য বিজন বনে কি প্রকারে থাকিতে পারিবে ? প্রণয়িনী প্রিয়তমার সহিত নির্জ্জন-সংসর্গে, মনোহর আলাপাদিতে, বন্ধুবর্গের স্নেহ-বন্ধনে এবং কলভাষী শিশুদিগের সঙ্গে অনুরক্ত-চিত্ত ব্যক্তি, তাহা স্মরণ করিয়া, কিরূপে তাহা পরিত্যাগ করিবে ? পুত্র, শ্বশুরগৃহস্থ কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, দীনাতুর বৃদ্ধ পিতা-মাতা, প্রধান মনোহর পরিচ্ছদযুক্ত গৃহ, কুলক্রমাগত জীবিকা এবং পশু ও ভৃত্যবর্গ,—এ সকলকে স্মরণ করিয়া, কোন্ ব্যক্তিই বা তাহা ত্যাগ করিতে পারে ? —তবে কি করা কর্ত্তব্য ? কবিকুল-তিলক রাজমুকুটালঙ্কার আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য সংসারে অনাসক্ত-চিত্ত ভর্ত্তৃহরি কহিয়াছেন,—

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিনাং,
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে,
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥"

ভর্ত্তৃহরিশতক ।

হৃদয়ে বিরাগ না জন্মিলে, কেবলমাত্র বন্ধু-বান্ধবদিগের চপলতায়,—পুত্র-কলত্র পালনের অক্ষমতায় ভগ্ন-হৃদয় হইয়া, মমতাময়ীদের নির্ম্মমতায় প্রজলিত হইয়া, মর্ম্মঘাতী অভিমানে জর্জ্জরিত হইয়া, পুত্র-পরিজন—আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্যের ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে, বৈরাগ্যের পোষাকে তনু আবৃত করিয়া, জন-সমাগম-শূন্য বিজন বনে গমন করিলেও, যাহার মনে কণামাত্র বিষয়-বাসনা বিদ্যমান আছে, বনে গেলেও, তথায় তাহার নানা দোষ ঘটে। কেন

না,—“প্রচণ্ডবাসনাবাতৈরুদ্ধূতা নৌর্মনোময়ী। বৈরাগ্যকর্ণধারেণ বিনা রোদ্ধুং ন শক্যতে॥” প্রচণ্ড বাসনা-বায়ু প্রবল-বেগে প্রবহমান হইলে, অনন্ত বীচি-বিক্ষুব্ধ, অনন্ত বিষয় অতলস্পর্শ বিষয়-জলরাশি সংসার-সাগরের যোজনদূর-বিস্তৃত উত্তাল-তরঙ্গমালায়, মনোময়ী ক্ষুদ্র নৌকাকে একমাত্র বৈরাগ্য-রূপ কর্ণধারই রক্ষা করিতে সমর্থ হয়; সেই বৈরাগ্যরূপ কর্ণধার-বিহীন হইয়া, সংসার-সাগরে ভাসমান মনোময়ী নৌকাকে, বাসনা-রূপ প্রচণ্ড তুফান হইতে কি প্রকারে রক্ষা করিবে? এমন সাধ্য,—এমন শক্তি,—এমন ক্ষমতা কাহার আছে? বাসনা-রূপ প্রচণ্ড তুফানে পতিত হইলে, যেরূপ কর্ণধার-বিহীন জলযান জলমগ্ন হয়; তদ্রূপ অবিবেকী অবিরাগী মানুষও অধঃপতিত হইয়া, সংসার-সাগরের অতল-তলে ডুবিয়া যায়,—সংসার-সাগরের অতলস্পর্শ জলে নিমগ্ন হয়; আর, অকূল সংসার-সাগর হইতে কিছুতেই উদ্ধার হইতে পারে না। বাস্তবিক, যদি মানুষের এই হৃদয়-কানন বিকট কাম-ক্রোধাদি রিপুচয়ের আক্রমণে দূষিত থাকে,—বিষয়-ভোগ-লোলুপ চঞ্চল-চিত্ত যদি বিমল-বৈরাগ্যে দীক্ষিত না হয়, যদি প্রশান্ত দেবভাব দ্বারা মানুষের মনের পার্থিব-ভাব সকল সমূলে নির্ম্মূল না হয়; তবে তাহার বৈরাগ্যের পোষাকে তনু আবৃত করিয়া, বৈরাগী সাজা আড়ম্বর মাত্র। মানুষের হৃদয়, মনঃ ও প্রাণ কি এত সহজে এরূপ কঠিন হইয়াছে যে, অনায়াসেই পুত্র-পরিজন-আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির আসক্তি ও আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত প্রাণান্তিক কঠোর-পরিশ্রম-লব্ধ আয়াসসাধ্য ধন-সম্পত্তি, পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের মায়া-মমতা ভুলিয়া,—এমন কি আপন কায়ার মায়া, মমতাময়ী জায়ার মায়া, যাহা হইতে মায়া জন্মে, সেই পুত্র কন্যার ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, সংসারের অন্তরালে, জন-সমাগম-শূন্য বিজন বনে বসিয়া, নিরন্তর ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন থাকিতে পারিবে? কেন না,—“বিচারহীনস্য বনেঽপি বন্ধনং, ভবেদবশ্যং ভরতাদিবদ্ যতঃ।”

বাসনা বা বিষয় ত্যাগ করা সহজ কথা নহে; সুতরাং যাহার মনে বিষয়-বাসনা বিদ্যমান, বনে গেলেও তাহার নানা দোষ ঘটে। অর্থাৎ বিষয়ানুরাগী বিষয়াসক্ত মানব বিচারহীন হইয়া, জন-সমাগম-শূন্য সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যে একান্ত স্থানে গিয়া, বসবাস করিলেও, তাহার তথায় শত বন্ধনের কারণ উপস্থিত হয়। তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত —জড়ভরত। জড়ভরত বিচারহীন হইয়া, জন-সমাগম-শূন্য শ্বাপদ-সঙ্কুল বিজন বনে কঠোর কৃচ্ছ্র উগ্র তপঃসাধনায় মগ্ন ছিলেন, এক মৃগশিশুর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া মৃত্যুকালে মৃগশিশুর চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করায়, পরজন্মে কালঞ্জর পর্ব্বতে জাতিস্মর মৃগ-রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তৎপরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্মেও, তিনি জাতিস্মর ছিলেন বলিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম-বৃত্তান্ত, তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইত। সে কারণ ইনি সঙ্গ পরিহার বাসনায় সর্ব্বদা জড়বৎ অবস্থান করিতেন; তাহাতেই তিনি জড়ভরত নামে খ্যাত হন। আর, প্রাতঃস্মরণীয় মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন অযুত দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত মর্ম্মর-নির্ম্মিত রাজ-রাজেশ্বরের সুধা-ধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী, উন্নতি সৌধ-অট্টালিকা রাজ-প্রাসাদে, সংসার-কল্লোল কোলাহল-গণ্ডগোলের মধ্যে বাস করিয়া, ভোগসুখের তুঙ্গসীমায়, উপনীত হইয়া, নানা রত্ন-খচিত রাজ-সিংহাসনে দুগ্ধ ফেননিভ সুকোমল শয্যায় নিরন্তর উপবিষ্ট হইয়া, কোটি কোটি লোকের উপর প্রভুত্ব করিয়া, প্রলোভনময় সংসারের ভোগ্য-সামগ্রীতে না মজিয়া, অনাসক্ত ভাবে সকল প্রকার গৃহমেধী সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া, সংসারে থাকিয়া, বিচারবান্ হইয়া, প্রকাণ্ড রাজ্য-শাসন করিয়াও, জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব, দেবর্ষি নারদ, পুত্র-পরিজনাদি পরিত্যাগ করিয়া, বিজনবনে বাস করিতে উপদেশ দিতেছেন না; পুত্র-পরিজন-পরিবেষ্টিত গৃহে থাকিয়াই, তাহাদের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানে আসক্তি করিতে বলিয়াছেন,

বুঝিতে হইবে। কেন না,—"এতৈর্ম্মোহিতচিত্তস্য ন ভক্তিঃ স্যাজ্জনার্দ্দনে" পুত্র-কলত্রাদিতে চিত্ত আসক্ত থাকিলে, ভগবানের প্রতি ভক্তি জন্মে না; সুতরাং, পুত্র-পরিজনের প্রতি আসক্তি না করিয়া, ভগবানে আসক্ত হইয়া, পুত্র-পরিজন-পরিবেষ্টিত কোলাহলময় সংসারে থাকিয়া, তাহাদের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারিলেই, সঙ্গত্যাগ করা হইবে। নতুবা, যদি সকলেই এইরূপে, আবালবিরাগী বিরাগরসিক আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা শুকদেবের ন্যায়, সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবলমাত্র সন্ন্যাসধর্ম্মের চর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকিয়া, বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া, বনবাসী হয়, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ সসাগরা পৃথিবীর সুখৈশ্বর্য্য উপভোগের পরিবর্ত্তে, মানুষ কেবল হৃদয়ের মধ্যে এক অসহনীয় অভিমানকেই প্রাপ্ত হইবে। মহারাজা ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন,—"দুর্ল্লভো বিষয়ত্যাগঃ" বিষয়-বাসনা ত্যাগ অতি দুর্ল্লভ; সুতরাং, যাহার মনে বিষয়-বাসনা বিদ্যমান, বনে গেলেও তাহার নানাদোষ ঘটে। আর, যে ব্যক্তি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দমন করিতে সমর্থ, তাহার গৃহে থাকিয়াও সম্যক্ তপস্যার ফললাভ হয়। অর্থাৎ মানুষের এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় নিধান—মুক্তির সোপান পাঞ্চভৌতিক শরীরে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা,—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিদ্যমান রহিয়াছে;—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, এই বিষয়-পঞ্চকে চিত্ত আসক্ত হইয়া, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রতিনিয়ত ধাবিত হইতেছে; সুতরাং,—"বিষয়াক্রষ্টমাণা হি তিষ্ঠন্তি সুপথে কথম্" বিষয়-পঞ্চকে চিত্ত নিরন্তর আসক্ত থাকিলে, কদাপি সচ্চিন্তায়, সৎকথায় আবিষ্ট বা আকৃষ্ট হয় না এবং সৎপথেও কদাপি তিষ্ঠিতে পারে না। চিত্ত বিষয়-পঞ্চকে আসক্ত থাকিলে, ভক্তিপথে চলিবে কিরূপে? কাজেই সুপথ পরিত্যাগ করিয়া, চিত্ত সতত কু-পথে,—কু-চিন্তায়, কুকথায় এবং তাহার চিত্ত-সেব্য বিষয়-সেবায় নিরত

হইয়া, প্রতিনিয়তই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়, ক্ষণকালের নিমিত্তও, আপন প্রকোষ্ঠে থাকিতে পারে না, ষোল আনা চিত্তবৃত্তিই বিষয়-পঞ্চকে ছড়াইয়া পড়ে; সুতরাং, বিষয়-পঞ্চক হইতে ষোল আনা চিত্তবৃত্তি প্রত্যাবৃত্ত করিয়া, অর্থাৎ বিষয়-পঞ্চকে ছড়ান সেই চিত্তবৃত্তি-সমূহকে কুড়াইয়া লইয়া, যে ব্যক্তি ষোল আনা চিত্তবৃত্তি ভাবময় ভগবানে ন্যস্ত করিয়া, ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া, অহর্নিশ ভগবানের চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করিতে পারেন; তাঁহার গৃহে বসিয়াও, কঠোর-কৃচ্ছ উগ্র তপঃ সাধন করা হইবে এবং অন্তিমে তিনি কঠোর তপস্যার ফললাভে সমর্থ হইবেন। এইরূপে, পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্ব্বক, গৃহাশ্রমে থাকিয়া, নিন্দিত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, বিরাগী হইতে পারিলে, তাহার পক্ষে গৃহ ও তপোবন,—উভয়ই সমান। অর্থাৎ যাহারা বিষয়ানুরাগী, তাহারা বনে গিয়া বাস করিলেও, তাহাদের নানাবিধ দোষ ঘটিয়া থাকে; আর, যাঁহারা বিষয়-বিরাগী বিরাগ রসিক, তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, গৃহে বসিয়াই, সম্যক্ তপস্যাচরণ করিতে পারেন। অতএব, যাঁহারা গৃহে থাকিয়া. বিষয়বান্ হইয়া, বিচারবলে ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত, রিপুচয় সংযত ও ইন্দ্রিয়চয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়-চয়কে বশীভূত করিতে পারিয়াছেন;—যাঁহারা পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন;—যাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে বিষয়ানুরাগ দূরীভূত হইয়াছে;—যাঁহারা অভিমান, মোহ ও পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন; সেই সমস্ত আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য মানবগণই পুরুষোত্তম; তাদৃশ গৃহস্থদিগের পক্ষে গৃহই তপোবন এবং তাদৃশ পুরুষোত্তম জনগণ গৃহে বসিয়া, অনায়াসে মোক্ষলাভ করিতে পারেন;—"গৃহেঽপি মোক্ষঃ পুরুষোত্তমানাং।" অতএব, গৃহ পরিত্যাগ করা, যুক্তিসঙ্গত নহে; বিচারবান্ হইয়া, গৃহে

থাকিয়া, সংসারে না মজিলে, সংসারে আসক্ত না হইলেই, জনসঙ্গ পরিত্যাগ করা হইবে এবং রাজর্ষি জনকের ন্যায় জীবন্মুক্ত হইতে পারা যাইবে। বাসনাই সংসার অর্থাৎ কামনাই সংসারের কারণ; সেই বাসনা ত্যাগ হইলেই, সংসার ত্যাগ হইবে। বাসনা ত্যাগ করিয়া, প্রারব্ধবশতঃ পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন-পরিবেষ্টিত সংসার-কোলাহল গণ্ডগোলের মধ্যে থাকুক অথবা জনসমাগমশূন্য ভীষণ অরণ্যে বসবাস করুক, বাসনাহীন বিচারবানের পক্ষে উভয়ই সমান। সুতরাং ব্যাকুলতা-বিধায়িনী চির-সঙ্গিনী বাসনা লইয়া, বিচারহীন হইয়া, বনে বাস করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; কেন না,—"বিচারহীনস্য বনেঽপি বন্ধনং, ভবেদবশ্যং ভরতাদিবদ্‌ব্রতঃ।" ভরতাদির ন্যায় প্রতিপদে দুঃখভোগ করিতে হইবে; কিন্তু বিচারবান্ হইয়া, বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, অনাসক্তভাবে গৃহে থাকিলে,—"গৃহেঽপি মুক্তো জনকাদিবদ্ভাবস্ততো বিচারৈকপরায়ণো ভবেৎ।" এইরূপে বিচারবান্ হইয়া, সদা সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে থাকিতে পারিলে, মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারা যায়; কিন্তু, প্রকৃত সৎসঙ্গ করা চাই, তা বলিয়া সাধুজ্ঞানে বিষয়াসক্ত জনের সঙ্গ করিলে, অধিকতর বিষয়েই আসক্ত হইয়া পড়িবে, ভগবানে চিত্ত কিছুতেই অনুরক্ত হইবে না। কেন না,—

যদি সন্তং সেবতি যদ্যসন্তং,
তপস্বিনং যদিবা স্তেনমেব।
বাসো যথা রঙ্গবশং প্রয়াতি,
তথা স তেষাং বশমভ্যুপৈতি॥

মহাভারত। শান্তি। ২৯৯

যে যেরূপ লোকের সহিত বাস করে, যে যেরূপ লোকের সেবা করিয়া থাকে এবং যে যেরূপ হইবার আশা করে, সে নিশ্চয়ই তদনুরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। সাধুকে অসাধুকে অথবা তপস্বীকে কিংবা চৌরকে যদি সেবা

করা যায়, তাহা হইলে, শুভ্রবস্ত্র যেরূপ বর্ণে রঞ্জিত করা যায়, সেই বস্ত্র যেমন, সেই বর্ণপ্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ উক্ত সেবাকারী সেব্যের বশীভূত হইয়া, তৎ-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব, সাবধান! আজকাল সাধুর ভাণে ধর্ম্মে অত্যধিক ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছে; আজকাল ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, অনর্গল ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দিয়া, সাধুর বেশ ধারণ করিলেই, অনায়াসে সাধু হইয়া যায় এবং স্বচ্ছন্দে উদরপূর্ত্তি করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে জন-সমাজে প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লাভ হয়; এই কারণেই, অনেক অসাধু সাধুবেশে জন-সমাজে বিচরণ করিয়া, জনগণকে মোহিত এবং ধর্ম্মে অনর্থ ঘটাইতেছে। কেন না, বিবেকবুদ্ধিশূন্য যুবক, বৈরাগ্যের পোষাকে তনু আবৃত করিলে, ধর্ম্মে অনর্থ বৈ ইষ্টসাধন হইবার আশা কোথায়? প্রকৃত বৈরাগ্যসম্পন্ন সাধুর সংখ্যাই বা কত এবং বিষয়ানুরক্ত লোকের সংখ্যাই বা কত,—তাহা গণনা করিলেই, আমার কথার সত্যতা বুঝা যাইবে। যাঁহারা আপনাদিগকে বৈরাগ্যবান্ বিরাগরসিক সাধুপুরুষ বলিয়া, পরিচয় দিয়া থাকেন; তাঁহাদের মধ্যেও বৈরাগী অপেক্ষা অনুরাগীর সংখ্যাই অধিক। আজকাল অনেক অনুরাগীই বৈরাগীর বেশে জন সমাজে বিচরণ করে, তাহাদিগকে দেখিলে বড় ক্ষোভে বলিতে হয়;—"হা বৈরাগ্য কুতো গতাঃ কলিযুগে ধর্ম্মস্য নষ্টং গতাঃ।" সুতরাং সাধুবেশধারীকে সাধু ভাবিয়া, তাহার সঙ্গ করিলে, তোমার কিরূপ উপকার হইবে, তাহা তুমি নিজেই বুঝিতে পারিতেছ;—এরূপ দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ অহরহঃ কতই না দেখিতেছ। তোমার চিত্তশুদ্ধ্যুৎপাদন দূরে থাকুক, স্বাভাবিক যে ক্ষমতাটুকু আছে, তাহাও যাইবে, একেবারে অকর্ম্মণ্য হইবে, লাভে মূলে সব হারাইবে; কেন না,—"ভ্রমাদপি তু দুষ্টানাং সঙ্গং যঃ কুরুতে জনঃ। অসমর্থঃ পুনস্ত্যক্তুং তত্রৈব বিনিহন্যতে॥" ভ্রমেও যদি কেহ কখন দুর্জ্জন অর্থাৎ অসৎ সঙ্গে পতিত হয়, তাহার সঙ্গত্যাগ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে;

এমন কি, দুর্জ্জন সঙ্গে পতিত হইলে, তাহাতেই সেই ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কেন না,—"কাম-ক্রোধ-মোহ-স্মৃতিভ্রংশ বুদ্ধিনাশ-সর্ব্বনাশ কারণত্বাৎ" অসৎ সঙ্গ করিলে কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ ও অবশেষে মানুষের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত,—"দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ" অসৎসঙ্গ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। অতএব,—"সদ্ভিরাসীত সততঃ সদ্ভিঃ কুর্ব্বীত সঙ্গতিম্। সদ্ভির্ব্বিবাদং মৈত্রীঞ্চ নাসদ্ভিঃ কিঞ্চিদাচরেৎ।" সর্ব্বদা সজ্জনের সহিত বাস করিবে এবং মৈত্রী অথবা বিবাদ করিতে হইলে, সজ্জনের সহিত করা উচিত; কদাচ অসজ্জনের সহিত কিছুই করিবে না। পরন্তু,—"মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ" মহৎসঙ্গ অতি দুর্লভ ও অগম্য; কিন্তু, অমোঘ। যদি সৌভাগ্যোদয়ে একবার সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পার;—"অজ্ঞানহেতুকৃত-মোহমোহান্ধকারো—নশ্যেত্তদা হৃদয়মেতি মহান্ বিবেকঃ।" তবে হৃদয়ের অজ্ঞান নিবন্ধন কৃত মোহান্ধকাররাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং হৃদয়ে স্তূপীকৃত সঞ্জীভূত মহামোহের সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া; নির্ম্মল মহাবিবেক উদয় হয়; সুতরাং, সাধুসঙ্গের ফল—অমোঘ। এই সৎসঙ্গ-প্রভাবেই পুত্র-পরিজন-আত্মীয়-স্বজনাদির প্রতি নির্ম্মমতা হইতে পারা যায়; সংসারের প্রতি নির্ম্মম না হইলে, মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। কেননা,—"দ্বেপদে বন্ধমোক্ষায় নির্ম্মমেতি মমেতি চ। মমেতি বদ্ধতে জন্তু নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে॥" মম ও নির্ম্মম,—এই দুইটি পদ বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে 'মম' বন্ধনের এবং 'নির্ম্মম' মুক্তির হেতু। সুতরাং, 'আমার' এই ভাবই বন্ধনের কারণ; ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই, নির্ম্মম হইয়া, মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। অতএব, বিচার-সহকারে মমত্বকে হৃদয়াগার হইতে অপসৃত করিতে হইবে; নচেৎ, মমতাজাল হইতে নিষ্কৃতির উপায়ান্তর নাই। একবার সুবিচারপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে,—

মাতাপিতাগুরুজনঃ স্বজনো মমেতি,
মায়োপমে জগতি কস্য ভবেৎ প্রতিজ্ঞা।
একো মতো ব্রজতি কর্ম্মপুরঃসরোঽয়ং,
বিশ্রামবৃক্ষসদৃশঃ খলু জীবলোকঃ ॥
শিবগীতা। ৮

ইন্দ্রজাল-সদৃশ এই জীব জগতে—আমার মাতা, আমার পিতা, আমার গুরুজন, আমার আত্মীয়-স্বজন, আমার বন্ধুগণ ;—এইরূপ, 'আমার—আমার' প্রতিজ্ঞা কাহারও চিরস্থায়িনী হয় না ; কারণ, মৃত্যুর পরে—"ধনানি ভূমৌ পশবশ্চ গোষ্ঠে, ভার্য্যা গৃহদ্বারি জনঃ শ্মশানে। দেহশ্চিতায়াং পরলোকমার্গে, কর্ম্মানুগো গচ্ছতি জীব একঃ ॥" জীব, আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত প্রাণান্তকর পরিশ্রম-লব্ধ ধন-সম্পত্তি ভূমিতে, পশু সকলকে গোষ্ঠে, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়তমা পত্নী প্রভৃতিকে কর্ণ-কুহর-বিদার-ধ্বনি-মুখরিত শ্মশানচারী মাংসাশী নির্দ্দয় শৃগাল-কুক্কুর-সমাকুল ভীষণাতি-ভীষণদৃশ্য শ্মশান-ভূমিতে এবং শ্মশান ক্ষেত্রে উদ্দীপ্ত চিতানলে দেহকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক, স্বীয় স্বীয় কৃতকর্ম্মকে সহায় করিয়াই, জীবকূল একাকী পরলোক-পথে গমন করে, তখন মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব, পুত্র-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি কেহই সঙ্গে যায় না এবং কেহই সঙ্গী হয় না ; সুতরাং, মানব-জীবন কেবলমাত্র কতিপয় দিনের নিমিত্ত বিশ্রামবৃক্ষ-সদৃশ। মানুষ, কয়দিনের জন্য মাত্র সংসার-প্রবাসে আসিয়াছে, মরিলেই সব ফুরাইবে ; সংসারের সকলেই এক পথের—সংসার-পথের পথিক। এই সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ-বর্ত্মে সকলেই গমনাগমন করিয়া, অন্তিমে কোন্ অজ্ঞাত অন্ধকারময় প্রদেশে সকলকেই গমন করিতে হইবে। এ সংসার-পথে সকলেই পথিক, কেহ চিরদিন থাকে না, সকলেরই এই দশা উপস্থিত হয় ; সুতরাং, পথিকের মায়ায় মোহিত হইয়া, পথের পথিকের সহিত সৌহার্দ্দ্য

করা, বর্ব্বরতায় পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেন না, ইহাদের সহিত কয়দিনের জন্য পরিচয়? যেমন প্রতিদিন সায়ংকালে বিহগগণ সম্মিলিত হইয়া, এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া, রাত্রিযাপন করিয়া থাকে; অনন্তর প্রাতঃকালে সেই বৃক্ষকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে চলিয়া যায়; এই প্রকার মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব, সুহৃন্মিত্র, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মানুরোধে কিছুকাল একত্র থাকিয়া, যথাযথ স্থানে গমন করে। এই জীব-জগতে সমুদয় জীবই জন্ম-মৃত্যু-জরা ও বিকারের বশীভূত;—লোকে জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি দুরতিক্রমণীয় যাতনায় বারংবার নিপীড়িত হইয়া, মোক্ষেরই প্রভাব কীর্ত্তন করিয়া, মোক্ষেরই কামনা করে; কিন্তু, মোক্ষ যে কি পদার্থ তাহা আমরা জানি না।

স্নেহেন যুক্তস্য ন চাস্তি মুক্তি—
রিতি স্বয়ম্ভুভগবানুবাচ।
বুধাশ্চ নির্ব্বাণপরা ভবন্তি,
তস্মান্ন কুর্য্যাৎ প্রিয়মপ্রিয়ঞ্চ॥

মহাভারত। শান্তি। ১৬৭

মহামহিম মহিমান্বিত সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ব্রহ্মা কহিয়াছেন,—'যাহারা সংসারে মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, সুহৃন্মিত্র, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির স্নেহে আবদ্ধ, তাহারা কদাপি মোক্ষ-লাভে সমর্থ হয় না। আর, যাঁহারা পাপ বা পুণ্যানুষ্ঠান করেন না;—যিনি ত্রিবর্গের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না;—লোষ্ট্রে ও কাঞ্চনে যাঁহার সমান জ্ঞান;—যিনি কোন দোষে লিপ্ত নহেন;—যাঁহারা সাংসারিক সুখ ও দুঃখকে অতিক্রম করেন, তাঁহারাই মুক্তিভাজন হন। অতএব, এ সংসারে কাহাকেও প্রিয় বা অপ্রিয় বিবেচনা করিতে নাই।' শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,—

"শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ,
মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তং সর্ব্বত্রত্বং,
বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥"

মোহমুদ্গর।

'মোহমুগ্ধ মানব! যদি অচিরে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ মোক্ষপ্রাপ্তির অভিলাষ কর, তবে সংসারে শত্রু বা মিত্র, পুত্র বা কলত্র, বন্ধু বা বান্ধব প্রভৃতি সকলের প্রতি আশু আসক্তি পরিত্যাগ কর;—ইহাদের কাহারও প্রতি বিগ্রহ বা সন্ধি করিতে যত্ন করিও না। ইহাদের প্রতি উদাসীন হইয়া, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি সমভাব স্থাপন করিয়া, ভাব—সর্ব্বজীবদেহে এক আত্মা ও এক প্রাণ বিদ্যমান; সুতরাং, সকলেই এক। ইহাতে অচিরাৎ তোমার জীবত্ব ঘুচিয়া যাইবে, তুমি বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইবে।' অতএব, মোহমুগ্ধ মানব! নিশ্চয় জানিও,—

দারাধনাগারশরীর বান্ধবা—
এতে ভবন্তি প্রতিজন্মদুঃখদাঃ।
তাবন্ন যাবদ্ধরিপাদপল্লবং,
ভজেত ধীরোঽখিলকামবর্জ্জিতঃ॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর। ২০৭

এই মায়াময় নরাবাস ধরাধামে কত শত শতবার জন্মগ্রহণ করিয়া, কত শত শতবার মাতা-পিতা, পুত্র-কলত্র, সুহৃৎ-মিত্র, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি, দেহ-গেহ প্রভৃতি লাভ করিয়াছ;—না জানি কত জন্মই যে এইরূপে ব্যতীত করিয়াছ, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত শত শতবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, কত শত শতবার কত শত পুত্র-কলত্র, ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি লাভ করিয়াছ; কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, কোন জন্মে কি

সুখী হইতে বা সুখ লাভ করিতে পারিয়াছ? কত শত শত জন্মে—"দারাধনাগার শরীর বান্ধবাঃ" প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছ; কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি;—তাহাতে হৃদয়ে শান্তি কতটুকু পাইয়াছ?—অলীক আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, প্রাণান্তিক পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করিয়া,—"লপ্সেঽহং কুত্র দর্ভং স্মরণমনুদিনং চিন্তয়া ব্যাকুলাত্মা" হইয়া, তাহাদের ভরণ-পোষণ করিয়াছ; কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি—তাহাতে তোমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়াছে কি? বিষোদ্গারী বিষয়-ভোগে নিরন্তর নিরত হইয়া, ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রত্যেক কক্ষই তন্ন তন্ন করিয়া, সুখের অনুসন্ধান করিয়াছ; কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি—সেখানে সুখের সন্ধান পাইয়াছ কি? সুতরাং, এই অসুখকর মৃত্যুর আকর দুঃখ-যন্ত্রণাময় সংসারে কোথাও সুখ নাই, কিছুতেই সুখ নাই, কেবল দুঃখ!—কেবলই যন্ত্রণা! স্ত্রী-পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি, ইহারা আপাতঃ মনোরম পরিণাম দুঃখপ্রদ; প্রতি জন্মেই ইহারা তোমায় দুঃখ প্রদান করিয়া আসিতেছে, তাহা সুচারুরূপে জানিতে পারিয়াছ; কিন্তু, তথাপি আবার তাহাদের মায়া-মোহে মোহিত হইয়া, সেই সকলে আসক্তি করিয়া, দুঃখকে সমাদরে আহ্বান করিতেছ কেন? অতএব, একবার শান্তচিত্তে বিচার করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে,—জানিতে পারিবে,—অখিল কামনা ও সংসারের পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এবং ধন-সম্পত্তি প্রভৃতির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, যে পর্য্যন্ত বুদ্ধিমান্ মানব, ভক্তিভাবে সেই ভব-ভয়-ভঞ্জন, পরম-কারুণিক পরমেশ্বর ভগবান্ রামরূপী শ্রীবিষ্ণুর পদারবিন্দযুগলের সেবা না করে, তাবৎকালই তাহার সংসারের পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পত্তি এবং দেহ-গেহ প্রভৃতি প্রতিজন্মেই দুঃখদ হইয়া থাকে। অতএব, সংসারের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী, নিদানের বন্ধু, ভগবান্ রামরূপী শ্রীহরির পদারবিন্দের

অর্চ্চনায় নিরত হও ;—সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ-বর্ত্মে চিরতরে গমনাগমন শেষ হইবে এবং ব্যাকুলতা-বিধায়িনী কামনা-বাসনাও ঘুচিয়া যাইবে, চিরানন্দময়ে আত্মলীন করিয়া, চিরকাল পূর্ণানন্দে মগ্ন থাকিবে ; কদাপি এই আর্ত্তনাদের জন্মভূমি—মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীনস্থ হইয়া, অশেষ ক্লেশ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না ;—"ন যত্র রোগো ন ভয়ং ন শঙ্কা, ন যত্র জাড্যং ন চ তাপ সঞ্চয়ঃ। ন যত্র শোকো ন বিধির্নিষেধো,—ন যত্র মোহো ন চ বৈ প্রমাদঃ ॥" সেই আধি-ব্যাধি—শোক-তাপহীন,—জন্ম-জরা-মৃত্যুবিহীন,—চরম-সুখ, চির-শান্তি, পরম-আনন্দের লীলা-নিকেতনে,—যেখানে—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" বিরাজমান ;—"যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ ;" সেইখানে উপনীত হইতে পারিবে। কেন না,—

নির্ম্মানমোহাজিতসঙ্গদোষা—
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ—
গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥

যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ। নিঃ পূঃ। ৫৩

এই আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে মুহ্যমান নরাবাস ধরাধামে যাঁহারা অভিমান, মোহ ও পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত অভিমান ও মোহশূন্য, সঙ্গদোষরহিত, নিত্যানিত্য বিচার-পরায়ণ, নিবৃত্তকাম, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বমুক্ত, আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য মহাত্মারা, সেই অব্যয় পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু, কর্ম্মের শেষ না হইলে, চির-আনন্দধামে উপনীত হওয়া যায় না ; সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অগ্রে কর্ম্ম নাশ করিতে হইবে। কর্ম্মের মূল অহঙ্কার ; অহঙ্কার হইতেই

প্রলোভন। মানুষ যতদিন প্রলোভনের বশীভূত থাকে, ততদিন তাহার কর্ম্মের শেষ হয় না। পরন্তু সংসারের প্রতি তাহার আসক্তি বা প্রলোভন যখন ভগবানের পাদপদ্মে ন্যস্ত হয়, তখনই তাহার পূর্ণানন্দ; সেই অবস্থা হইতেই সাধক চির-আনন্দময়ে আশ্রয় লাভ করেন। তখনই তাঁহার অহঙ্কারের মূলোচ্ছেদ হয়,—তখনই তাঁহার কর্ম্মের অবসান হইয়া যায়; সেই অবস্থাই—মুক্তি বা মোক্ষ। অর্থাৎ,—

দুর্দ্দশনস্থ গগনে শিখিপিচ্ছিকেব,
সূক্ষ্মা পরিস্ফুরতি যস্য তু বাসনান্তঃ।
মুক্তঃ স এব ভবতীহ হি বাসনৈব,
বন্ধো ন যস্য নমু তৎক্ষয় এব মোক্ষঃ॥

যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ। নিঃ—পূঃ। ৫৫

কর্ম্ম পঞ্চবিধ;—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, স্বাভাবিক ও নিষিদ্ধ। তন্মধ্যে, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম যাহা বেদে বিধান করিয়াছেন, তাহা কেবল বিহিত কর্ম্ম এবং বেদে যে সকল কর্ম্ম নিষেধ করিয়াছেন, তাহাকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলে। কিন্তু, স্বাভাবিক কর্ম্ম সম্বন্ধে বেদ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন। পরন্তু, পান, ভোজন, মল-মূত্রাদি বিসর্জ্জন—ইত্যাদি দৈহিক কার্য্য-সমূহই জীবের স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। সন্ধ্যা-বন্দনাদি, যাহা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া, বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং যাহা না করিলে, প্রত্যবায় হয়; তাহাকে নিত্যকর্ম্ম বলে। কোন কোন কর্ম্মবিদ্ পণ্ডিত বলেন,—‘নিত্যকর্ম্মের ফল নাই।’ বাস্তবিক কাম্যকর্ম্মের ন্যায়, নিত্য কর্ম্মের কোন ফল না থাকিলেও, কর্ম্মফলের অন্যথা হয় না; কেন না, কর্ম্মমাত্রেরই ফল আছে। যেরূপ নির্গুণ উপাসনা ও তত্ত্ববিচার এবং তদন্তরঙ্গ সাধন-রূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—ইত্যাদির ফল—তত্ত্বজ্ঞান; তদ্রূপ নিত্যকর্ম্মের ফল—দেবলোক-প্রাপ্তি ও চিত্তশুদ্ধি।

ভোগাসক্তি-প্রযুক্ত কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত—ঐহিক বা পারত্রিক সুখ-সম্ভোগ-রূপ যে ফল, অথবা নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত—ঐহিক বা পারত্রিক দুঃখভোগ-রূপ যে ফল, তাহাই প্রকৃত কর্ম্মফল-রূপে কথিত হইয়াছে। সুতরাং, যে সকল পণ্ডিত নিত্যকর্ম্মের ফল নাই বলেন, তাঁহাদিগের বাক্য যুক্তিসিদ্ধ নহে; কেন না, নিষ্ফল কর্ম্ম কিরূপে কর্ত্তব্য হইতে পারে? ফলের আশা না থাকিলে, তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না এবং প্রবৃত্তি না হইলে, তাহার আচরণও সম্ভব হয় না। নিত্যকর্ম্মের দ্বারা দেব-লোক-প্রাপ্তি ও চিত্তশুদ্ধি হয়,—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাহা অকরণে প্রত্যবায়-হেতু পাপফল—দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা করায়, তদ্বিপরীত শুভফল অবশ্যই হইয়া থাকে; কেন না, ফলাভাব হইলে, প্রত্যবায়-জন্য পাপ-ফলের উৎপত্তি কথনই সম্ভব হইতে পারে না। যেরূপ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি সম্ভব হয় না, সেইরূপ যাহাতে ফলের অভাব, তাহা হইতে পাপফলের উৎ-পত্তিও হইতে পারে না। অতএব, নিত্যকর্ম্মের ফলাভাব;—ইহা সম্মত হইতে পারে না। আর, নিমিত্ত-জন্য যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহাকে নৈমিত্তিক বলা হয়। পুত্র-জন্মাদি উপলক্ষ্যে—জাতেষ্টি, অন্নপ্রাশ-নাদি ও বিবাহাদি উপলক্ষ্যে—আভ্যুদয়িক, মৃত পিতৃ-পিতৃ, বন্ধুগণের শ্রাদ্ধ এবং চন্দ্র-সূর্য্যাদি-গ্রহণোপলক্ষ্যে দান, শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কর্ম্ম নৈমিত্তিক বলিয়া কথিত হয়;—এই নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফল, কেবলমাত্র চিত্তশুদ্ধি। কাম্য-কর্ম্মের কথা প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ স্বর্গাদি সুখ-সম্ভোগের কামনায় এবং ঐহিক ধনাগম, সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি, কুশল ও জয়লাভ—ইত্যাদি কামনায় যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা কাম্যকর্ম্ম বলিয়া কথিত। দেহাত্মবুদ্ধির দৃঢ়তাবশতঃ ঐ সকল বিষয়ে যে দৃঢ়তা এবং সত্যবুদ্ধি, তাহাই সংসার-বন্ধনের কারণ; সুতরাং, তাহা অকরণীয়। অতএব, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু, অগ্রে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও

বিকর্ম্ম,—এই ত্রিবিধ কর্ম্মের ভাব উপলব্ধি করিতে হইবে; কেন না,—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম,—এ সমস্ত বেদবাক্য, পুরুষ-বাক্য নহে। বেদও ঈশ্বর-সম্ভূত বলিয়া, জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি পণ্ডিতগণও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। যেমন বালকদিগকে নানাবিধ প্রবৃত্তি দিয়া, ঔষধ প্রদান করা হয়, তেমনি পরোক্ষবাদ এই বেদ, কর্ম্ম হইতে মুক্তির নিমিত্ত কর্ম্মসকল উপদেশ করেন ;—"ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু ;" কিন্তু, যে অজিতেন্দ্রিয় অজ্ঞ অন্ধ মূঢ় ব্যক্তি স্বয়ং বেদোক্ত কার্য্য না করে, সে বিহিতকর্ম্মের অকরণ-রূপ অধর্ম্মবশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু-রূপ সুদৃঢ় পাশে বদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বিহিত কর্ম্মের অকরণ-রূপ অধর্ম্মবশতঃ বিকর্ম্মবশে পাপের প্রলোভনে মজিয়া, মানুষ জন্ম-মৃত্যুর উত্থান-পতন-বিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া, যুগ-যুগান্তর ঘুরিয়া ঘুরিয়া, পুনঃ পুনঃ এই অসুখকর মৃত্যুর আকর সংসারে পতিত হইয়া থাকে ; কিছুতেই তাহার এই আর্ত্তনাদের জন্মভূমি মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে গমনাগমন শেষ হয় না এবং তাহার জন্ম-জন্মান্তরেও ব্যাকুলতা-বিধায়িনী কামনা-বাসনাও ঘুচে না,—কামনা-বাসনা তাহার চির-সঙ্গিনী হয়। সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া, অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। বেদ উপদেশ করিয়াছেন,—মানুষ নিঃসঙ্গ হইয়া, ঈশ্বরে অর্পণ-পূর্ব্বক বেদোক্ত কর্ম্ম করিয়াই, সংসার হইতে মুক্ত হইয়া, নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধি লাভ করিতে পারে ;—ফলশ্রুতি কেবল প্ররোচনার্থ। কাম্য-কর্ম্ম হেয় বলিয়া, ত্যাজ্য হইলেও, অধিকারী-বিশেষের পক্ষে উহা উপযোগী হয়। কাম্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কামনা সিদ্ধি হয়,—এই প্রলোভন-জনক বাক্যে, প্রলোভন দেখাইয়া, যাহারা বেদ-বিহিত সমস্ত কর্ম্ম হইতে বহির্ম্মুখ, দুরাচার ও দুর্ব্বৃত্ত, সেই সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুর্নীতি-পরায়ণ দুষ্কর্ম্ম-নিরত পামরদিগকে, তাহাদিগের সৎ-প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য, সৎপথে ইচ্ছা

বলবতী করিবার নিমিত্ত, সৎ-আকাঙ্ক্ষা বা সৎ-বাসনা বাড়াইবার অভিপ্রায়ে, কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত করান হইয়াছে। কাম্যকর্ম্মের অবান্তর ফলভোগান্তে চিত্তশুদ্ধি হয়; কারণ, ফলাকাঙ্ক্ষায় লোকাকৃষ্ট হইয়া, কাম্যকর্ম্ম করিতে করিতে; ক্রমে বহু জন্মান্তরে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব অবশ্য হইবে;—সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হওয়াতে নিষ্কাম-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে। যদি বল যে,—'সকাম-কর্ম্ম কিরূপে অনুষ্ঠান করিলে, তাহা পরিণামে নিষ্কাম-কর্ম্মে পরিণত হয়?' ঈশ্বরারাধনা-রূপ দুগ্ধ কামনা-রূপ জল-মিশ্রিত করিয়া, বৈরাগ্য-রূপ অনলের তাপে, সেই জলকে পরিশোষণ করিবে, অবশেষে ঈশ্বরারাধনা-রূপ দুগ্ধই অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই চিত্তশুদ্ধি হইবে;—ইহাই কাম্যকর্ম্মের তাৎপর্য্য। কলির কাম-কিঙ্কর কামনা-বিজড়িত বাসনা-বিভূষিত বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত কামনা-লোলুপ কাম-দুর্ম্মদ মানুষ, যে সকল কর্ম্ম করে, তাহাতে কষ্ট ও আয়াস অধিক; কিন্তু, ফল সামান্য। আবার, কোথাও কোথাও বা কিছুমাত্র ফলই উৎপন্ন হয় না; পরন্তু, যে সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম-সমূহের ন্যায় নিষ্ফল হয় না। কর্ম্ম অল্প হইলেও, যদি ঈশ্বরে তাহা অর্পিত হয়, তাহা হইলে, উহাই শ্রম সফল করে; কেন না, ঈশ্বর জীবের আত্মা, প্রিয় ও হিতকারী। ফল কামনায় যে বেদোদিত কর্ম্ম সকল করা হয়, তাহা প্রবৃত্তি; আর, সেই কর্ম্ম সকলের যে ঈশ্বরার্পণ তাহাই নিবৃত্তি। বেদশাস্ত্রে জ্ঞানলাভের উপায় দুই প্রকার কথিত হইয়াছে; প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক। জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি সুধীগণ, এই দুই প্রকার ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বাসনা ও সঙ্কল্পপূর্ব্বক যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় প্রবর্ত্তক এবং পুনর্জ্জন্মাদির হেতু; আর, বাসনা ও সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে জ্ঞানপূর্ব্বক যে কোন বিহিত কর্ম্মের আচরণ করা যায়, তাহাকে নিবর্ত্তক বলে। নিবর্ত্তক

কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য পুনর্জন্ম হইতে পরিমুক্ত হয়; আর, প্রবর্ত্তক কর্ম্মাচরণ দ্বারা মনুষ্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং, নিবর্ত্তক কর্ম্মানুষ্ঠান করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য; কেন না, নিষ্কামভাবে বিধি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বর্ণাশ্রমোক্ত যথাবিহিত ক্রিয়া বিধানপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে, মুক্তি তদীয় করতলগত হয় এবং যে ব্যক্তি বাসনাযুক্ত হইয়া, ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তদীয় পুনর্জন্ম তাহারই করে বিদ্যমান থাকে। এইজন্য ভবভীরু ব্যক্তিবর্গের পক্ষে নিষ্কামভাবে জ্ঞানের সহিত যথাবিধি শাস্ত্র-বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন,—

"অবন্ধোঽর্পণস্য সুখম্।"

শাণ্ডিল্যসূত্র।

'কোন ফলের কামনা না করিয়া, ভগবদ্বিষয়ে কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক, তাহাতে শুভাশুভ কর্ম্ম অর্পণ করিলে, কর্ম্ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইবে না এবং ভগবানে কর্ম্মার্পিত হইলে, সুখরসেরও আস্বাদ পাইবে।' অর্থাৎ দগ্ধ বীজ যেমন অশেষ যত্ন করিলেও, অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম বন্ধন করিতে পারে না। এই প্রকারে নিষ্কামকর্ম্মী কর্ত্তৃক ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম সকলের যে লয়, তাহাই মোক্ষ; আর, সেই কর্ম্মের যে উৎপত্তি, তাহাই বন্ধন,—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। সকাম কর্ম্মের দ্বারা পরাভক্তি গঠিত হয় না; কেন না, ভক্তি স্বভাব-সম্পত্তি। কাম্য কর্ম্মের দ্বারা মনোমল প্রক্ষালিত হইতে পারে না, মনোমল বিধৌত হইয়া, হৃদয় পবিত্র হইলেই, পরাভক্তির উদয় হয়। কিন্তু, কাম্যকর্ম্ম ব্যতীত আবার, নিষ্কাম কর্ম্মে উপনীত হওয়া যায় না; কেন না, জন্ম-জন্মান্তর সঞ্চিত মনোমল এক জন্মে শুদ্ধ হয় না;—যে পাপ-তাপ জন্ম-সংস্কার-লব্ধ সম্পত্তি, তাহাও এক জন্মে শীতল হয় না;—যে সুখ অনন্ত অক্ষয়, তাহাও এক জন্মে লাভ হয় না; "অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততোযাতি পরাং গতিম্।" কত কোটি জন্ম সঞ্জাত শুভ

কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে—পুণ্যপুঞ্জের প্রভাবে,—কত জন্ম-মৃত্যুর উত্থান-পতনের মধ্যে পড়িয়া, মানুষ একটু একটু করিয়া, উন্নত হইয়া, ভূয়োদর্শন-লব্ধ জ্ঞানের ক্রমঃ বিকাশে, পরিশেষে নিষ্কাম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, পরাভক্তি লাভ করে। আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য, জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি তত্ত্বদর্শী বিদ্বদ্বৃন্দ মোক্ষকে জ্ঞানলভ্য বলিয়া কহিয়া থাকেন,—একথা সত্য ; কিন্তু, জ্ঞানের মূল- 'ভক্তি' এবং সৎকর্ম্ম হইতেই ভক্তি জন্মে। সহস্র সহস্র জন্মে বিবিধ দান, যজ্ঞযাজন, তীর্থ পর্য্যটন, কঠোর-কৃচ্ছ্র তপশ্চরণ প্রভৃতি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। অতএব,—"জ্ঞানমূলং হরের্ভক্তির্ভক্তের্মূলং জগৎপতেঃ। পূজা মোক্ষক্রমোৎপত্তৌ মূলমারাধনং হরেঃ॥" যে যেরূপ জাতি, শাস্ত্রে যাহার যেরূপ অধিকার কীর্ত্তিত হইয়াছে ; সে তদনুসারে ভগবানের পূজা করিতে করিতে, তাহার হৃদয় হইতে পাপরাশি অপসৃত হয়, দেহ হইতে পাপাপসৃত হইলে, ভক্তি জন্মে, ভক্তি হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান-সম্পত্তি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং, জ্ঞানই বিজ্ঞানের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের মূল এবং সেই বিজ্ঞান-সাধন জ্ঞানের অব্যভিচারিণী ভক্তিই মূল ; সেই ভক্তির ভগবৎ-পূজাদি কর্ম্মই মূল। স্বল্পমাত্র ভক্তি-সহকারে ধর্ম্ম-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা পরম প্রশংসনীয় ও অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে এবং তাহা যদি অবিচলা শ্রদ্ধা-সহকারে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে, স্তূপীকৃত সঞ্জীভূত নিখিল কলুষরাশি বিদূরিত হইয়া যায়। এইরূপে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপ-নিচয় বিলীন হইলে, নির্ম্মলবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ, সেই নির্ম্মল বুদ্ধিকেই জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করেন এবং ঐ জ্ঞান হইতেই মোক্ষপদ প্রাপ্তি হয়। বাস্তবিক ;—

জ্ঞানেন চাত্মানমুপৈতি বিদ্বান্,
অথান্যথা বর্গফলানুকাঙ্ক্ষী।

অস্মিন্ কৃতং তৎ পরিগৃহ্য সর্ব্বং,
অমুত্র ভুঙ্‌ক্তে পুনরেতি মার্গম্ ॥
মহাভারত । উদ্‌যোগ ।৪৩

শাস্ত্র-পরায়ণ বিদ্বান্ ব্যক্তি শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যলাভ করেন এবং সেই পুণ্যবলে, তাঁহার জন্ম-জন্মার্জ্জিত স্তূপীকৃত সঞ্চীভূত পাপরাশি দূরীভূত হইলে. তাঁহার জীবাত্মা জ্ঞানালোকে উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এইরূপে তিনি জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন ; কিন্তু, জ্ঞানোদয় না হইলে, বিষয়-লালসা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে ;—ইহলোকে যে সকল পাপ বা পুণ্যের অনুষ্ঠান করা যায়, পরলোকে তাহার ফল ভোগ করিয়া, পুনরায় এই কর্ম্মক্ষেত্রে—আর্ত্তনাদের জন্মভূমি—মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র মর্ত্ত্যধামে আগমন করিয়া, জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মানুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, জ্ঞানপ্রাপ্ত হয় না এবং জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে, মোক্ষলাভ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ রামগীতায় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বানুজ লক্ষণকে কহিয়াছেন,—

"নাজ্ঞানহানি র্ন চ রাগসংক্ষয়ো—
ভবেত্ততঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্ভবেৎ।
ততঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যবারিতা,
তস্মাদ্‌বুধো জ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ ॥
রামগীতা।

'সংসার চক্রবৎ পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণায়মান হইতেছে ; দেহিগণ পূর্ব্বজন্মে আদরপূর্ব্বক যে কার্য্যানুষ্ঠান করে, সেই সকল ক্রিয়াই তাহাদিগের জন্মধারণের কারণ হইয়া থাকে। বিষয়াভিলাষিগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্মই তাহাদিগের সুখ-দুঃখের ও পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণের কারণ হয়। অজ্ঞানই এই সংসারের মূল কারণ, এইজন্য নিবৃত্তিমার্গোপলক্ষিত চিত্ত-শুদ্ধি-সম্পন্ন-

বিষয়ে সেই অজ্ঞানের বিনাশ-সাধনই বিধেয়। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই অজ্ঞান-বিনাশ সমর্থ। যদি এরূপ বিবেচনা কর যে, কর্ম্মই অজ্ঞাননাশক, জ্ঞানের কি প্রয়োজন? তাহাও হইতে পারে না; কারণ, অজ্ঞানোৎপন্ন কর্ম্ম অজ্ঞানের বিরোধী নহে,—অজ্ঞানবিরোধী জ্ঞানই অজ্ঞানবিনাশে সমর্থ হইয়া থাকে। কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অজ্ঞান বিনাশ হয় না এবং চিত্তশুদ্ধিও জন্মে না, বরং তদনুষ্ঠানবশতঃ দোষকর কর্ম্মের উদ্ভব হয় এবং পুনরায় অবারিত সংসারের উৎপত্তি হইয়া থাকে,—মুক্তিলাভের কিছুমাত্র প্রত্যাশা থাকে না; অতএব, বিবেকী ব্যক্তি জ্ঞানবিচারবান্ হইতে যত্ন করিবে। শ্রুতি, স্মৃতি. পুরাণ প্রভৃতি দ্বারা যেরূপ তত্ত্বজ্ঞান মুক্তি সাধন-রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ স্বকর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরার্চ্চন করিলে, মোক্ষলাভ হয়,—ইত্যাদি সূচক স্মৃত্যাদি দ্বারা নিত্যস্বরূপে বিহিত ক্রিয়াসকলও পুরুষার্থ সাধনরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান জীবগণ-সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তির পরেও মুক্তি-বিষয়ক জ্ঞানের সহায়ত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিতে কথিত আছে যে,—"কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি" কর্ম্ম না করিলে, দোষোৎপত্তি হইয়া থাকে; অতএব, মুমুক্ষুগণ সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কারণ, জ্ঞান কর্ম্মযোগীদের অনপেক্ষ স্বাধীনরূপে মোক্ষ-সম্পাদক নহে; নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান মাত্রকেই অঙ্গ-স্বরূপে অপেক্ষা করে। যাহার কর্ম্মসকল সত্য, তাদৃশ যজ্ঞ যেরূপ স্রুবাদি ও দেশকালাদি আকাঙ্ক্ষা করে, তদ্ব্যতিরেকে অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না; সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানও কর্ম্ম-কাণ্ডীয় বেদ-বিহিত নিত্যাদি কর্ম্ম সমূহের সহিত মুক্তির নিমিত্ত সমর্থ হয়। কোন কোন বিতর্কবাদী ব্যক্তিগণ যাহা বলেন, তাহাও অসৎ অর্থাৎ যদ্রূপ কেবল কর্ম্মকেই মোক্ষসাধন বলা যাইতে পারে না, তদ্রূপ জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়কেও বিধেয় বলা অযুক্ত। কারণ, তাহাতে বিরোধ দৃষ্ট হয়। দেহাভিমান দ্বারাই ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানাদি দ্বারাই

দেহাভিমান নষ্ট হইয়া থাকে। বেদান্তবাক্যের বিচার দ্বারা যে চরম জ্ঞান, বুধগণ তাহাকে বিদ্যা বলিয়া বর্ণন করেন। কর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ত্তব্য-কর্ম্মাদি অঙ্গের সহিত ফলভোগ দান করে এবং বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান কর্ত্তৃত্বাদি বুদ্ধির বিনাশ করিয়া দেয়। বিরোধিতা নিবন্ধন বিদ্যা ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না; অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি সম্যক-রূপে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে এবং ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া, আত্মজ্ঞান-পরায়ণ হইতে যত্নবান্ হইবে। যে পর্য্যন্ত এই অনাত্মভূত শরীরে অবিদ্যাকৃত অহংবুদ্ধি বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ বেদ-বিধানোক্ত কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া, এবং ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে ও পরমাত্মাকে অবগত হইলে, এই অখিল জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তখন ক্রিয়া সকল সম্যক্ বিসর্জ্জন করিবে। জ্ঞান ঈশ্বর এবং জীবের মায়া ও অবিদ্যা-স্বরূপ উপাধিদ্বয়কৃত রূপভেদের বিনাশক এবং স্বয়ংপ্রকাশ-রূপ, যখন গুরুর কৃপায় সেই জ্ঞান লাভ হয়, তখনই সংসার-কারণ অবিদ্যা নাশ হইয়া থাকে। অজ্ঞান নাশ হইলেই, সংসারাদি বিনাশ হয়; সুতরাং, জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের আর উপায়ান্তর নাই। শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা বিনাশিত অবিদ্যা কোন কোন সময়ে কার্য্যকারিণী হইয়া থাকে; কিন্তু, বিশুদ্ধ ও অদ্বিতীয় বিজ্ঞান দ্বারা বিনাশিত অবিদ্যা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। যদি তত্ত্বজ্ঞান-বিনাশিতা অবিদ্যা আর পুনরুৎপন্না না হয়, তাহা হইলে, কারণাভাব-নিবন্ধন অহং-বুদ্ধিই বা কিরূপে জন্মিতে পারে? অতএব মুক্তির নিমিত্ত জ্ঞানই স্বাধীন, কর্ম্মাদি কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে—'কর্ম্ম-সন্ন্যাস করাই শ্রেষ্ঠ,'—ইত্যাদিসূচক কর্ম্মত্যাগের বিষয় আদরপূর্ব্বক লিখিত আছে এবং অদ্বৈত জ্ঞানই নিশ্চিত, অন্য কোন সহকারী কারণের অপেক্ষা না করিয়া, মুক্তির কারণ হয়, ইত্যর্থসূচক বাজসনেয় নামক বৃহদারণ্যকো-পনিষদে তত্ত্বজ্ঞানই যে মুক্তির কারণ, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব,

দেবর্ষি নারদের উক্তি—"কর্ম্মাণি সন্ন্যসতি" এই উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে,—"শমোদমস্তিতিক্ষা চ বৈরাগ্য সত্ত্বসম্ভবঃ। তাবৎপর্য্যন্তমেব স্যুঃ কর্ম্মাণি ন ততঃ পরম্॥" যে পর্য্যন্ত অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা এবং অন্তঃকরণগত সত্ত্বগুণের শুদ্ধি না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে; তৎপরে কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই অর্থাৎ,—"নাবর্থী হি ভবেত্তাবৎ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি। উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনম্॥" যাবৎ নদী পার হওয়া না যায়, তাবৎকালই মানব নৌকার প্রার্থী হইয়া থাকে; কিন্তু, নদী উত্তীর্ণ হইলে, আর নৌকার আবশ্যক থাকে না। সেইরূপ যে পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক হইবে; কিন্তু, চিত্তশুদ্ধি হইয়া, বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে, আর সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক করে না। সুতরাং,—"চিত্তস্যশুদ্ধয়ে কর্ম্ম ন তু বস্তুপলব্ধয়ে।" কর্ম্মানুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির কারণমাত্র অর্থাৎ চিত্তের শুদ্ধি-সম্পাদনার্থই কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক। ফলতঃ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না। কেন না, সুবিচার দ্বারাই ব্রহ্ম-পদার্থ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে; পরন্তু, কোটি কোটি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও আত্মজ্ঞান সাধিত হয় না। অতএব, যাহারা জ্ঞান-লাভেচ্ছুক, তাহাদিগের কর্ম্ম-জ্ঞান আবশ্যক, কর্ম্ম-জ্ঞান হইলে, পরে যোগ-তরুতে অরোহণ করিলে, যখন জ্ঞান সমুৎপন্ন হইবে, তখন আপনা হইতেই কর্ম্ম ত্যাগ হইবে।

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞান-কর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদম্॥
কেবলাৎ কর্ম্মণো 'জ্ঞানান্নহি মোক্ষহভিজায়তে।
কিন্তু তাভ্যাং ভবেন্মোক্ষঃ সাধনস্তূভয়ং বিদুঃ॥

যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ। বৈরাগ্য। ১

যেরূপ বিহগগণ উভয়পক্ষের, সহায়তায় আকাশে বিচরণ করে, সেইরূপ

সংসারে সংসারীগণও জ্ঞান ও কর্ম্ম,—এই উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়া; উভয়ের সাহায্যে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। কেবল কর্ম্ম বা জ্ঞান হইতে মুক্তি হয় না; কিন্তু, উভয়ের সাহায্যে মুক্তিলাভ হয়। এই জন্য আত্মজ্ঞান-পরায়ণ জ্ঞানিগণ কর্ম্ম ও জ্ঞান,—এই উভয়কেই মোক্ষের উপযোগী বিবেচনা করেন। সুতরাং, অবস্থাবিশেষে ব্যবস্থা. ক্ষমতার তারতম্যানুসারে দুইয়েরই অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগের এবং কর্ম্মী হওয়ার প্রয়োজন আছে। যাহার অক্ষর পরিচয় হয় নাই, সে কি কখন একেবারে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে পারে? আবার, যে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার বর্ণবোধের আর প্রয়োজন কি আছে? অধিকার--অনধিকার বিশেষে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থা আছে; বুঝিতে হইবে। যে যতটুকু অগ্রসর, যাহার যতটুকু অধিকার, তাহার সেইরূপ অধিকার করা কর্ত্তব্য; ক্ষমতার ও অক্ষমতার —অধিকারের ও অনধিকারের বিষয়ই ঐ দেবর্ষির কোমল-কণ্ঠোচ্চারিত উপদেশ-বাণীর ভিতর অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। অতএব,—

আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ,
কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ,
সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে॥

অধ্যাত্মরামায়ণ। উত্তর।৫

সর্ব্বাগ্রে স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কর্ম্মসাধনপূর্ব্বক অর্থাৎ যে যেরূপ জাতি এবং যে যে আশ্রমে অবস্থিত, শাস্ত্রে যাহার যেরূপ অধিকার কীর্ত্তিত হইয়াছে. সে তদনুসারে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সাধনপূর্ব্বক, অন্তঃকরণে বিশুদ্ধি লাভ হইলে, শমদমাদি সাধন করিয়া, পরিশেষে আত্মজ্ঞানলাভার্থ সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি. চিত্ত ও অহঙ্কার,—এই চারিটির সমষ্টিকে অন্তঃকরণ বলে। পরন্তু, অন্তঃকরণ এক, ঐ চারিটি বৃত্তিভেদে

চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে সঙ্কল্পাত্মক-বৃত্তি—মন, নিশ্চয়াত্মিকা-বৃত্তি—বুদ্ধি, অনুসন্ধানাত্মিকা-বৃত্তি—চিত্ত এবং অভিমানাত্মিকা-বৃত্তি—অহঙ্কার; —ইহারা আত্মার দৃশ্য,—আত্মা ইহাদের দ্রষ্টা। আত্মা অতি সূক্ষ্ম, সেই জন্য তিনি মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর; কিন্তু, তাহা হইলেও,—'লভ্যতে দেববাক্যেন চাচার্য্যানুগ্রহেনবৈ।" কেবল একমাত্র আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য আচার্য্যের অনুগ্রহবশতঃ বেদবাক্যের অনুসারে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। অতএব,—

শ্রদ্ধান্বিতস্তত্ত্বমসীতি বাক্যতো—
গুরুপ্রসাদাদপি শুদ্ধমানসঃ।
বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্যমসাত্মজীবয়োঃ,
সুখী ভবেন্মেরুরিবাপ্রকম্পমঃ॥

অধ্যাত্মরামায়ণ। উত্তর।৫

প্রথমতঃ শ্রদ্ধাসহকারে গুরু-সকাশে 'তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক, চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া, পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐকাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইবে, তাহা হইলেই, বিবোদ্গারী বিষয়-ভোগাভিলাষে অনিচ্ছু হইয়া, পরম আনন্দ লাভ করা যায়। পূর্ব্বোক্ত "তত্ত্বমসি" শব্দের—"তৎ" শব্দের অর্থ —'পরমাত্মা' ও "ত্বং" শব্দের অর্থ—'তুমি' এবং "অসি" শব্দে—"তৎ" ও "ত্বং".—এই উভয়ের ঐক্য বুঝাইবে। সুতরাং.—"তৎ" ও "ত্বং" পদার্থ-স্বরূপ জীব ও ঈশ্বরের অপরোক্ষজ্ঞত্বাদি ও পরোক্ষত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-রূপ বিরুদ্ধাংশ পরিহার-করণান্তর যুক্তিদ্বারা স্থূলদেহাদি হইতে সম্যক্ বিচারিত এবং কথিত লক্ষণার দ্বারা লক্ষিত,সেই "তত্ত্বং" পদার্থভূত ঈশ্বর ও জীবের আবিরুদ্ধাংশ-স্বরূপ চিৎ-রূপকে সম্যক্ গ্রহণ করিয়া, চিন্ময় ব্রহ্মকে নিজ স্বরূপ জ্ঞানকরতঃ অবশেষে অদ্বয় হইবে। আত্ম-বাসনা-সংযুক্ত অর্থাৎ আত্মাকে জানিতে যাহার অভিলাষ হইয়াছে,—এরূপ শুদ্ধচিত্ত জিজ্ঞাসু বিষয়াসক্তি

পরিত্যাগপূর্ব্বক, শ্রদ্ধা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারেন। কিন্তু,—"বৈরাগ্য-কারণঞ্চাদৌ" তাহার আদিকারণ 'বৈরাগ্য'। চিত্তশুদ্ধি হইলে, হৃদয়ে নির্ম্মল বৈরাগ্যর উদয় হয় এবং কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ সদাচারযুক্ত ও কামনা রহিত হইয়া, বেদোক্ত বিধানানুসারে স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরের পরিতুষ্টি সাধন করিতে হইবে অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে ;—"তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ" সেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে, যাহাতে ঈশ্বর তুষ্ট হন। ঈশ্বরের প্রীতি-সাধন-মানসে কামনা ও সঙ্কল্পাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত-চিত্তে স্বধর্ম্মপালন এবং সমস্ত কর্ম্ম চিন্ময় ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান এবং দেবতা ও তীর্থস্থান-সমূহ যথাবিধি দর্শন এবং সেবা করিলে, ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়। পাপ-কর্ম্মে কর্দ্দমাক্ত বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল পাপীয়সী মলিন বুদ্ধি যখন পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সংশোধিত হইয়া, পরিষ্কৃত হয়, তখন মলদোষ-রহিত হইয়া, বুদ্ধি পবিত্র নির্ম্মল হয়। বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে, তাহাতে বিবেক উদয় হয়, তখন সত্য অসত্যের আলোচনায় তৎপর হইলে,—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা" প্রতীতি হয় এবং মিথ্যা বস্তুতে অনাস্থা ও সত্য বস্তুতে আসক্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, বৈরাগ্য-প্রভাবে ভোগ্য-বিষয় ও তাহার সম্ভোগ বিষবৎ জ্ঞান হয় ;—মমতাময়ী সাক্ষাৎমায়ামূর্ত্তি জায়া, তাপদায়িনী ;—আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত বিত্ত,চিত্তপীড়ক ; —প্রাণান্তিক পরিশ্রম লব্ধ ধন, নিধনকারী ;—প্রাণাধিক পুত্র-কন্যা শত্রুবৎ ; একপ্রাণ অভেদাত্ম অবিচল সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ সুহৃন্মিত্র, মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড সদৃশ উত্তাপদায়ী ;— মর্ম্মর-নির্ম্মিত সুধাধবলিত আশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী, পুত্র-পরিজন আত্মীয়-স্বজন-পরিবেষ্টিত উন্নতি-অট্টালিকা স্বভবন, সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল ভীষণ অরণ্য-সদৃশ ;—একাত্মা স্নিগ্ধ প্রিয় বন্ধুবর্গ, তমোময় অন্ধকূপ-সদৃশ ভীষণ বোধ হয়। তখন মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া, বিরাগরসিক হইয়া, সংসার-কোলাহল গণ্ডগোলের অন্তরালে, জন সমাগম-

শূন্য একান্তে বসবাস করিয়া, কেবল একমাত্র নিজহিত ও নিজ কল্যাণ-সাধনে নিরন্তর অনুরক্ত এবং চরম-সুখ, চির-শান্তি, পরম-আনন্দ লাভ জন্য, সতত ব্যগ্র হয়। কিন্তু, হৃদয়ে ভক্তি না জন্মিলে, এরূপ বৈরাগ্য হইতে পারে না; এই নিমিত্ত,—"ভক্তিশাস্ত্রাণি মন-নীয়ানি তদ্বর্দ্ধককর্ম্মাণ্যপি করণীয়ানি" ভক্তিশাস্ত্র-সমূহ মনন এবং ভক্তি বর্দ্ধক কার্য্য-সমূহ অনুষ্ঠান করা উচিত। ভক্তি-প্রতিপাদক ভাগবতাদি শাস্ত্রে স্বল্প পরিমাণে রুচি জন্মিলেও, তদ্দ্বারা ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ পায়; কিন্তু যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলে, কিছুই হয় না। এইটি জ্ঞান,—এইটি জ্ঞেয়,—এই প্রকার সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হইবার বাসনা লইলে, সহস্র বৎসর বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়াও, শাস্ত্রের পার দর্শন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না; কেন না, শাস্ত্রের অবধি নাই, এক একটি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে বহু পরিশ্রম ও সময়ক্ষেপ হইয়া থাকে, কিন্তু, জীবন অল্পদিন স্থায়ী;--তাহাতে আবার, এই অনিত্য অসার জীবন--রোগ, শোক প্রভৃতি দ্বারা সমাকীর্ণ; পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দু যেমন চঞ্চল, এই জীবনও তদ্রূপ অনিত্য। ঈদৃশ অবস্থায় নিখিল শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; সুতরাং, —"বিহায় শাস্ত্রজালানি যৎসত্যং তত্নপাস্ততাম্।" জীবন ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু, পরমাত্মা অক্ষয় ও সৎ,--এই বিষয় বিদিত হইয়া, নিখিল শাস্ত্র পরিহার পুরঃ-সর, অখিল শাস্ত্রের মধ্যে যাহা সত্য ও সার, তাহারই আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। কেন না, কি বেদ, কি পুরাণ, কি ভারত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই এই পুত্র-কলত্রাদিময় সংসারে যোগশিক্ষার অন্তরায়-স্বরূপ অর্থাৎ সংসার মধ্যে পুত্র-কলত্রাদি যেমন যোগাভ্যাসের বিঘ্ন, তদ্রূপ বেদাদি শাস্ত্র-সমূহের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন হেতুবাদ আছে, তদ্দ্বারা মন বিচলিত হয়; সুতরাং, তদ্দ্বারা যোগশিক্ষার বিঘ্ন জন্মিয়া থাকে। অতএব,—"পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থবিশেষতঃ" ধান্যার্থী যেরূপ ধান্য গ্রহণ করিয়া; পলাল পরিত্যাগ

করে, তদ্রূপ সর্ব্বশাস্ত্রের সারাংশ, তাহা গ্রহণ করিয়া, অশেষ শাস্ত্র পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বশাস্ত্রের সার কি?—

অষ্টাঙ্গযোগৈর্যদবাপ্তুমিচ্ছন্,
যোগী পুনত্যাত্মরূপং সদৈব।
নিবর্ত্ততে প্রাপ্য যং নেহ লোকে,
তদ্বৈ সারং সারমন্তন্ন চাস্তি॥

কালিকাপুরাণ। ২৮

যোগিজনে যোগাসনে আজীবনকাল আরাধনে, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনে নিরন্তর নিরত হইয়া, সংসার-কল্লোল-কোলাহল-গণ্ডগোলের অন্তরালে বসিয়া, ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া, রিপুচয় সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়চয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, অভ্রান্ত কল্পনা-বলে হৃদয় মাতাইয়া, প্রেম-ভক্তির অমৃত-রসে হৃদয় অভিষিক্ত করিয়া, একাগ্রমনে একধ্যানে সতত স্তিমিত-নয়নে সমাধিতে অবস্থিত রহিয়া স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে, যাঁহাকে অহর্নিশ চিন্তা করিয়া থাকেন, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, নন্দনের সুখ, জগতের সুখৈশ্বর্য্য তুচ্ছ বোধ হয়;—যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, রিপুর তাড়না, বাসনার অনল, স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা, আমিত্বের অহঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় দুঃখরাশি—"সোঽহং" সমুদ্রে বিলুপ্ত হইয়া যায়; —যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মানন্দ-সুখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, আর তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, এই আর্ত্তনাদের জন্মভূমি, মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না; সেই যোগিধ্যেয় জগজ্জীবন, চরম-সুখ, —চির-শান্তি,—পরমানন্দের লীলা-নিকেতন, সর্ব্বসৌন্দর্য্যাধার, পরম সমুজ্জ্বল সজীব সুন্দর চির-মধুর রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বশাস্ত্রের—'সার', তদ্ব্যতিরেকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সম্পদ, এমন কি,—তেত্রিশকোটি দেবতাও অসার, অনিত্য ও জড়পিণ্ডমাত্র। কিন্তু, যদি এই সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত

পদার্থ লাভ করিতে অভিলাষ কর,তাহা হইলে, দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

"অভিমানদম্ভাদিকং ত্যজ্যম্।"

নারদসূত্র।

'অভিমান—অহঙ্কার, দম্ভ—দর্প, গর্ব্ব—গরিমা ও কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ত্যাগ করিতে হইবে।' অতএব,—সর্ব্বাগ্রে অভিমানাদি বিসর্জ্জন কর; নিশ্চয় জানিও,—

মার্গাশ্চিরায়ৈকতরঃ প্রমাদং,
বসন্ন সংবাধশিরোঽপি দেশে।
মাৎসর্য্যরাগোপহতাত্মনাং হি,
স্খলন্তি সাধুষ্বপি মানসানি॥

ভারবি। ৬

অভিমান মানুষের সর্ব্বনাশের মূল;—"ক্রোধং শ্রিয়ং সর্ব্বমেবাভিমানঃ" ক্রোধ মানুষের ধন-সম্পত্তি নাশ করিয়া ক্ষান্ত ও শান্ত হয়; কিন্তু, অভিমান মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া,মানুষকে ধাপের পর ধাপ নামাইয়া, অধঃপাতের শেষপ্রান্তে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষান্ত হয়। কলিকালের কাম-ক্রোধাদি-বশানুগ আত্ম-অভিমানে আত্ম-অহঙ্কারে—আত্ম-গরিমায় গর্ব্বিত মানুষের কথা কোন্ ছার! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগের সংযতেন্দ্রিয়, আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান-গবেষণা —পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি অধ্যাত্মবলে অতিশয় বলীয়ান্, কত দেবর্ষি, মহর্ষি রাজর্ষি ও পরমর্ষিদিগেরও, অভিমান কত সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে; তাঁহাদের কত জন্মের,—কত কঠিন-কঠোর সাধ্যসাধনের,—কত জন্ম ও কত যত্নের সঞ্চিত শক্তি-পুঞ্জ সমূলে বিনাশ করিয়া, উন্নতির পথে—সিদ্ধির পথে—সাধনার পথে আগুয়ান জিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগকেও, অজ্ঞানের পথে—ধ্বংসের পথে—নরকের পথে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা অজ্ঞানের—ধ্বংসের—নরকের অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া, সতত ধনমদে,—জনমদে,—

বিদ্যামদে,—যৌবনমদে মত্ত হইয়া, আত্মজ্ঞান হারাইয়া;—"ঈশ্বরোঽহমহমেব রূপবান্, পণ্ডিতোঽস্মি সুগভোঽস্মি কোঽপরঃ। মৎসমোঽস্তি জগতীতি শোভতে, মানিতা ত্বদনুরাগিণঃ পরম্॥" ইত্যাদিরূপ আমিত্বের মহান্ বোঝা ও মমত্বের বিশাল পর্ব্বত বুকে চাপাইয়া, ধরাবক্ষে উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন ; তাহাতে তাঁহাদের বুঝিবার সামর্থ্য দূরে অপসৃত হইয়াছিল,—ভাবিবার ক্ষমতা বিলীন হইয়াছিল,—কার্য্য মোহাবসাদ-বিজড়িত হইয়াছিল, সত্য দূরে -অতি দূরে পলায়ন করিয়াছিল। তাঁহাদের হৃদয়ে আত্মজ্ঞানের তীব্রজ্যোতিঃ হীনপ্রভ হইয়াছিল; -কেবল আত্মাভিমানে বড় হইয়া ধন-জন,--রূপ-যৌবন,--জাতি-বিদ্যা,--মহত্ত্ব-প্রভুত্ব-প্রতিপত্তির অভিমানে বুক ফুলাইয়া, ধরাকে সরাজ্ঞানে ধরাস্থ সকলকে তাচ্ছিল্যতার চরম সীমায় উপনীত করিয়া, মদগর্ব্বে সকলের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিলেন। আত্মাভিমানে অন্ধ হইয়া, আপনাকে ভুলিয়া, সংসারকে ভুলিয়া, সর্ব্বশক্তিমান্—সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে ভুলিয়া, সব ভুলিয়া, আপনাকেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভাবিয়া, সতত আত্মসুখে বিভোর হইয়া,—নিরন্তর আত্ম-চিন্তায়—আত্ম-পূজায় নিরত হইয়া, অধঃপাতের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। অতএব,—"জাতিবিদ্যামহত্ত্বঞ্চ রূপযৌবনমেব চ। পঞ্চৈতে ভক্তিকণ্টকা যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ॥" জাতির অভিমান, বিদ্যার অভিমান, মহত্ত্বের অভিমান, রূপের অভিমান, যৌবনের অভিমান ;—এই পাঁচটির অভিমান বিশেষতঃ ভক্তি কণ্টক, যত্নের সহিত ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। মানুষ! যে ঐশ্বর্য্যের ভ্রূভঙ্গীতে তুমি আজ সকলকে তুচ্ছ করিতেছ,—যে পাণ্ডিত্যের ও বুদ্ধিমত্তার হুঙ্কারে আজ তুমি তোমার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনে সতত ব্যস্ত আছ,—যে সৌন্দর্য্যের আড়ম্বরে বিভোর হইয়া, ধরাবক্ষে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছ,—যে বিলাস বিভ্রমে তুমি আজ প্রাণ-মন ভাসাইয়া আপাতোমনোরম পূতিগন্ধময় নরকের ব্যসন-মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছ—একবার ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া, রিপুচয় সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, আড়ম্বরের মিথ্যা ভাণ ছাড়িয়া,

নির্লিপ্ত-চিত্তে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! ঐ যে অনন্ত ঊর্দ্ধে—অসীম আকাশে—জ্যোতিষ্ক-পথে, জ্যোতিশ্চক্রের অধীশ্বর,—জ্যোতির জ্যোতিঃ, —উজ্জ্বলতার কৌস্তুভমণি,—আলোকের পবিত্র-রশ্মি আলোক-রূপী ভগবান্ কারুণ্যপ্রাণ করুণানিদান,—জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য, উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একেবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি!—ঐ যে চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ ধর্ম্মের আলোকস্তম্ভ—উহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া, একবার আত্ম-দর্শন করিয়া, বিচার কর, বুঝিতে পারিবে—

দারাঃ পুত্রা ধনং বা পরিজনসহিতো বন্ধুবর্গঃ প্রিয়ো বা,
মাতা ভ্রাতা পিতা বা শ্বশুরকুলজনা ভৃত্য ঐশ্বর্য্যবিত্তে।
বিদ্যারূপং বিমলভবনং যৌবনং যৌবতং বা,
সর্ব্বং ব্যর্থং মরণসময়ে ধর্ম্ম একঃ সহায়ঃ॥

স্কন্দপুরাণ। ব্রহ্ম—ধর্ম্ম।১

আপাতঃপ্রিয়দর্শনা পরিণাম কালভুজঙ্গিনী বিলাসিনী প্রিয়তমা পত্নী, কলভাষী প্রাণপ্রিয়সম পুত্র, আত্যন্তিক চেষ্টাসম্ভূত প্রাণান্তকর পরিশ্রম-লব্ধ আয়াসসাধ্য ধন-সম্পত্তি, আত্মীয়-পরিজন, অবিচল সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ একপ্রাণ অভেদাত্ম স্নিগ্ধ বন্ধু, অত্যন্ত প্রিয়জন, স্নেহময়ী জননী, জনক ও সহোদর ভ্রাতা, শ্বশুরকুলজন, আজ্ঞাবহ একান্ত বশীভূত ভৃত্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, বিত্ত, বিদ্যা, রূপ মর্ম্মর-নির্ম্মিত সুধা-ধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী বিমল ভবন, যৌবন ও যৌবনমাধুর্য্যমুগ্ধ যৌবনভরালসা সৌন্দর্য্যময়ী যুবতীসমবায়,—এ সমস্তই ব্যর্থ অর্থাৎ মিথ্যাভূত; কেন না,প্রাণ-প্রয়াণ সময়ে একমাত্র পরম সুহৃৎ ধর্ম্মই মনুষ্যের মৃত্যুর পশ্চাৎ সহায় হয়। অতএব, —"মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।" ধন জন, জীবন, যৌবনের গর্ব্ব কদাপি করিবে না; কেন না, করাল কাল নিমেষ-

মাত্রেই সকলই হরণ করিয়া লইবে। সুতরাং,—"ক্ষণিকমিতি সমস্তং বিদ্ধি সংসার-বিত্তম্" এই অনিত্য অসার জড়পিণ্ড পার্থিব সংসারের যাবতীয় সুখৈশ্বর্য্য, ধন-সম্পদ, সংসার-বিত্তকে অনিত্য অসার অচিরস্থায়ী বলিয়া জানিবে;—এই মহান্ মানব-জীবন, সংসার জলদজালে সৌদামিনী-সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর;—আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্য-বিষয়, বাত্যা-বিতাড়িত মেঘের ন্যায় অসার;—আপাতঃ প্রিয়দর্শনা পরিণাম কালভুজঙ্গিনী বিলাসিনীর লীলা-নিকেতন, হিম-বিন্দুর ন্যায় অচিরস্থায়ী; ভোগ-সমূহ, জলকণার ন্যায় ক্ষণিক। আর, যে দুর্লভ মানবদেহে পুনঃ পুনঃ গন্ধানুলেপন জন্য এত ব্যাকুলতা, যে দেহের এত রমণীয়তা, কান্তারে তাহার পরিণাম শ্মশান-ক্ষেত্রের ভস্মস্তূপ বা শ্মশান-প্রান্তরে শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্যবিশেষ। সুতরাং, এই সকল সংসার-বিত্ত, বিশ্বরঙ্গমঞ্চে জীবনাবসান-রূপ দৃশ্যের শেষ যবনিকায়—জীবন-নাট্যের শেষ-প্রান্তে অন্তর্জলীর পূতক্রোড়ে শায়িত হইয়া, বিষম ব্যাধির বৃশ্চিক-দংশনে কাতর হইলে, সহায়তা করিতে সমর্থ হয় না; তখন মাত্র "ধর্ম্ম একঃ সহায়ঃ।" অতএব,—"মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বম্" ধন-জন রূপ-যৌবনের গর্ব্ব করিবে না; কেন না,—"হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্" কালবশে সকলই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। নিশ্চয় জানিও—"অদ্য বাব্দ-শতান্তে বা মৃত্যুর্ব্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্"। আজ হউক, কাল হউক, শতবৎসরান্তে হউক, মনুষ্যের মৃত্যু অনিবার্য্য;—মানুষ কয়দিনের জন্য মাত্র সংসারে আসিয়াছে, মরিলেই সব ফুরাইবে। এ বিষয়ের একটি সুন্দর গান আছে, গানটি এ স্থলে উল্লেখ করিলাম;—

মল্লার—আড়াঠেকা।

"অনিত্য এ ধন, জন, জীবন যৌবন;
কালেতে করিছে সব নিমেষে হরণ।

কখন সুখের উদয়, কখন দুঃখের জয় ;
হইতেছে ক্রমান্বয়ে চক্রবৎ পরিবর্ত্তন ॥
অদ্য মহামহোৎসব, কল্য হাহাকার রব ;
অদ্য যাহা অভিনব, কল্য তাহা পুরাতন।
পেয়ে অতুল্য সম্পত্তি, অদ্য যে রাজচক্রবর্ত্তী ;
কল্য তার ভিক্ষাবৃত্তি, হতেছে অবলম্বন ॥
অদ্য বন্ধুগণসনে, আহ্লাদিত আলাপনে ;
কল্য তাদের অদর্শনে, শোকে সন্তাপিত মন।
অদ্য পুত্রের আধস্বরে, শ্রবণ শীতল করে ;
কল্য তার মৃতশরীরে, শোকাশ্রু হয় বরিষণ ॥
কথন সুস্থ শরীর, কথন রোগে অস্থির ;
সংসার-জলনিধির, হ্রাস-বৃদ্ধি প্রতিক্ষণ।
অতএব আপনারে, রক্ষা কর সারাৎসারে ;
নশ্বর ভব-সাগরে, হইও নারে নিমগন ॥

বিবিধধর্ম্মসঙ্গীত।

অতএব, ধন-জন—জীবন-যৌবনের গর্ব্ব করিও না ;—যদি গর্ব্ব করিতে হয়, তবে তাঁহার জন্যই কর,—যিনি সঙ্গের সাথী,—বিপদে সহায়, জাগ্রতে চিন্তা,—নিদ্রায় স্বপ্ন,—জীবনের ধ্যান ;—যিনি—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ"—আপন জন,—নিদানের বন্ধু। দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

"তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্।"

নারদসূত্র।

'সমুদয় আচার ব্যবহার, আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, রাগ-দ্বেষ, আধি-ব্যাধি, শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ভুত-ভবিষ্যৎ সমস্তই সেই ভব-

পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী,—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" চির-সখা, নিদানের বন্ধু ভগবান্ শ্রীহরিতে অর্পণ করিয়া, রাগাভিমানাদি করিতে হয়, তবে তাঁহারই উপর কর; শান্তি পাইবে,—এমন কি, চিরশান্তিময়ী মুক্তিও করতলগত হইবে। নচেৎ, অসার আয়ুর উন্মত্ততায় যৌবন-বিজৃম্ভিত মোহের বশে,—অনিত্য অসার জড়পিণ্ড শরীরী মানুষের উপর রাগ-দ্বেষ বা অনিত্য অসার জড়পিণ্ড ধন-সম্পত্তি, প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি লাভে অধীর হইয়া, জনসাধারণের নিকট অভিমান করিলে, নিশ্চয় জানিও;—"ন সুখং ন পরাং গতিম্।" সুখ বা শান্তি কিছুই পাইবে না।' অতএব, যত্ন-সহকারে অভিমানাদি পরিত্যাগ করিবে,—"ন তে স্বর্গোঽপবর্গো বা সানন্দং হৃদয়ং যদি।" মানুষ! যদি তুমি বৃহস্পতির তুল্য অগাধ বিদ্যায় পণ্ডিত হও;—মহামহিম মহিমান্বিত সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ব্রহ্মার ন্যায় কবি হও;—আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য রাজর্ষি জনকের ন্যায় জ্ঞানী হও;—অলোকসামান্য রূপ লাবণ্য সর্ব্বসৌন্দর্য্যাধার কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর হও;—দান-শৌণ্ডিকতায় যশোদৃপ্ত মহারাজা বলির ন্যায় দাতা হও;—শৌর্য্য-বীর্য্যশালী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীষ্মের ন্যায় বীর হও;—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর কুবেরের ন্যায় ধনী হও এবং মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা সসাগরাধরার অধীশ্বর হও; কিন্তু, তোমার মনের মধ্যে—হৃদয়ের ভিতরে ব্যাধির কীটাণুর মত,—স্রোতের আবর্ত্তের মত,—নদীতীরে চোরাবালির মত কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান ও অহঙ্কার থাকিলে, তোমার সকলই বৃথা হইবে; কেন না,—"তরঙ্গায়িতাপি সমুদ্রায়ন্তি" উহারা তরঙ্গের ন্যায় ক্ষুদ্রাকারে আসিয়া, পারে সমুদ্রের ন্যায় আকার ধারণ করে এবং শরীরের মধ্যে রক্তের তপ্তস্রোতে ভাসিয়া, কৃষ্ণ বাড়বানলের মত উঠিয়া, শরীরের সমস্ত সদ্গুণ, সদ্বৃত্তি ও সৌন্দর্য্যরাশিকে লেহন করিয়া ফেলে। অতএব, সর্ব্বপ্রযত্নে অভিমানাদিকে বিসর্জ্জন কর; নচেৎ হৃদয়ে শান্তি পাইবে না। বিশেষতঃ যাঁহারা ভগবানের একান্ত

ভক্ত, দেবর্ষি বলেন,—

"নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ।"

নারদসূত্র।

'একান্ত ভগবদ্‌গতপ্রাণ ভক্তদিগের জাতির অভিমান, বিদ্যার অহঙ্কার, রূপের গৌরব, কুলের গরিমা, ধনের গর্ব্ব ও ক্রিয়ার দাম্ভিকতা থাকে না, এমন কি—তাঁহাদের হৃদয়ে এ সকলের কালিমা-রেখাটুকু পর্য্যন্তও তিষ্ঠিতে পারে না; সকলই ভক্তির পূত গঙ্গাজলে বিধৌত হইয়া যায়;—প্রবল স্রোতঃ-প্রবাহিত বিতাড়িত শুষ্ক তৃণের ন্যায়, প্রেম-প্রবাহে ভাসিয়া যায়; সুতরাং, তাঁহাদের জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন, এবং ক্রিয়াদির কোন প্রভেদ থাকে না;—সকলই একাকার একার্ণব হয়।' কেন না, ভগবান্ এই অনন্ত জীব-সঙ্কুলা বিরাট্-বপু বিশাল ভূতধাত্রী ধরিত্রীর আসমুদ্র—হিমালয়ের স্থূল হইতে স্থূলতর, সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর, অণু হইতে অণুতর, এমন কি, পরমাণু-স্বরূপ বালুকণাটির ভিতরে সর্ব্বত্র সমভাবে পূর্ণ সত্তায় বিদ্যমান আছেন; সুতরাং কাহার প্রতি তিনি রাগ-দ্বেষ বা অভিমান করিবেন ?

গজে বৈ মশকে চৈব দেবে বা মানুষেঽপি বা।
নাধিকো ন চ ন্যূনো বৈ নিষ্ঠো দেহে স নিশ্চলঃ॥
ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্তা যে চাত্র ভুবি মানবাঃ।
দেবা যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাদয়ঃ॥
তেষু সর্ব্বেষু দৃশ্যন্তে জলে চন্দ্রমসো যথা।
স সচ্চিদানন্দ শিবঃ স মহেশো হি দৃশ্যতে॥
সবৈ বিষ্ণুস্তথা প্রোক্তঃ সোঽহয়ং সর্ব্বগতো হরিঃ।
বেদান্তবেদ্যঃ সর্ব্বেশঃ কালাতীতো হ্যনাময়ঃ॥
এবস্তং বেত্তি যো বিদ্বান্ স ভক্তো নাত্র সংশয়ঃ।

পদ্মপুরাণ॥ উত্তর।১৩২

এই নানাজীব-সঙ্কুল জীব জগতে,কি বৃহৎকায় গজ হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রকায় মশক প্রভৃতি জীবাধার-রূপ পাঞ্চভৌতিক জীবদেহে, কি মানসশরীরী দেবদেহে, কি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়--নিধান মুক্তির সোপান, জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন পাঞ্চভৌতিক মানব-দেহে সর্ব্বগত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু অনধিক ও অনূ্যন সমভাবে নিশ্চল হইয়া সতত বিরাজ করিতেছেন। অধিক কি, এই অনন্ত কোটি জীব-সঙ্কুল মর্ত্ত্যলোক হইতে স্বর্গলোকাত্মক ত্রিভুবনে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যে কিছু দৈত্য-দানব, দেবতা-রাক্ষস, যক্ষ-গন্ধর্ব্ব, নাগ কিন্নর, প্রেত-পিশাচ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর প্রভৃতি জীব-জন্তু বিদ্যমান আছে; উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ ও মানস,— এই পঞ্চবিধ জীবাধার-রূপ দেহেই তিনি প্রতি জলাশয়ে চন্দ্রবিম্বের ন্যায় বহুরূপে পরিদৃশ্যমান; সুতরাং, সর্ব্বজীবেরই এক আত্মা, এক প্রাণ। কেন না, যিনি সেই সকল দেহে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তিনিই সচ্চিদানন্দ মঙ্গলময় মহেশ্বর; সেই মহেশ্বরই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু এবং সেই শ্রীবিষ্ণুই এই সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরি;—ইনিই বেদান্তবেদ্য,সর্ব্বেশ, কালাতীত অর্থাৎ কালের দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান,— এই ত্রিকালেই তিনি অপরিচ্ছিন্ন এবং তিনি অনাময়। মোটের উপর —-সর্ব্বগত অপরিচ্ছিন্ন অনাময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম চরাচরে সর্ব্বত্র সর্ব্বপদার্থে সমভাবে বিদ্যমান আছেন;—এই সার্ব্ব-ভৌমিকতায় যে আত্মজ্ঞান-পরায়ণ বিদ্বান ব্যক্তির প্রাণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; তিনি এই মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা বন-বনান্ত-পরিশোভিতা নানজীব-সঙ্কুলা বিরাট-বপু ভূতধাত্রী সুবিশাল পৃথিবীর আসমুদ্র—হিমালয়ের অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে,— জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম চরাচরের সকল সামগ্রীর মধ্যেই তিনি জগজ্জীবন জগজ্জ্যোতির দিব্যদ্যুতি বিদ্যমান দেখেন। তিনি দিগন্ত-বিস্তৃত

চির-তুষারবৃতআকাশভেদী অভ্রস্পর্শী উত্তুঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার উচ্চ-ধবল-শৃঙ্গ দর্শনে, যেমন প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া আত্মহারা হন ; আবার, দুর্নিরীক্ষ্য কীটাণুকীটের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াও, তেমনই প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া থাকেন। সুতরাং, এই সার্ব্বভৌমিকতায় যাঁহার প্রাণ আচ্ছন্ন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিই, সেই সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে এইরূপে জানেন ; অতএব, যিনি তাঁহাকে এইরূপে জানেন, তিনিই ভগবানের প্রিয়পাত্র এবং একান্ত ভক্ত। প্রকৃত ভক্তের হৃদয় নির্ম্মল ও পবিত্র, তাঁহাদের হৃদয়ে কাম-ক্রোধাদির দৌরাত্ম্য নাই, কামনা বাসনার তাড়না নাই এবং অভি-মানাদি তিষ্ঠিতে পারে না ; তাঁহাদের সদৃশ ত্রিলোকে কেহই নাই।

তেষু বিশ্বমিদং ভূতং সর্ব্বঞ্চ জগদাহিতম্।
তেষাং মাহাত্ম্যভাবস্য সদৃশং নাস্তি কিঞ্চন ॥
আদ্যন্তে নিধনে চৈব কর্ম্ম চাতীত্য সর্ব্বশঃ।
চতুর্ব্বিধস্য ভূতস্য সর্ব্বস্যেশাঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥

মহাভারত। শান্তি।১০৬

সেই সকল আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য মহাত্মাতেই এই বিরাট্-বপু বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ;—উহাঁদের মাহাত্ম্য-সদৃশ উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই ;—উহাঁরা জন্ম, মৃত্যু ও কর্ম্ম সমুদয় অতিক্রমপূর্ব্বক, উদ্ভিজ্জাদি চতুর্ব্বিধ শরীরধারী স্থাবর-জঙ্গমাত্মক দ্বিবিধ জীবের ঈশ্বর রূপে অবস্থিত করিয়া থাকেন।

——০:§:০——

॥ দ্বাদশোচ্ছ্বাস ॥

পরম-তত্ত্ব-লাভের উপায়।

ন যস্য সখ্যং পুরুষোঽবৈতি সখ্যুঃ,
সখা বসন্ সংবসতঃ পুরেঽস্মিন্।
গুণো যথা গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টে—
তস্মৈ মহেশায় নমস্করোমি ॥

শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় সকল যেমন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়চয়ের সখ্য অর্থাৎ প্রকাশ-শক্তি জানে না, তেমনি সখা জীবও এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান জীবাধার দেহ-রূপ পুর-মধ্যে বাস করিয়া, এই স্থানস্থিত যে সখার ইন্দ্রিয়-চালনাদি-রূপ সখ্য জানিতে পারেন না, সেই পুরুষোত্তম পরমাত্মা মহেশকে আমি নমস্কার করি।

আচ্ছ—জিজ্ঞাসা করি, এই যে পরম-তত্ত্ব-স্বরূপ ভগবান্ পরমাত্মা তিনি আমাদেরই এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান পাঞ্চভৌতিক দেহাভ্যন্তরে বিরাজমান রহিয়াছেন;—অথচ, আমরা তাঁহাকে বিদিত হইতে সমর্থ হইনা। অতএব, পরম-তত্ত্ব লাভ করিবার উপায় কি?

একাকিনা সমুপগম্য বিবিক্তদেশং,
প্রাণাদিরূপমমৃতং পরমার্থতত্ত্বম্।
লঘ্বাশিনা ধৃতিমতা পরিভাবিতব্যং,
সংসাররোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥

।

একাকী জন-সমাগম-শূন্য নির্জ্জন স্থানে, সংসার-কোলাহল-গণ্ডগোলের অন্তরালে,—"স্বচিত্তৈকাগ্রতা যত্র তত্র" গমন করিয়া, মনোনুকূল পবিত্র সমতল ক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক, প্রতিদিন লঘুভোজন করতঃ ধৈর্য্য সহকারে দুর্জ্জয় কাম-ক্রোধাদি রিপুচয় সংযত করিয়া, দুরন্ত ইন্দ্রিয়চয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, চঞ্চল চিত্তকে স্থির ও শান্ত করিয়া, রুদ্ধেন্দ্রিয় হইয়া, নির্লিপ্ত-চিত্তে অনন্যমনে অভিনিবিষ্টভাবে, স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-স্তবকে, সংসার রোগহর অদ্বিতীয় পরমৌষধ, প্রাণাদি-অমৃত-রূপ পরমার্থ-তত্ত্ব রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পদারবিন্দ-মকরন্দ-পানানন্দে চিত্তভৃঙ্গকে নিরত করিয়া, অহর্নিশ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চিন্তনে নিরত হইবে; এমন কি,—"সুখদুঃখেচ্ছা-লাভাদিত্যক্তে কালে প্রতীক্ষ্যমাণে ক্ষণার্দ্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ম্" সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, লাভাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক কালের অপেক্ষা করিয়া ক্ষণার্দ্ধও বৃথা কাটা-ইবে না। অর্থাৎ ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া, নিরন্তর তাঁহার ধ্যান করিবে এবং সর্ব্বদা এমত চেষ্টা করিবে যে, ক্ষণার্দ্ধকালের জন্যও যেন চিত্ত ধ্যান হইতে বিচলিত না হয়, তাহা হইলে, স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সমুদিত হইয়া হৃদয়-কন্দর আলোকিত করিয়া বিরাজমান হইবেন। অর্থাৎ,—

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তি—
ৰ্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধন যোনিগৃহ্য—
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে॥
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।১।১৩

:

যে প্রকার কাষ্ঠমধ্যস্থিত অগ্নিকে কেহ কখনও দর্শন করিতে পারে না; অথচ, কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি বিদ্যমান রহিয়াছে। কাষ্ঠমধ্যে স্থিত অবস্থায়

অগ্নিকে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং অগ্নির মূর্ত্তিরও নাশ হয় না, মূর্ত্তিমান্ অগ্নি তিল মধ্যে তৈলের ন্যায়,—দুগ্ধ মধ্যে ঘৃতের ন্যায়,—ভূমধ্যে জলের ন্যায়, পুষ্পমধ্যে গন্ধের ন্যায়,—পাষাণ মধ্যে কাঞ্চনের ন্যায় এবং জল মধ্যে শৈত্যের ন্যায় কাষ্ঠমধ্যে বিদ্যমান থাকে; সেইপ্রকার এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান পাঞ্চভৌতিক দেহাভ্যন্তরে, স্তূপীকৃত সজ্জীভূত তমোময় হৃদয় কন্দরে হৃদয়-কমলের রক্তিম-স্তবকে,প্রণবান্তর্গত রামরূপী পরমাত্মা সতত বিরাজমান রহিয়াছেন;—"যথা কাষ্ঠস্থিতো বহ্নি মন্থনাদেব দৃশ্যতে। এবং সর্ব্বগতো বিষ্ণুর্ধ্যানাদেব প্রদৃশ্যতে॥" যেমন কাষ্ঠগত বহ্নি মন্থন করিলে, দৃষ্ট হয়, তেমনই হৃদয়গত রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ধ্যান দ্বারা দৃশ্যমান হয়েন;—"যথা হি ব্যাপকো বহ্নি কাষ্ঠে কাষ্ঠে চ তিষ্ঠতি। যো বৈ মথ্নাতি তং কাষ্ঠং স বৈ পশ্যত্যসংশয়ম্॥" যেরূপ সর্ব্বব্যাপী অগ্নি প্রতি কাষ্ঠে বিদ্যমান রহিয়াছে; তদ্রূপ প্রত্যেক জীবাধার-রূপ পাঞ্চভৌতিক দেহাভ্যন্তরে সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন। যে ব্যক্তি কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করে, সে ব্যক্তি যেমন অগ্নিকে দেখিতে পায়, তেমনি যিনি ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া, রিপুচয় সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, অনন্যমনে অভিনিবিষ্টভাবে স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সতত ধ্যান করিতে পারেন; তিনি তাঁহার পরম সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর চির-মধুর দিব্যমূর্ত্তির দর্শন করিয়া থাকেন; সংশয় নাই। অতএব,—

হৃৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে স্থিরদীপনিভাকৃতিম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রমচলং ধ্যায়েদোঙ্কারমীশ্বরম্॥

ধ্যানবিন্দূপনিষৎ।

স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান কর, তাঁহার দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। ঐ যে, অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে, স্তূপীকৃত সজ্জীভূত তমোময় হৃদয়-কন্দরে, নিবাত-নিষ্কম্প দীপ শিখার ন্যায়,

অচঞ্চল অবস্থায় চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ উজ্জ্বল সম্মোহন প্রণব, হৃদয়-কন্দর আলোকিত করিয়া, দ্রুত-বিচ্ছুরিত রশ্মিজালকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, স্থির ও গম্ভীরভাবে নিশ্চল হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন ;—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনু-ভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" এই যে জ্যোতিশ্চক্রের অধী-শ্বর,—আলোকরূপী ভগবান্ কারুণ্যপ্রাণ করুণা-নিদান—জ্যোতির জ্যোতিঃ, —উজ্জ্বলতার কৌস্তভ-মণি, - আলোকের পবিত্র-রশ্মি জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য ; —প্রসন্ন-স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্না-বিকশিত উজ্জ্বল সম্মোহন জ্যোতিষ্মান্ চন্দ্র ;—সজল জলদমালা-মধ্যগত চারুহাসিনী সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটা চকিতোজ্জ্বলা জ্যোতির্ম্ময়ী বিদ্যুন্মালা ; অসীম নীলাম্বরে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড-প্রদীপ্ত নিশাভূষণ গগন-গহনা তারকামালা প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ সেখানে আলোকিত হয় না, নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া, জ্যোৎস্না-বিধৌত বিভাবরীতে জ্যোতিরিঙ্গ খদ্যোতের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন ; সুতরাং, এই উজ্জ্বল সম্মোহন জ্যোতিষ্মান্ জ্যোতিষ্কমণ্ডল যখন সেখানে হীনপ্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হন, তখন ভৌমাগ্নি প্রভৃতি অগ্নিসকলের দীপ্তিময়ী প্রভাব বিষয় অধিক কি কহিব ? সেই চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ প্রণবের কণামাত্র জ্যোতিঃতে এই সকল জ্যোতিষ্ক-পদার্থ জ্যোতিষ্মান্ হইয়া, অনন্ত জগৎকে আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অর্থাৎ, যে বায়ু মুখ ও নাসিকার মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হয়, তাহা ওঁকারধ্বনি, তাহা অনাহত-চক্র হইতে উত্থিত হইতেছে। অনাহত শব্দের যে নাদ, তাহাই ধ্বনিপদবাচ্য ; সেই ধ্বনির অভ্যন্তরে জ্যোতির অবস্থান, তদভ্যন্তরে মনের অধিষ্ঠান ; অর্থাৎ জীবের নাভিমূলে দশাঙ্গুলি-পরিমিত পদ্মনাল বিরাজমান আছে। উহা কোমল, নিম্ন-পত্র-বিশিষ্ট এবং অধোমুখে অবস্থিত,—উহা দেখিতে কদলী-পুষ্পের ন্যায়, উহা সুনির্ম্মল ও চন্দ্রের ন্যায় রমণীয়। উহারই ঊর্দ্ধ-

ভাগে অষ্টপত্র-বিশিষ্ট জীবের হৃদয়-পদ্ম বিদ্যমান রহিয়াছে ; ঐ পদ্মের মধ্যে ভানুর আবির্ভাব, তন্মধ্যে সূর্য্যের সমুদয়, তদভ্যন্তরে চন্দ্রের আবির্ভাব, উহার অন্তরে বহ্নি এবং তন্মধ্যে সুন্দর প্রভা জাজ্জ্বল্যমান। ঐ প্রভার অভ্যন্তরে নানারত্ন-সমাকীর্ণ পীঠের অবস্থিতি, উহা দেখিতে সূর্য্যরশ্মি অথবা অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গ-সদৃশ। ইহারই অভ্যন্তরে নিরাময় নারায়ণ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অবস্থিতি, শর ও শরাসন প্রভৃতি তাঁহাতে শোভমান, তিনিই ভগবান্ শ্রীরাম নামে পরিচিত। কমলকেশর ও তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার বর্ণ সুনির্ম্মল, তাঁহার দিব্যশরীরের লাবণ্য শুদ্ধ স্ফটিক বা চন্দ্রকান্তমণি-সদৃশ। তাঁহার দিব্যদেহের তেজঃ কোটি সূর্য্যের ন্যায়, উহা স্নিগ্ধতায় কোটি চন্দ্রতুল্য অর্থাৎ তাঁহার দিব্যদেহ হইতে কোটিসূর্য্য প্রদীপ্ত কোটিচন্দ্রোৎফুল্ল আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে। উহাই চিন্ময় ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ; অর্থাৎ—"হৃদিস্থিতং পঙ্কজমষ্টপত্রং, সকর্ণিকং কেশরমধ্যনালম্। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং মুনয়ো বদন্তি, ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুং পুরুষং প্রধানম্॥" হৃদয়মধ্যে যে অষ্টপত্রবিশিষ্ট পঙ্কজ অবস্থিতি করে, উহার কেশরের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ এবং উহা কর্ণিকায় বিশোভিত ;—উহার আকার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ, আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য ধ্যাননিষ্ঠ মুনিগণ, ঐ স্থানকেই প্রধান পুরুষ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আলয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা ঐ স্থানেই পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করেন। ঐ স্থানে জ্যোতিষ্মান্ ওঁকারের অভ্যন্তরে জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন ; অতএব, জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে মনোময় করিয়া, অহর্নিশ ধ্যানে মগ্ন হও, তিনি হৃদয় কন্দরে মানস-মন্দিরে চিত্তপটে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিমান্-রূপে প্রকটিত হইবেন ; উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান্ প্রদীপের ন্যায় যখন ভগবান্ চিত্তপটে প্রকাশ পান, তখনই পুরুষের পাপকর্ম্ম ক্ষয় হইয়া জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। যৎকালে জীবের অন্তরে বিশালদলশোভী, সুপ্রভাশালী,

সুনির্ম্মল, নিত্যানন্দময় জ্ঞানালোকে সংপ্রবর্ত্তিত হয়, তখন বিষ্ণুর পরমপদ উপলব্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ,—"বিধূম ইব দীপ্তার্চ্চিরাদীপ্ত ইব দীপ্তিমান্। বৈদ্যুতোঽগ্নিরিবাকাশে হৃৎসঙ্গে আত্মনাত্মনি॥" যেমন বিধূম অগ্নি দীপ্তি পায়, সেইরূপ হৃদয়-পদ্মে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং প্রদীপ্ত হয়েন; আর, যেমন অসীম আকাশে সজলজলদজালে নবনীরদ-নীলিমমাঝে চারুহাসিনী সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটা চকিতোজ্জ্বলা জ্যোতিষ্মতী বিদ্যুন্মালার দীপ্তিমতী স্ফূর্ত্তির প্রকাশ হয়, সেইরূপ স্তূপীকৃত সজ্জীভূত তমোময় হৃদয়-কন্দরে, হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু প্রকাশিত হইয়া থাকেন। মাতেশ্বরী শ্রুতি, শ্রুতিমধুর কোমল-কণ্ঠে কহিয়াছেন, –

"নীহারধূমার্কানলানিলানাং,
খদ্যোতবিদ্যুৎ স্ফটিক শশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি,
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণিযোগে ॥"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।২।১১

'ধ্যানানুরক্ত ধ্যান-পরায়ণ ধ্যান-যোগাসক্ত যোগীপুরুষ, স্বকীয় হৃদয়-পদ্মে ভগবানের স্থূলমূর্ত্তির ধ্যানে সতত নিরত হইয়া, নিরন্তর ধ্যানে করিতে করিতে চিত্তকে যখন স্থূল মূর্ত্তিতে নিবাত-নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় স্থির করিয়া রাখিতে সমর্থ হন; তখন তাঁহার হৃদয়-কন্দরে অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে, হৃদয়-কমলের রক্তিম-স্তবকে নানাবিধ সূক্ষ্মমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে; মনশ্চক্ষু দ্বারা তাহা তিনি দর্শন করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ তিনি পান,—হৃদয়-কন্দরে মানস-মন্দিরে চিত্তপটে স্তূপীকৃত সজ্জীভূত ধূসরবর্ণ একত্রিত ধূমরাশি;—ক্রমান্বয়ে ধূসরিত ধূমরাশি যেন, ধূমায়িত পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়া, একত্রিত গাঢ় ধূমরাশির ন্যায় আয়সবর্ণ অনুভূতিতে আসে। তদনন্তর ধূমরাশি অপসৃত হইয়া যেন, নির্ধূম অগ্নিরাশির ন্যায় লোহিদ্বর্ণ

দৃষ্টিগোচর হয় ;—তদনন্তর লোহিতাভ বর্ণ বিলুপ্ত হইয়া, ঘনীভূত তুষাররাশির ন্যায় শুভ্রবর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহাও আবার, বিলুপ্ত হইয়া যায়, তৎ-পরিবর্ত্তে শুদ্ধ স্বচ্ছ নির্ম্মল স্ফটিকপ্রভা দৃষ্টিগোচর হয়। তদনন্তর ক্ষীণপ্রভা জ্যোতিরিঙ্গ খদ্যোতের ন্যায় জ্যোতির্ব্বিন্দু পরিলক্ষিত হয় ;—তদনন্তর সজলজলদমালা-মধ্যগত চারুহাসিনী সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটা চকিতোজ্জ্বলা জ্যোতিষ্মতী বিদ্যুন্মালার দীপ্তিমতী স্ফূর্ত্তির মত ক্ষণজ্যোতিঃ দেখিতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তদনন্তর সেই জ্যোতিঃ যেন স্থির হইয়া, শারদীয় পৌর্ণমাসীর পূর্ণশশীর নয়ন-মনোরঞ্জন স্নিগ্ধোজ্জ্বল শুভ্রজ্যোতির ন্যায়, প্রসন্ন-স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন বিমল জ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর জ্যোতিশ্চক্রের অধীশ্বর,- জ্যোতির জ্যোতিঃ, —উজ্জ্বলতার কৌস্তুভমণি, আলোকের পবিত্র রশ্মি—আলোকরূপী ভগবান্ সূর্য্যের তীব্র জ্যোতির ন্যায় মনোমদ শুভ্র প্রভা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।' অতএব,—"স্থিত্যর্থং মনসঃ পূর্ব্বং স্থূলরূপং বিচিন্তয়েৎ। তত্র তন্নিশ্চলীভূতে সূক্ষ্মেঽপি স্থিরতাং ব্রজেৎ॥" চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিবার নিমিত্ত, প্রথমতঃ স্থূল-মূর্ত্তির ধ্যান শিক্ষা করিবে ;—স্থূল-মূর্ত্তিতে চিত্ত সম্যক্ স্থির হইলে, সূক্ষ্ম-মূর্ত্তিতে আপনা হইতে স্থির হয় তাহাতে তেমন আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। যদ্যপি 'ন তস্য প্রতিমা অস্তি' তাঁহার কোন রূপ নাই,—তিনি অরূপ ও অপ্রতিম ; কিন্তু, রামপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ বলেন,—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

রামপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ।১।৭

অরূপ-অশরীরী, অদ্বিতীয়-চিন্ময়, নিষ্কল ব্রহ্মের রূপ কল্পনা কেবল উপাসকদিকের উপাসনা-সৌকর্য্যার্থে বুঝিতে হইবে ; কেন না,—"শূন্যমার্গে কথং যাতি আধারেণ বিনা নরঃ" আধার ব্যতীত যেমন শূন্যমার্গে আকাশপথে মানুষ গমনাগমন করিতে পারে না, তেমনি সাকার সরূপ ব্যতীত চিত্ত স্থির

হইতে পারে না। কারণ,—"অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি" অদৃশ্য নিরাকার বস্তুকে চিন্তা করা যায় না ; সুতরাং,—"সাকারো হি সুখেনৈব নিরাকারো ন দৃশ্যতে।" সাকার ব্যতীত নিরাকার উপাসনা কদাপি হইতে পারে না ; সাকার অল্পায়াসে পরিদৃষ্ট হন ; কিন্তু, নিরাকার বহু আয়াসেও দৃশ্য নহেন ;—'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্" যাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মে আসক্তমনা, তাঁহারা অধিকতর দুঃখভোগ করিয়া থাকেন। অতএব, যে যাহাই বলে বলুক, নিরাকার উপাসনা কথার কথা নহে ;—"সাকারো যঃ স্বয়ং স্বামী নিরাকারঃ স বৈ পুনঃ" যিনি নিরাকার তিনিই সাকার ; যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার। তিনি অধিকারীভেদে সাকার ও নিরাকার,—এই উভয় ; যিনি সাকার প্রভু, তিনিই স্বয়ং নিরাকার। তিনি ভক্তাধীন ; সুতরাং,—"ভক্তানুরোধাচ্চ সাকারঃ" ভক্তের অনুরোধে তিনি কখনও সাকার হন ; তাঁহার সাকার রূপ ধারণ করা বিচিত্র নহে। কেন না,—"হরিহিরণ্যকশিপুঃ জঘান স্তম্ভনির্গতঃ" মনে পড়ে না কি ? বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর লোমহর্ষণ-নিধনকাহিনী ! বিষ্ণুভক্ত ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদের নির্য্যাতনে কাতর হইয়া, ভক্তবৎসল ভগবান্ সাকার মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, স্বহস্তে হিরণ্যাক্ষকে নিধন করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণুর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে, হিরণ্যকশিপু কঠোর তপস্যায় নিরত হইয়া, বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হয় যে, সে জীব-জন্তু ও অস্ত্রের অবধ্য হইবে এবং ভূতলে, জলে বা শূন্যে ও দিবাভাগে বা রাত্রিকালে ইহার মৃত্যু হইবে না। এইরূপ বরে দৃপ্ত হইয়া, দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপু যথেচ্ছা প্রণালীতে রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহার পুত্র প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, কিন্তু, হিরণ্যকশিপু ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী। পিতার তাড়নায় বা শিক্ষকের উপদেশে প্রহ্লাদ হরিনাম ত্যাগ না করায়, হিরণ্যকশিপু তাঁহার প্রাণনাশের আদেশ দিলেন। কিন্তু, তথাপি প্রহ্লাদ হরিনাম ত্যাগ

করিলেন না, অবিচলিত-চিত্তে হরিনাম করিতে লাগিলেন। তখন দৈত্যেশ্বর ক্রোধে অধীর হইয়া, প্রহ্লাদের জীবনান্ত করিবার নিমিত্ত একে একে খড়্গাঘাত, হস্তিপদতল, অগ্নিকুণ্ড, সাগরগর্ভ, সমুচ্চ পর্ব্বত হইতে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ, বিষপ্রদান প্রভৃতি প্রাণান্তকর সর্ব্বপ্রকার উপায়ই ইঁহার প্রতি প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু, একমাত্র হরির কৃপায় ইনি সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। সর্পবিষে, জ্বলন্ত অগ্নিতে, জলমজ্জনে, হস্তিপদতলে, অস্ত্রাঘাতে প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না দেখিয়া, দৈত্যেশ্বর অশ্চার্য্যান্বিত হইয়া, পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আচ্ছা—বল্ দেখি,তুই কি প্রকারে এই সকল বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলি?' প্রহ্লাদ সহাস্যে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—'একমাত্র হরির কৃপাই সকল সঙ্কট নাশের কারণ; সর্ব্ববিপদভঞ্জন হরিই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।' হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিল: 'তোর সে হরি কোথায় থাকে?' শিশু প্রহ্লাদ কহিলেন,—'তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন।' এবার দৈত্যেশ্বর সভাস্থ স্ফটিক স্তম্ভের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভাল, তবে তোর হরি এক্ষণে ঐ স্ফটিক স্তম্ভের ভিতরে আছে কি?' প্রহ্লাদ সদন্তে, অথচ সবিনয়ে দৈত্যেশ্বরের প্রাণের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া, ভাবমুগ্ধভাবে, মর্ম্মস্পর্শিনী ওজস্বিনী ভাষায় কহিলেন,—"হাঁ তিনি উহার ভিতরেও আছেন বৈ কি।' ইহা শুনিয়া, হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়া, ক্রোধকম্পিত-কলেবরে দারুণ পদাঘাতে, সেই স্ফটিক-স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অমনি তন্মধ্য হইতে এক অতি ভীষণ অদ্ভুত নরসিংহমূর্ত্তি বহির্গত হইয়া, হিরণ্যকশিপুকে স্বীয় জানুদ্বয়ের উপর স্থাপন পূর্ব্বক, দিবা ও রাত্রির সন্ধিকালে নখ দ্বারা বিদারণ করিয়া, দৈত্যেশ্বরকে শমন-ভবনে প্রেরণ করিলেন। ইহা কি মিথ্যা বলিতে পার? অতএব, তিনি সাকার ও নিরাকার - এই উভয়; তিনি ইচ্ছাময়, অনন্তমূর্ত্তি। যোগীরাজ যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,—

"অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্,
আত্মাস্য জন্তো র্নিহিতো গুহায়াম্।
তমদ্ভুতং পশ্য বিশুদ্ধ বুদ্ধ্যা,
প্রয়াণকালেঽপি বিহীনশোকঃ ;"
যোগীযাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।১২

'অদ্বিতীয় চিন্ময় ব্রহ্ম সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, মহান্ হইতে মহান্; তিনি জীবকুলের আত্মারূপে অদৃশ্য-স্থলে শরীরমধ্যে হৃদয়-কন্দরে নিহিত আছেন। সেই অদ্ভুত-স্বরূপ চিন্ময় ব্রহ্মকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত প্রত্যক্ষ কর একেবারেই শোকবিহীন হইও।' অতএব, চিন্ময় অশরীরী ব্রহ্ম যেমন—"অণোরণীয়ান্" অণু হইতে অণুতর—পরমাণু-স্বরূপ ;—তেমনই আবার,—মহতো মহীয়ান্" তিনি মহান্ হইতে মহত্তম অতি বৃহৎ ; সুতরাং, তিনি উচ্চতায় চির-তুষারাবৃত হিমাদ্রি-শেখর ও বিশালতায় দিগন্ত-বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগর অর্থাৎ তিনি বৃহত্বে অসীম আকাশ-স্বরূপ ও ক্ষুদ্রতায় তিনি দৃষ্টির অগোচর—পরমাণু-কণা-স্বরূপে অবস্থিত। সেই "অণোরণীয়ান্মহতোমহীয়ান্" কে কর-চরণ-বিশিষ্ট সুচারু মূর্ত্তিতে, সাকার-রূপে চিন্তা করাই সকলেরই কর্ত্তব্য ; কেন না,—"পূজা ভক্তিঃ কথং শূন্যে সাকারে কথ্যতে বুধৈঃ।" নিরাকারে কিরূপে পূজা-ভক্তি প্রযুজ্য হইতে পারে ?—তাই আত্মজ্ঞান-পরায়ণ বুধগণ উহা সাকারেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে,—"সাকারং বহবো দৃষ্ট্বা গতা ভক্ত্যা চ তৎপদম্" পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ, গজেন্দ্র, অহল্যা, দ্রৌপদী প্রভৃতি অনেকানেক ভক্ত, তাঁহার কমনীয় কান্তি জ্যোতির্ম্ময় সাকার-মূর্ত্তি সন্দর্শ করিয়া ভক্তি-ভরে তাঁহার সেবা-পূজা করতঃ তদীয় অনাময় পরমপদে আত্মলীন করিয়াছেন। বাস্তবিক, তিনি সাকার ; শ্রুতি, সুমধুর স্বরে কহিয়াছেন,—"রসো বৈ সঃ" তিনি রসময় রস-সাগর, তাঁহার দিব্য-শরীর রস-নির্ম্মিত ; কেন না,—"রসং হ্যেবায়ংলব্ধানন্দীভবতি" ভক্তগণ তাঁহার সাবয়ব রসময় সাকার

মূর্ত্তির চিন্তনে রসাস্বাদ করিয়া, আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া বলিয়া থাকেন ;— "মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ।" সুতরাং তাঁহাকে সাকার মূর্ত্তিতে চিন্তা করাই কর্ত্তব্য ;—"সেবারসশ্চ সাকারে নিরাকারে ন বৈ রসঃ। সাকারেণ নিরাকারো জ্ঞায়তে স্বয়মেব হি॥" সাকারে সেবারস, নিরাকারে তাহা হয় না। পরন্তু, সাকারে নিরাকার জ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব,—

কেয়ূরাঙ্গদকঙ্কণৈর্ম্মণিগতৈর্বিদ্যোতমানং সদা,
রামং পার্ব্বণচন্দ্রকোটিসদৃসচ্ছত্রেণ বৈ রাজিতম্।
হেমস্তম্ভসহস্রষোড়শযুতে মধ্যে মহামণ্ডপে,
দেবেশং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্॥
রামরহস্যোপনিষৎ।২।৩৭

পূর্ব্বকথিত হৃদয়-পদ্মের অভ্যন্তরে ষোলহাজার হেমস্তম্ভযুক্ত মহামণ্ডপের মধ্যে, নানারত্ন-সমাকীর্ণ সূর্য্যরশ্মি-সমদ্যুতি পীঠোপরি, কোটিচন্দ্রোৎফুল্ল স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছত্র-পরিশোভিত সিংহাসনে, কেয়ূর ও কঙ্কণাদি নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, উজ্জ্বল সম্মোহন মণিগত, কমনীয় শ্যামকান্তি-কলেবর দেবেশ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বানুজ ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণাদি-পরিবৃত হইয়া, সতত দীপ্তি পাইতেছেন ;—তাঁহাকে প্রণবাভ্যন্তরস্থ করিয়া, নিরন্তর চিন্তা করিবে ; কেন না,—"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" প্রণব তাঁহার বাচক অর্থাৎ বোধক। সুতরাং, প্রণব না চিনিলে, তাঁহাকে ধরিতে পারা যাইবে না ; প্রণবই তাঁহার বিশ্বরূপ সাকার-মূর্ত্তি। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে,—"ওঁকারপ্রভবা দেবা ওঁকারপ্রভবাঃ স্বরাঃ। ওঁকারপ্রভবং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥" ওঁকার হইতে দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে ;—স্বর সকল ওঁকার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ; —সচরাচর ত্রৈলোক্যের সকল পদার্থই ওঁকার হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং, ওঁকারই ভগবানের বিরাট্ বিশ্বরূপ। ওঁকারের, পাদমূলে—'তল'

অবস্থিত ; তদূর্দ্ধে—'বিতল'; জঙ্ঘাদেশে—'সুতল'; গুল্‌ফে—'রসাতল'; উরুদেশে—'তলাতল'; গুহ্যদেশে—'মহাতল'; সন্ধিদেশে—'পাতাল';—নাভিদেশে—'ভূর্লোক'; কুক্ষিতে—'ভুবর্লোক'; হৃদয়ে—'স্বর্লোক'; বক্ষে—'মহর্লোক'; কণ্ঠে—'জনলোক'; মুখে—'তপোলোক'; মস্তকে—'সত্যলোক'; এইরূপে চতুর্দ্দশ ভুবন বিরাজমান। এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদ-মানব-শরীরাভ্যন্তরে হৃদয়ে নিত্যকাল প্রাণের অবস্থিতি, গুহ্যমণ্ডলে অপানের অবস্থান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠদেশে উদান, সর্ব্বশরীরে ব্যান ;—এইরূপে প্রধান প্রধান বায়ু সকল প্রবাহিত আছে; কিন্তু, তন্মধ্যে—"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম হৃৎপদ্মান্তরসংস্থিতম্।" 'ওঁ' এই অক্ষর ব্রহ্মময় ;—ইহা সতত হৃদয়-পদ্মে অবস্থিত। এই কারণে হৃদয়ে সতত পরমেশ্বরের ধ্যানাভাস-পরায়ণ হইয়া,—"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্ম্মন্থনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥" আত্মাকে অরণি-রূপে আরোপিত করতঃ উত্তরোত্তর প্রণবের অনুশীলনপূর্ব্বক আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা লোকের কর্ত্তব্য। অথবা,—"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়োভবেৎ॥" ব্যাধগণ যেরূপ অপ্রমত্তচিত্তে তন্ময় হইয়া, পশু-পক্ষী প্রভৃতিকে বিদ্ধ করে ; তদ্রূপ প্রণবকে ধনু, আত্মাকে শর-রূপে ধনুঃশরযোগে অনন্যমনে অভিনিবিষ্টচিত্তে তন্ময় হইয়া, ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বেধ কর এবং আকাশমধ্যে আত্মাকে ও আত্মার মধ্যে আকাশকে স্থির করিবার জন্য প্রস্তুত হও ;—এইরূপে আত্মাকে স্বকীয় পদে স্থিতি করাইলে, চিন্তার বিষয় কিছুই থাকিবে না। এইরূপে অভ্যাস বলে ধ্যানমন্থন করিলে, প্রণবাগ্নি যখন ক্ষীণ থাকে, তখন পাপ-সমূহ দগ্ধ হইয়া যায়, যদি উহা প্রবল হয়, তাহা হইলে, মোক্ষবিধান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি আত্মধ্যান-পরায়ণ,তিনি এইরূপ প্রণব-সাহায্যে পূর্ণ হইয়া থাকেন ; যখন সকল বস্তুই পূর্ণজ্ঞানে দর্শন ঘটে, তখনই সমষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অতএব, হৃদয়-পদ্মস্থিত কর্ণিকামধ্যে পরমমঙ্গল-বিধায়ক চির-শুভদায়ক অগ্নিশিখা-সদৃশ যে পরমাত্মার স্থান বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে প্রণব অবস্থিত, তাহা একমনে ধ্যান করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বানুজ লক্ষ্ণকে কহিতেছেন,—

"পূর্ব্বং সমাধেরখিলং বিচিন্তয়েৎ,
ওঙ্কারমাত্রং সচরাচরং জগৎ।
তদেব বাচ্যং প্রণবো হি বাচকো –
বিভাব্যতেঽজ্ঞানবশান্ন বোধতঃ॥"
অধ্যাত্মরামায়ণ।

হে লক্ষ্ণ! সমাধির পূর্ব্বে এই সচরাচর জগৎকে ওঁঙ্কারমাত্র বলিয়া বিবেচনা করিবে। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত সমাধি-সিদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত এই অসীম সুষমাকর, বন বনান্ত-পরিশোভিত, মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বর, নানাজীব-সঙ্কুল, শোভন-সৌন্দর্য্যময় চরাচরাত্মক জগৎকে ওঙ্কার-রূপে চিন্তা করিবে। সচরাচর জগৎ বাচ্য এবং প্রণবাখ্য ওঙ্কার বাচক;—অজ্ঞানবশতঃই এই প্রকার প্রতীতি হয়, তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে, এই প্রতীতি থাকে না। অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানোদয় না হয় সে পর্য্যন্ত অজ্ঞানবশতঃ এই চরাচর জগৎ বাচ্য অর্থাৎ উহাতে ঈশ্বর সত্তা আছে কি—না, ইহা বুঝিবার যোগ্য এবং প্রণব তাহার বাচক অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি হয়। জ্ঞানোদয় হইলে, বাচ্য-বাচক ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সমস্তই ঈশ্বরময় বলিয়া বোধ হয়; তখন আর কোন সংশয় থাকে না। ওঙ্কারের অন্তর্গত অকার-বাচ্য শরীরস্থ পুরুষ—'বিশ্ব', উকার—'তৈজস' এবং মকার —'প্রাজ্ঞ' শব্দে অভিহত;–এই সমস্তই সমাধির পূর্ব্বে দৃষ্ট হয়, তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে, আর এ সকল জ্ঞান থাকে না। অর্থাৎ প্রণবের প্রথম বর্ণ অকার-বাচ্য সূক্ষ্ম-শরীরে অভিমানবশতঃ স্থূল শরীরেও যে আত্মাভিমান হয়, সেই

পুরুষ 'বিশ্ব' নামে অভিহিত হয়েন ;—ইনিই জাগ্রৎ-সাক্ষী বিরাট্-পুরুষ। দ্বিতীয় বর্ণ উকার বাচ্য তেজোময় অন্তঃকরণোপহিত-রূপে সূক্ষ্ম-শরীরে অভিমান হওয়ায়, উক্ত পুরুষই 'তৈজস' নামে অভিহিত হন ;—ইনিই স্বপ্ন-সাক্ষী লিঙ্গদেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। আর, প্রণবের তৃতীয় বর্ণ মকার-বাচ্য একমাত্র অজ্ঞানের প্রকাশক হওয়ায় মায়োপাধিক তদ্বাচ্য 'প্রাজ্ঞ' নামে কথিত হইয়াছেন ;—বেদোক্ত রীতিতে আত্মজ্ঞান-পরায়ণ পণ্ডিতগণ, জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি দ্বারা গবেষণা করিয়া, এইরূপ বলিয়া থাকেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি,—এই তিন অবস্থানুসারে উক্ত প্রকার ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে ; কিন্তু, সমাধি-সিদ্ধির পরে তত্ত্ব-জ্ঞানোদয় হইলে, আর এরূপ ভেদবুদ্ধি থাকে না। অর্থাৎ প্রণবের প্রথমাংশ—'অকার' লয় প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীতে অগ্নি, ঋগ্বেদ, ভূ ও পিতামহ,—এই কয়েকটি বর্ত্তমান থাকে ;—প্রণবের দ্বিতীয়াংশ—'উকার' লয় প্রাপ্ত হইলে, অন্তরীক্ষ, যজুর্ব্বেদ, বায়ু ও শিব এবং সনাতন বিষ্ণু লয় পাইয়া থাকেন ;—প্রণবের তৃতীয়াংশ—'মকার' লয় প্রাপ্ত হইলে, আকাশে সূর্য্য, সামবেদ, স্বর্গ ও মহেশ্বর লয় পাইয়া থাকেন। প্রণবের অকার রক্ত-বর্ণ, উকার শুক্লবর্ণ ও মকার কৃষ্ণবর্ণ ;—এই তিন বর্ণ সম্মিলিত হইলেই, সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত অকারের বর্ণ পীত, উকার সত্ত্বগুণবালম্বী শুক্লবর্ণ এবং মকার কৃষ্ণবর্ণ,—অকার, উকার ও মকারে জ্যোতির্বিশিষ্ট "ওঁ" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি এই তিন অক্ষরযুক্ত ওঁকারের স্বরূপ অবগত আছেন, তিনি বেদবেত্তা। এই প্রণবের লয় ভাবনা এইভাবে করিতে হয় ; সেই অকারাখ্য পুরুষকে উকার অর্থাৎ তৈজসে,—উকারকে মকারে এবং মকারকে শুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপ চিন্ময় আত্মাতে বিলীন ভাবনা করিবে। অনন্তর—'আমিই সদামুক্ত, বিজ্ঞানদৃক্, উপাধি-রহিত, অমল পর-ব্রহ্ম ;—এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে, ক্রমে

ক্রমে আত্মজ্ঞান জন্মিলেই, সেই ব্যক্তি বিষয়-বাসনা-রহিত, নিত্যসুখী ও জীবন্মুক্ত হইয়া, অচলবারিসিন্ধুবৎ বিরাজমান্ থাকেন। এইরূপেই সমাধি অভ্যাস করিতে হয় ; সমাধি অভ্যাস করিলে, দুর্জ্জয় কাম-ক্রোধাদি-রিপুচয় পরাজিত হয়,—ক্ষুৎ-পিপাসাদি ষড়গুণ পরাভূত হইয়া থাকে এবং দুরন্ত ইন্দ্রিয়চয়ও তাহার নিকট পরাজিত হয় ; সুতরাং, তাদৃশ কামনা-বাসনা-বিজ্জিত, আশা-স্পৃহা পরিত্যক্ত, আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্ত, সংযতেন্দ্রিয় পুরুষকে আমি সর্ব্বদা দর্শন দিয়া থাকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া, ষড়রিপু সংযত করিয়া. ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্তচিত্ত হইয়া, অনন্তমনে অভিনিবিষ্টভাবে স্থূলদেহাবস্থিত অকারাখ্য পুরুষ অর্থাৎ বিশ্বকে প্রণবের দ্বিতীয় বর্ণ—উকারাখ্য তৈজসে লয় অর্থাৎ স্থূলাভিমানকে সূক্ষ্মে বিলীন করিয়া ; —উকারাখ্য তৈজসকে প্রণবের তৃতীয়বর্ণ—মকারে অর্থাৎ প্রাজ্ঞে লয় করিয়া, জগৎকে শক্তি-তত্ত্বে ও শক্তিকে ঈশ্বর-সত্তায় বিলীন করিয়া. কারণ-শরীরাভিমানী মকারাখ্য প্রাজ্ঞকে বিশুদ্ধ চিৎ-স্বরূপে চিন্তা করিয়া, 'আমিই সেই নিত্য মুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ প্রগাঢ় চিন্তা করিতে পারেন ; তাঁহারই আত্মসত্তা স্পষ্টতঃ অনুভূত হইয়া থাকে এবং তখনই তিনি নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ,—এই উপাধিত্রয়-বিমুক্ত হইয়া, বিশুদ্ধ-চৈতন্য-স্বরূপত্তা লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি এইরূপে আত্মচিন্তা করিয়া থাকেন, তিনি এই মায়া-বিজৃম্ভিত প্রপঞ্চ ও মায়া-পরিভাসিত পদার্থপুঞ্জ বিস্মৃত হইয়া, স্বকীয় আত্মানন্দোপভোগে নিরন্তর পরিতৃপ্ত থাকেন। অতঃপর তিনি সাক্ষাৎ-সত্য স্বয়ংপ্রকাশ, আত্মসুখ-স্বরূপ হন এবং লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ,—এই চতুর্ব্বিধ বিঘ্ন-বিমুক্ত হইয়া, প্রশান্ত পয়োধির ন্যায় অক্ষুব্ধভাবে অবস্থিত থাকেন। এই প্রকারে যে যোগীপুরুষ. নিরন্তর যোগ-সমাধির অভ্যাস করেন ও যিনি দুর্জ্জয় রিপুচয় জয় করিয়া, দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণশালী চিন্ময়

আত্মাকে যিনি বিদিত হইয়া বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমি সর্ব্বদা দৃশ্যমান্ হইয়া থাকি, অর্থাৎ তাদৃশ যোগনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় পরম ভক্তের নির্ম্মল পবিত্র-হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বাস করি।' অতএব,—

সকলভুবনমধ্যে নির্ধনাশ্চাতিধন্যা,
নিবসতি হৃদি যেষাং শ্রীহরের্ভক্তিরেকা।
হরিরপি নিজলোকং সত্বরং সংবিহায়,
প্রবিশতি হৃদি যেষাং প্রেমসূত্রাপিনদ্ধঃ॥
পদ্মপুরাণ। উত্তর।১৯৫

যাঁহাদের কামনা-বাসনা-রহিত, কাম-ক্রোধাদি-দোষ-বর্জ্জিত নির্ম্মল পবিত্র হৃদয়মধ্যে একমাত্র বিষ্ণুসাযুজ্যকারিণী অবিচলা হরিভক্তি বিরাজিতা, অখিল ভুবন-মধ্যে তাঁহারা নিঃস্ব দরিদ্রের শতছিদ্রপূর্ণ জীর্ণ-শীর্ণ পলালাবশেষ ভগ্নপর্ণ-কুটীরবাসী নির্ধন হইলেও, তাঁহারা রাজ-রাজেশ্বরের মর্ম্মর-নির্ম্মিত সুধা-ধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী উন্নতি সৌধ-অট্টালিকা-বাসী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর মহাধনবান; অতএব, তাঁহারা অতি ধন্য। কেন না, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর পরম-কারুণিক পরমেশ্বর সাধকবৃন্দের কঠোর সাধনার ধন, যোগিধ্যেয় জগজ্জীবন বিশ্বপাবন ভগবান্ শ্রীহরি চরম-সুখ, চির-শান্তি, পরম-আনন্দের লীলা-নিকেতন স্বকীয় ভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক, অভিন্ন প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, তথাবিধ তদ্গতচিত্ত একনিষ্ঠ সদাযোগ-নিরত ভক্তিমান্ ভক্তদিগের হৃদয়-কন্দরে মানস-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া, উজ্জ্বল সম্মোহন-রূপে বিরাজ করিয়া থাকেন।

১। শ্রী১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ প্রসঙ্গ—পুস্তকখানি সম্বন্ধে কলিপাবন মহাজন বিরাগ-রসিক নামৈক-সম্বল প্রেমাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারাম দাস ওঙ্কার নাথ বাবার মন্তব্য :—

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ। ওঙ্কারমঠ ১৭।১১।৬৫ রাত্রি। মহারাজ-প্রসঙ্গ পুস্তকখানিতে প্রথমে শ্রীমান্ শম্ভুনাথ পরমহংস বাবার কোষ্ঠি বিচার করিয়াছে। শ্রীমানের এ চেষ্টা প্রশংসনীয়। অনেকগুলি মহাপুরুষের কোষ্ঠি শ্রীমান্ করিয়া অনেককে আনন্দ দিয়াছে এবং স্বয়ংও ধন্য হইয়াছে।

মহারাজ-প্রসঙ্গে শ্রীমান্ রামলাল সংক্ষেপে দণ্ডি-স্বামী পরমহংস বাবার জীবনী আলোচনা করিয়াছে।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গে শ্রীমান্ কৃষ্ণলাল পরমহংস বাবার জীবনী বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। একালে এরূপ ইচ্ছামৃত্যুর কথা প্রায় শোনা যায় না। মাত্র কয়েকটি শুনিয়াছি—রামপ্রসাদ সেন, দিগ্‌সুইয়ের নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, গায়ক ৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত দিলীপ রায়ের কোন পুস্তকে একটি সাধু এই ভাবে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এরূপ মৃত্যুর কথা শুনিলে নাস্তিকের মনেও ভগবানের অস্তিত্বে এবং যোগের মহীয়সী শক্তিতে বিশ্বাস জন্মায়। সেই যোগীন্দ্র চূড়ামণির উপদেশে যিনি চলিবেন তিনিও পরমানন্দ লাভে সমর্থ হইবেন—ইহাতে কোন সংশয় নাই। পরে শ্রীমান্ অন্যান্য মহাপুরুষগণের কথা বলিয়াছে।

মোট কথা মহারাজ-প্রসঙ্গ পুস্তকখানি ভালই হইয়াছে।

২। শ্রী১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের পত্রাবলী গ্রন্থ সম্বন্ধে পরম পূজ্যপাদ প্রেমাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ বাবার মন্তব্য :—

পূজ্যপাদ পরমহংস বাবার পত্রাবলী গ্রন্থে তাঁহার ত্রিশখানি পত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পত্রগুলিতে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলের বহু শিক্ষাপ্রদ উপদেশ আছে। জীবনে অনেক পত্রই পড়িয়াছি কিন্তু—"বাবা আনন্দের কথা বিশেষ আর কি কহিব, আমার এবারে শুভদিন উপস্থিত। এই বৈশাখ পূর্ণিমাতে আমি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিব" এরূপ আপনার

দেহত্যাগের দিন নির্ণয় করিয়া দেওয়া পত্র আর পড়ি নাই। তিনি যে কত বড় মহাপুরুষ যোগীশ্রেষ্ঠ ছিলেন এই পত্রখানিই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মায়েদের দুই একখানি পত্রে খেচরী মুদ্রার কথা আছে—সকল অধিকারী ত সমান নহেন। সকলের জন্য শেষ পত্রের উপদেশ—"সদা সর্ব্বদা নারায়ণ নাম কীর্ত্তন করিস্ মা। যাবৎ শরীর সংসারে থাকিবে, তাবৎ ভগবন্নাম রসনা হইতে যেন বিচ্যুত না হয়। ইহাতেই তোদের একলার কেন?—সারা জগতের শেষ জীবনের পথের সম্বল।" মাত্র এইটুকুও যিনি গ্রহণ করিবেন তিনি ধন্য হইয়া যাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রী শ্রীপতি চরণ দাস, পাহাড়ীপুর, পোঃ মেদিনীপুর।

২। মুখার্জ্জী বুক ষ্টল, বড়বাজার, মেদিনীপুর।

৩। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মেদিনীপুর নিউ সুলভ প্রেস হইতে মুদ্রিত।

প্রকাশক : শ্রীপরেশচন্দ্র দত্ত, পাহাড়ীপুর, মেদিনীপুর।